CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 August 2021 ■ আগরতলা ৩১ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ১৪ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অবশেষে জল্পনার অবসান, ৩ জনকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিয়ে কৌশলী চাল বিপ্লবের, আজ শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। চাপের রাজনীতির পাল্টা হিসেবে কৌশলী এবং সাহসী চাল দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার। কারণ, তিন জনকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিয়ে বিদ্রোহী শিবিরেই আঘাত করলেন তিনি। আগামীকাল তাই মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে নতুন তিন মুখ শপথ নিতে চলেছেন। তাতে অবশেষে জল্পনার অবসান হচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনের সাকুল্যে দেড় বছর বাকি থাকতেই কপাল খুলল রামপ্রসাদ পাল, সুশান্ত চৌধুরী এবং ভগবান দাসের। আগামীকাল দুপুর সাড়ে তিনটায় ওই তিনজন নতুন মন্ত্রী শপথ নেবেন। তবুও একজন মন্ত্রীর আসন খালি রয়ে যাচ্ছে।

রামপ্রসাদ পাল

ভগবান দাস

সুশান্ত চৌধুরী

ত্রিপুরায় বিধানসভা যতই এগিয়ে আসছে বিজেপিতে চাপ ও অস্বস্তি ততটাই বাড়ছে। একদিকে তৃণমূলের আস্ফালন, অন্যদিকে বিদ্রোহী শিবিরের কৌশলী চাল, উভয়ের গ্যাড়াকলে সাংগঠনিক মন্থনে ছুটে এসেছেন চার জন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে বিদ্রোহীদের রাগ মোচন, শক্ত হাতেই ব্যবস্থা করবে তাঁরা। বিজেপি রাজ্য প্রভারী সাংসদ বিনোদ সোনকর আজ সাফ জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই চমক দেখবে ত্রিপুরাবাসী। অপেক্ষা শুধুই কয়েক মুহুর্তের।

আজ বিজেপি সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ সাইকিয়া, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক সংগঠন অজয় জাম্বুয়াল, রাজ্য প্রভারী বিনোদ সোনকর এবং ত্রিপুরা ও অসমের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সংগঠন ফনিন্দ্র নাথ শর্মা রাজ্যে এসেছেন। তাঁরা টানা ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে থাকবেন। এদিন বিমান বন্দরে দিলীপ বাবু বলেন, সংগঠনের নিয়মিত বৈঠকে যোগ দিতে তিনি এসেছেন। কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। শীঘ্রই সব পরিস্কার হয়ে যাবে।

এদিন বিজেপি রাজ্য প্রভারী বিনোদ সোনকর বলেন, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ খুব শীঘ্রই হবে। কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। সমস্ত কিছুই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। শুধুই ঘোষণার বাকি আছে। তিনি আজ সাফ জানিয়েছেন, ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি বদলের খবর সম্পুর্ন গুজব। রাজ্যে সভাপতি বদল হচ্ছে না এবং প্রদেশ সভাপতি ডা: মানিক সাহা পদত্যাগ করছেন না।

এদিকে, আজ রাজ্যে এসেই চার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিজেপি প্রদেশ পদাধিকারী, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং বিধায়কদের সাথে বৈঠক করেছেন। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এদিন বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন। কিন্তু অল্প সময় থেকেই তিনি বেরিয়ে যান। তাতে, দলে অন্তর্কোন্দল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সামনেই প্রকাশ্যে আনলেন তিনি। অবশ্য, বিদ্রোহী শিবিরের অন্য বিধায়করা এদিন বৈঠক সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত ছিলেন।

আজ বৈঠক শেষে দিলীপ সাইকিয়া বলেন, বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আজ আলোচনা হয়েছে। তাতে, আগামীদিনে কাজকর্মের রূপরেখা স্থির করা হয়েছে। সাথে তিনি দাবি করেন, সকলেই একজোট হয়ে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধিতে কাজ করব। তবে সুদীপ বর্মনকে নিয়ে তাঁর মন্তব্য, অনুমতি নিয়েই তিনি বৈঠক ছেড়ে গিয়েছেন। তাছাড়া তিনি বিজেপির ছাতার তলেই রয়েছেন। এদিন বৈঠক শেষে বিনোদ সোনকর জানিয়েছেন, মন্ত্রিসভায় সম্প্রসারণ শীঘ্রই ঘোষণা হবে। কিন্তু, কাদের মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে তা স্পষ্ট বলেননি তিনি।

অবশ্য, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ নিয়ে কৌশলী এবং সাহসী চাল দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কারণ, দলের একনিষ্ঠ কর্মী বিধায়কদের মন্ত্রিসভায় সুযোগ দেওয়ার বদলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাঁদার দাবিতে গাড়ি চালককে মারধর প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। বিশ্বকর্মা পূজার চাঁদা নিয়ে মারপিটের অভিযোগে আজ খোয়াই জেলায় চাম্পাহাওড়ে পথ অবরোধ করেছিলেন স্থানীয় জনগণ। দীর্ঘ চার ঘন্টা অবরোধের পর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগামীকাল বিএমএসের সাথে আলোচনার আশ্বাসে স্থানীয় জনগণ অবরোধ তুলে নেন।

অভিযোগে জানা গেছে, খোয়াই জেলায় চাম্পাহাওড় এলাকার বাসিন্দা সুমন দেববর্মা আজ গাড়ি নিয়ে রাধানগর স্ট্যান্ডে গিয়েছিলেন। খোয়াই গোল চক্করে তাঁকে ৫০০ টাকা চাঁদার দাবি জানান বিএমএস কর্মীরা। কিন্তু, সুমন চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন। তাতে তাকে বিএমএস কর্মীরা মারধর করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সকাল ১০টা নাগাদ ওই ঘটনায় আক্রান্ত গাড়ি চালক চাম্পাহাওড় ফিরে যান এবং স্থানীয় জনগনকে বিষয়টি জানান। ওই ঘটনা শুনে স্থানীয় জনগণ উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং চাম্পাহাওড় এলাকায় পথ অবরোধ করেন।

পথ অবরোধকে ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। খবর পেয়ে ডিসিমের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবৈধভাবে সীমান্ত ডিঙিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় ধৃত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সময় ত্রিপুরায় ইন্দো-বাংলা ইয়াকুব নগর বিওপিতে কর্মরত ১৩৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা চার জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছেন। একই পরিবারের ওই চারজন রবিবার গভীর রাতে বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছিলেন। তাঁরা কাশ্মীর থেকে ফিরেছেন বলে বিএসএফ জানিয়েছে। তাঁদের সাথে একটি ই-রিক্সাও আটক করেছে বিএসএফ। ধৃত চারজনকে ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। আগামীকাল তাদের আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

বিএসএফ জানিয়েছে, আব্দুল জলিল(৩০), তার স্ত্রী সোনিয়া বেগম(২৭) তাঁদের দুই সন্তান সাব্বির হুসেন(৫) এবং কাম্বির হুসেন(২)-কে রবিবার গভীর রাতে সীমান্ত ডিঙিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় বিএসএফ জওয়ানরা আটক করেছে। তাঁদের কাছ থেকে ভারতীয় মুদ্রায় নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও একটি ই-রিক্সা উদ্ধার হয়েছে। জেরায় বিএসএফ জানতে পেড়েছে, বাংলাদেশের সিলেট জেলার ইসলামপুরের বাসিন্দা আব্দুল জলিল ১১ বছর আগে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। এরপর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কাশ্মীর চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই এতকাল দিন মজুরের কাজ করে সংসার প্রতিপালন করেছেন তিনি। কিন্তু সম্প্রতি কাশ্মীরে বহিরাগতদের ধরপাকড় শুরু হওয়ায় বাধ্য হয়ে তারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজেদের মধ্যে ঝগড়া থামলে তবেই বিজেপি-কে ক্ষমতা থেকে সরানো সম্ভব, জানালেন প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া থামলে তবেই বিজেপি-কে ক্ষমতা থেকে সরানো সম্ভব। আজ ত্রিপুরা সফরে এসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা বলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক ডা. অজয় কুমার। ত্রিপুরায় কংগ্রেসের অন্তর্কোন্দল সমাপ্ত করতেই তিনি এসেছেন। তাঁর দাবি, বিজেপি শুধুই ঘৃনা ছড়াতে এবং বিভাজনে পটু। তাই, অসমের সাথে মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডের সংঘাত লেগে রয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নিশ্চয়ই ঘুরে দাড়াবে। কারণ, শূন্য থেকে বিজেপি ৩৬টি বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছে। কংগ্রেস সেই জায়গায় পৌছাতে পারবে না, এমনটা হতে পারে না। তিনি বলেন, বিজেপি ঘৃনা এবং বিভাজনের রাজনীতিতে পটু। তাই, অসমের সাথে মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডের সংঘাত লেগে রয়েছে। তাঁর কথায়, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে বিজেপি নির্বাচনে জয়ী হচ্ছে। কংগ্রেসের মতাদর্শ তার থেকে সম্পুর্ন আলাদা।

তাঁর বক্তব্য, কর্মীদের কথা শুনতে হবে। তবেই মতানৈক্য দূর হবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় দলীয় কর্মীদের মধ্যে মনোমালিন্য দূর করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। তাঁর মতে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া থামাতে হবে। তবেই বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরানো সম্ভব হবে। সেই পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতেই ত্রিপুরায় এসেছি, দাবি করেন তিনি।

পারিবারিক কলহের জেরে দুই ভাইয়ের রক্তারক্তি কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। পারিবারিক কলহের জেরে দুই ভাইয়ের মধ্যে মারমুখী সংঘর্ষে আহত হয়েছে দুজনেই। ঘটনা সদর উত্তরের মোহনপুরের শনিতলা এলাকায়। সিধাই থানা এলাকার মোহনপুরের শনি তলা এলাকায় দুই ভাইয়ের মধ্যে মতভেদ এর জেরে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুজনেই। আহতরা হল সুবোধ দেবনাথ ও অমল দেবনাথ।

ঘটনা শনিবার গভীর রাতে। জানা যায় ছোট ভাই অমল মদ খেয়ে রাতে বাড়ি ফিরে বিশ্রী ভাষায় বড়ভাই সুবোধকে গালাগাল করলে ভাই সুবোধ লাঠি নিয়ে তার ঘর থেকে বের হলে তাদের মধ্যে মারপিট হয়। উভয় পক্ষ দা নিয়ে একে অপরের উপর আঘাত করতে থাকলে রক্তাক্ত হয় দুজনেই।পরিবারের সদস্য সহ প্রতিবেশীরা এই মারমুখী সংঘর্ষ না থামাতে পারলে ঘটনা ব্যাপক রূপ নেয় ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মোহনপুর ফায়ারস্টেশনের কর্মীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় এই দুই ভাইকে নিয়ে আসে মোহনপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে।সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা সেরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় সাংগঠনিক বিষয়ে দফাওয়ারী বৈঠকে বিজেপির চার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে বিজেপিতে চাপ ও অস্বস্তি ততটাই বাড়ছে। একদিকে তৃণমূলের আস্ফালন, অন্যদিকে বিদ্রোহী শিবিরের কৌশলী চাল, উভয়ের গ্যাড়াকলে সাংগঠনিক মন্থনে ছুটে এসেছেন চার জন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে বিদ্রোহীদের রাগ মোচন, শক্ত হাতেই ব্যবস্থা করবে তাঁরা। বিজেপি রাজ্য প্রভারী সাংসদ বিনোদ সোনকর আজ সাফ জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই চমক দেখবে ত্রিপুরাবাসী। অপেক্ষা শুধুই কয়েক মুহুর্তের।

আজ বিজেপি সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ সাইকিয়া, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক সংগঠন অজয় জাম্বুয়াল, রাজ্য প্রভারী বিনোদ সোনকর এবং ত্রিপুরা ও অসমের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সংগঠন ফনিন্দ্র নাথ শর্মা রাজ্যে এসেছেন। তাঁরা টানা ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে থাকবেন। এদিন বিমান বন্দরে দিলীপ বাবু বলেন, সংগঠনের নিয়মিত বৈঠকে যোগ দিতে তিনি এসেছেন। কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। শীঘ্রই সব পরিস্কার হয়ে যাবে।

এদিন বিজেপি রাজ্য প্রভারী বিনোদ সোনকর বলেন, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ খুব শীঘ্রই হবে। কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। সমস্ত কিছুই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। শুধুই ঘোষণার বাকি আছে। তিনি আজ সাফ জানিয়েছেন, ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি বদলের খবর সম্পুর্ন গুজব। রাজ্যে সভাপতি বদল হচ্ছে না এবং প্রদেশ সভাপতি ডা: মানিক সাহা পদত্যাগ করছেন না।

আজ বিনোদ সোনকর বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে নিয়ে কিছুই বলতে চাননি। তবে, যে চাপের রাজনীতি শুরু করেছেন বিদ্রোহী বিধায়করা, তার ফয়সালা করার জোর চেষ্টা করবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। কারণ, বিজেপির সমস্ত বিধায়কদের সাথে আজ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে বৈঠকে বসেছেন ওই চার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, বিদ্রোহী বিধায়কদের সাথেও আলাদাভাবে কথা বলবেন তাঁরা। তাতে ধারণা করা হচ্ছে, দলের ভিতরে ও বাইরে অস্থিরতা অচিরেই কমবে।

জন্মাষ্টমি উপলক্ষে ইসকন এর অভিনব উদ্যোগ, বাইসাইকেলে রাধা-কৃষ্ণের শহর পরিক্রমা। ছবি নিজস্ব।

ওটিপিসি প্ল্যান্টে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ আগস্ট।। পালাটানায় ওটিপিসি প্ল্যান্টে জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের।গুরুতরভাবে জখম হয়েছে অপর এক শ্রমিক। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার দুপুরে পালাটানায় ওটিপিসি প্রজেক্টে জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। জখম হন অপর এক শ্রমিক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার পালাটানা ওটিপিসি প্রজেক্টে শ্রমিকরা জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ করছিলেন। তখন দুই শ্রমিকের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। তারা হল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সরকার প্রশংসনীয় কাজ করছে , জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) ত্রিপুরার জন্য যে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ঘরের মঞ্জুরী দিয়েছে তা রাজ্যের জন্য মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। ২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য ঘর প্রদানের প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন তা পূরণের লক্ষ্যে মঞ্জুরীকৃত এই ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ঘরের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটেও অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং তার তিনদিনের সফরে রাজ্যে রূপায়িত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা ও পরিদর্শন করে আজ সরকারি অতিথিশালায় সাংবাদিক সম্মেলনে একথাগুলি বলেন।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) রাজ্য সরকার প্রশংসনীয় কাজ করেছে। বিগত সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) যেখানে মাত্র ১২ হাজার ৬৫৯টি ঘর তৈরি হয়েছিল সেখানে ২০১৮-১৯ অর্থ থেকে এখন পর্যন্ত ৪২ হাজার ৯৪৪টি ঘর তৈরি হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই রাজ্য সরকারের বড় সাফল্য। তিনি জানান, রাজ্যের অধিকাংশ গরিব লোকের ঘরই টিনের। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) রাজ্যের গরিবদের ঘর পাওয়া বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজ্য সরকারের আগ্রহে কেন্দ্রীয় সরকার ঘর প্রদানের গাইডলাইনকে কিছুটা পরিবর্তন করে রাজ্যের গরিবদের জন্য ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ঘরের মঞ্জুরী প্রদান করেছে। এই মঞ্জুরীকৃত ঘর প্রদানের কাজ রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করবে বলে কেন্দ্রীয় গ্রমোন্নয়ন মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং।

কেন্দ্রীয়মন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের মহিলা পরিচালিত স্বসহায়ক দলগুলিকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার প্রশংসনীয় কাজ করছে। রাজ্যে ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষ পর্যন্ত রাজ্যে মহিলা পরিচালিত স্বসহায়ক দল ছিল মাত্র ৪ হাজার ৬১টি এবং সদস্যা ছিল ৪০ হাজার ১৩৫ জন। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ অর্থাৎ বিগত সাড়ে তিন বছরে রাজ্যে মহিলা পরিচালিত স্বসহায়ক দলের সংখ্যা ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৩ হাজার ৭০৭টি এবং সদস্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২ লক্ষ ২০ হাজার ৮৮৫ জন। এই সদস্যাদের মধ্যে ১ লক্ষ মহিলার মাসিক আয় আগামী ২০২২ সালের মধ্যে অন্তত ৮ থেকে ১২ হাজার টাকা করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় ২০২৫ সালের মধ্যে আরও ৬ লক্ষ গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মহিলাকে স্বসহায়ক দলের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের বার্ষিক আয় অন্তত ১ লক্ষ টাকা করার লক্ষ্যমাত্রাও নেওয়া হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের সমস্যার সমাধান না করায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ আগস্ট।। বিদ্যুতের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন ক্ষুব্দ জনতা।ঘটনা পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের নোয়াগাঙ্গ এলাকায়।বিদ্যুৎ চপলতায় রীতিমতো নাজেহাল উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের পানিসাগর সহ পার্শবর্তী এলাকার বাসিন্দারা।

বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় ভোক্তারা বিদ্যুৎ নিগমের কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানের তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। ফলে ক্ষোভে ফুঁসছেন বিদ্যুৎ ভোক্তারা। বিদ্যুৎ সমস্যার

পানিসাগর

স্থায়ী সমাধানের দাবিতে পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের নোয়াগাঙ্গ এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হোন ভোক্তারা। অবরোধের খবর পেয়ে ছুটে আসেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। বাগবাসা পুলিশের আশ্বাসে অবশেষে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, নোয়াগাঙ্গ এলাকায় দীর্ঘ দুই বছর যাবত বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ স্থানীয় জনগণ। ঝিরিঝিরি হাওয়া অথবা সামান্য বৃষ্টির পড়লেই বিদ্যুতের লুকোচুরি শুরু হয়ে যায়। একদিকে তীব্র গরম তো আবার অন্যদিকে বিদ্যুৎ এর চরম যন্ত্রণা।

এলাকার হাজারের অধিক পরিবারের জনগণ ধৈর্যের সীমা হারিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ৩১১ ◻ ৩১ আগস্ট ২০২১ ইং ◻ ১৪ ভাদ্র ◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লহ প্রণাম

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূন্য আবির্ভাব তিথিতে মানবজাতি শ্রদ্ধায় পদানত। সৃষ্টিকর্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথি উপলক্ষে গোটা বিশ্বে কটা দেশ মুখরিত। ধর্মপ্রাণ মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পালনের জন্য দিনভর উপোস থেকে মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করিয়া থাকেন। এই ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল করিয়া তোলে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে আমাদের রাজ্যেও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজধানী আগরতলা শহরের শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, বাবা লোকনাথ ঠাকুর মন্দির সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবস বিশেষ পূজার্চনার মধ্য দিয়া পালিত হইয়াছে। ভক্তবৃন্দ রা দিনভর উপোস করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবসে শামিল হওয়া অষ্ট শতনাম পাঠ পরিবার মধ্য দিয়া দিবসটি পালন করিয়া থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়া ধর্মীয় আলোচনাচক্র সহরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হইয়াছে। কোভিড পরিস্থিতিতে সরকারি নানা বিধি নিষেধ মান করিয়া দিবসটি পালন করিতে হইতেছে। আজকের এই পবিত্র দিনে বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় সকলেই ব্রতী হইয়াছেন। এই সংকটময় মুহূর্তে প্রতিটি ভক্ত প্রাণ মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন। মানব সভ্যতাকে বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেকেই প্রার্থনা করেন। গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি-সম্প্রীতি পরিবেশ ফিরিয়া আসুক। অতীতের সমস্ত মোহকালিমা গোছাইয়া সুন্দর পৃথিবী এক সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গরিয়া উঠুক সেটাই প্রার্থনা।শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথিতে দেশ জুড়িয়া পালিত জন্মাষ্টমী। নবদ্বীপ, নদীয়া, মথুরা, বৃন্দাবন সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মহা সমারোহে পালন করা হয় এই উৎসব। প্রায় একমাস আগে থেকে চলে তাহার প্রস্তুতি। হিন্দু ধর্মে জন্মাষ্টমী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক উৎসব।হিন্দুদের বারো মাসে তের পার্বণের মধ্যে জন্মাষ্টমী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথিতে দেশ জুড়িয়া পালিত হয় জন্মাষ্টমী। বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান এবং বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ, কংসের কারাগৃহে জন্ম হয়। ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ও রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। প্রতি বছর এই তিথিতে কৃষ্ণের ছোটবেলার রূপ, ননীগোপালের পুজো করা হয়।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নবদ্বীপ, নদীয়া, মথুরা, বৃন্দাবন সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মহা সমারোহে পালন করা হয় উৎসব। প্রায় একমাস আগে থেকে চলে তার প্রস্তুতি। রাধার প্রেম, বাঁশির মিষ্টি সুর, মাখনের স্বাদ, গোপিনীদের লীলা, এগুলির সমন্বয়ে সুন্দর হইয়া উঠুক এবারের জন্মাষ্টমী! জগৎবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য এক আঙুলের ওপর পর্বত উঠাইয়াছিলেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণকে মনে করিবার জন্য এল জন্মাষ্টমী! শুভ হোক সব। এই জন্মাষ্টমীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সমস্ত চিন্তা, ভাবনা ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত করে, ভালোবাসা দিক। আপনার দরজায় পড়ুক শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি, তাঁহার জন্য আপনি খুশির প্রদীপ জ্বালান, আপনার সব দুঃখ মুছে যাক। যিনি সারা বিশ্বকে প্রেমের পথ দেখাইয়াছেন, তাঁহার জন্মতিথিতে বিশ্ববাসী থাকুক সুখে -শান্তিতে - সমৃদ্ধিতে!

উপাচার্যকে ঘেরাও মুক্ত করতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের বাধার মুখে বিশ্বভারতীর শিক্ষকেরা

বোলপুর, ৩০ আগস্ট (হি.স.): বিশ্বভারতীর তিনজন পড়ুয়াকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে গত ২৭ আগস্ট রাত থেকে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। সোমবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে ঘেরাও মুক্ত করতে গিয়ে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের বাধার মুখে পড়লেন শিক্ষকেরা। আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা মানব বন্ধন তৈরি করে শিক্ষকদের বাধা দেন। ফলে তাঁরা ফিরে যেতে বাধ্য হন।

বিশ্বভারতী সূত্রের খবর, উপাচার্যের নির্দেশেই তাঁর বাসভবন ঘেরাও মুক্ত করতে সোমবার বিকেল ৫টা নাগাদ গিয়েছিলেন শিক্ষকদের একাংশ। কিন্তু আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা মানব বন্ধন তৈরি করে শিক্ষকদের বাধা দেন। ফলে তাঁরা ফিরে যেতে বাধ্য হন।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে সোমবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন পরিচালন সমিতির সদস্য মঞ্জুমোহন মুখোপাধ্যায় এবং বিপ্লব লৌহ চৌধুরী। মঞ্জু জানান, প্রায় ৩০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "বিকেলে আন্দোলনরত পড়ুয়ারাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা ভুল বুঝছে।"

অন্যদিকে, তিন ছাত্রের বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের অভিযোগ, কখনই বিশ্বভারতীর শিক্ষক এবং আধিকারিকেরা তাঁদের কোনও সমস্যার কথা শুনতে চান না। এমনকী, লিখিত ডেপুটেশন জমা দিতে তা-ও গ্রহণ করতে রাজি হন না। আন্দোলনকারী 'ছাত্র ঐক্যের' তরফে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোভিড বিধি ভাঙারও অভিযোগ তোলা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সেপ্টেম্বরে উত্তরবঙ্গ সফরে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকেই উত্তরবঙ্গে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বসতে পারেন বৈঠকেও। যদিও রাজ্য বিজেপির কাছে এই সংক্রান্ত কোনও খবর নেই বলেই জানিয়েছেন তাঁরা।

আগামী ১ সেপ্টেম্বর, শিলিগুড়িতে বৈঠক হতে চলেছে উত্তরবঙ্গের বিধায়কদের নিয়ে। বৈঠকে গেরুয়া শিবিরের ২৯ জন বিধায়কের থাকার কথা। এদিকে সেই সময় উত্তরবঙ্গে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যদিও এ প্রসঙ্গে কিছুই জানা নেই বলে দাবি করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, "এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না।" একই সুর শোনা গিয়েছে উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসুর গলাতেও। তিনিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর সম্পর্কে কিছু জানেন না বলেই দাবি করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

টিকাকরণ কেন্দ্রে সারপ্রাইজ ভিজিট দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.): করোনা হানায় নাস্তানাবুদ রাজ্যবাসী। প্রতিনয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য এই ভাইরাস। এরই মাঝে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ভ্যাকসিনেশন। তারই মাঝে সোমবার টিকাকরণ কেন্দ্রে সারপ্রাইজ ভিজিট রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

গত বছর মার্চ মাস থেকে রাজ্য জুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। প্রতিনয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে এই ভাইরাস। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সহ হাসপাতালে ভ্যাকসিনের জন্য লম্বা লাইন। এরই মাঝে সপ্তাহের শুরুর দিনে প্রাতর্ভমণে বেরিয়ে সারপ্রাইজ ভিসিটে ভ্যাকসিন সেন্টারে যান দিলীপ ঘোষ। এদিন মেদিনীপুর শহরের কেরানিতলায় একটি ভ্যাকসিন সেন্টার পরিদর্শনে যান রাজ্য বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ।

এরপরেই দিলীপ ঘোষ অভিযোগ তোলেন, """রাজ্যে ভ্যাকসিন নিয়ে কালোবাজারি হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভ্যাকসিন পাচ্ছেন না। স্বাস্থ্যকর্মী ও লাইনে অপেক্ষারত ভ্যাকসিন গ্রহীতাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। নিজের কেন্দ্রে সাধারণ মানুষের ভ্যাকসিন পেতে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না সেই সম্পর্কে খোঁজ নিতেই ভ্যাকসিন সেন্টারে আসা।

সুন্দরবনকে বাঁচাতে কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণই যথেষ্ট নয়

নিত্যানন্দ ঘোষ

কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ কি সুন্দরবনকে বাচানোর রক্ষাকবচ। উত্তরটা সম্ভবত না। কেন "না" আলোচনা করলেই তা বোঝা যাবে। ভারত বিখ্যাত লেখক ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা বইয়ে বাঙালিদের তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। প্রথমত তারা চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয় তারা পরশ্রীকাতর এবং তৃতীয়ত তারা একের অধিক সংখ্যায় থাকলেই এক একটি গ্রণপ। ভারত বিখ্যাত লেখকটির নাম রাসকিন বন্ড। নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় বন্ড বেশিদিন অতিবাহিত করেননি। তাহলে তিনি বাঙালিদের আরেকটি গুণও সুন্দরবন বিশেষজ্ঞর কথাও লিপিবদ্ধ করে দিতেন। ফি বছরই সাইক্রোন বিধ্বস্ত হয় সুন্দরবন। বিপর্যয়ের পরেই দেখা যায় খবরের কাগজে সুন্দরবনের উপর লেখা। দ্বিতীয়ত ইদানিং দেখা যাচ্ছে বা বলা হচ্ছে ত্রাণ ট্যুরিজম। ত্রাণ নিয়ে সিনেমার লোকজন থেকে শুরু করে নানান বৃত্তির মানুষের অকুস্থলে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া। সবাই যে ত্রাণ পান না সে কথা বলাবাহুল্য। রাজনৈতিক দল প্রভাবতি মানুষজন যাঁরা যেই দলের সদস্য বা সমর্থক তারাই সেই সেই দলের অকস্পস ত্রাণ পেয়ে থাকেন। অন্যরা পান না। এছাড়াও বেসরকারি ত্রাণ পৌঁছে দেন যাঁরা তাদের মধ্যেও বাছবিচার কাজ করে থাকে।

গত এক দশকেই বা একটু বেশি সময়ে সুন্দরবনে হয়ে গিয়েছে আয়লা (২০০৯), আমফান (২০২০), ইয়াস ২০২১)। এছাড়াও হয়েছে বুলবুল (২০১৯) যার প্রভাব প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশেই বেশি হয়েছে। ইত্যাদি আরও কয়েকটি ঝঞ্ঝা সুন্দরবনবাসীদের উপর বয়ে গিয়েছে যার প্রভাব এ বাংলার সুন্দরবন অংশে বেশি পড়েনি। এছাড়াও আছে ভরা কোটাল-নদী-খাল-খাড়ির জলস্ফীতি। তবে বাঁধ বেশি ভাঙে প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা বিপর্যয়ের কারণেই। নদীবাঁধের দু'দিকে বাদাবন না থাকার কারণেই। আয়লার পরে সুন্দরবনের নদী বাঁধগুলি ভেঙে সবচেয়ে ক্ষতিগ্র হয়েছিল সুন্দরবনবাসীর মাটির ঘরদোর, জীবন- জীবিকা। মাটির ঘর ভেঙে গেলে জলস্তর নামলে তা দ্রুত সারিয়ে নেওয়া যায়, যা নতুন মাটির বাড়ি তৈরি করে নেওয়া যায়। কিন্তু চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকে গেলে তিন চার বছর লেগে কৃমিনলোরা জলের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে। আয়লাতে তাই ঘটেছিল। এর ফলে বহু পরিবার পুরুষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল। কাজের খোঁজে তাদের ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে হয়েছিল- যা আজও অব্যাহত আছে। নদী বাধ প্রায় ৩,০০০ (কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত ছিল যা আয়লাতে অধিকাংশই ভেঙে গিয়েছে। আয়লার পরে ইউপিএ জমানার প্রধানমন্ত্রী .. মনমোহন সিং ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। সে টাকায় বামফ্রন্ট জমানায় কিছু বাঁধ নির্মাণ হয়েছিল কিন্তু ২০১১ সালে জমানা পরিবর্তনে আসে তৃণমূল সরকারের কেংপ্রেস ও জোটসঙ্গী ছিল) জমানা। জানা যাচ্ছে বীধ নির্মাণ অঙ্গ স্বপ্ন হয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ টাকা ফেরত চলে গিয়েছে। এ নিয়ে দুই জমানার চাপান-উতোর আজও অব্যাহত। কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য (কোনও অনুদান রাজ্য পায়নি। এদিকে বাঁধ না বিপন্ন। সাধারণ মানুষ থেকে বিশেষজ্ঞ, থাকে কংক্রিটের বাঁধের জন্য। সুন্দরবনের নদীবাধগুলি কংক্রীট নির্মিত হলেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে সুন্দরবনবাসী রক্ষা পেয়ে যাবেন এই ধারণা ভুল। প্রথমেই বলে রাখা ভালো সাইক্লোন বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় সুন্দরবনে নদী বাঁধগুলি কংক্রিটের হলেই স্থায়ী সমাধান হবে না। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ হল্যান্ডে বা বিদেশের কতিপয় দেশে বহস্তরীয় বাঁধ নির্মাণের কথা সওয়াল করেন। হতে পারে তাঁরা হল্যান্ডে বা অন্য দেশে গিয়ে সেইসব বসতরীয় বাঁধ দেখে এসেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের দেশে প্রয়োগ করে কথা বলেন, জ্ঞানের বান্ডার জনতার কাছে উন্মুক্ত করেন। তাঁরা জীভাবে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন তা জানা নেই। তবে একটি বিষয় সাধারণের জন্য বিনীতভাবে উত্থাপন করা উনুচিত হবে না যে ওই সমস্ত বিশেষজ্ঞর ।তাঁদের বিশেষজ্ঞ অভিমত যা দান করেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোন সংযোগ নেই। ভারতবর্ষে হল্যান্ড নয় এবং সুন্দরবনের উপতুলও জীব বৈচিত্র বিশেষ করে উদ্ভিদ বৈচিত্র (ইউনিক)। এখানকার বাদাবন, বাদাবনের জীবকূল, মুক্তকা, ভূ-জৈব রসায়নিক চক্র, নদীজলের লবণত্ব, অম্লত্ব/ ক্ষারীত্ব, উপকূল সংলগ্ন জনবসতি অন্যান্য যে কোনও দেশ বা মহাদেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ইউনিক। একমাত্র এই উপমহাদেশের বাংলাদেশের সঙ্গেই তার কিছুটা

তুলনা করা যেতে পারে। সুতরাং হল্যান্ডের মত বহুত্তরীয় বাঁধ বা কংক্রিটের তৈরি বাঁধ নির্মাণ করলেই সুন্দরবন রক্ষা এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এছাড়াও স্থানীয় সুন্দরবনবাসীও মাঝে মাঝে বিক্ষোভ দেখান করার জন্য এই বিক্ষোভ। মূলত রাজনৈতিক। সুন্দরবনের অনন্য বিশেষত্বের জন্যেই কলকাতা সহ সংলগ্ন জেলাগুলির কিছু অঞ্চল সাইক্লোন থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে। বাদাবনের প্রাচীরে সাইক্লোন ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হয় যা কলকাতাকে রক্ষা করে। কাজ করে। সাইক্লোনে তৈরি হওয়া প্রবল বেগের বাতাস ফানেলে ঢুকে আস্তে আসে গতি কমিয়ে ফেলে যা কলকাতা বা সংলগ্ন এলাকায় আছড়ে পড়ার আগেই নিষ্কিয় হয়ে যায়। বাদাবন থাকার কারণেই আমফানে- ইয়াসে কলকাতা ও সংলগএলাকায় ক্ষতি বিশেষ হয়নি। একইভাবে আয়লাতেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে দুই ২৪ পরগনার বেশ কিছু অঞ্চলে যা সুন্দরবন লাগোয়া। হুগলি জেলায় সুন্দরবনে বাদাবনের উপস্থিতি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাদাবনের ক্ষতি খুব একটা হয় না যতটা ক্ষতি হয় জঙ্গল হাসিল করে বসতি স্থাপনের জন্য, কাছের ভেড়ি নির্মাণের জন্য বা চিংড়ি চাষের জন্য। সুন্দরবনে প্রতি বছরেই ঘটে চলে মানুষের অনুপ্রবেশ। ইংরেজিতে যাকে বলে ইনক্রান্স অব্ হিউম্যান বিইং। পরিচয়হীন এই সমস্ত মানুষেরা আসেন বাংলাদেশ থেকে। জঙ্গল হাসিল করে একই জায়গায় কয়েক বছর থাকতে থাকতে তরা এদেশের নাগরিক হয়ে ওঠেন রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে। যখন যে দল রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় থাকে এই পরিচয়হীন মানুষেরা আনুগত্য সেই দলের প্রতি দেখিয়ে ভোটের সংখ্যা বনে যান এবং ক'বছর পরে ভারতীয় নাগরিক হয়ে ওঠেন। এই প্রক্রিয়া নিরন্তর ঘটে চলেছে। জঙ্গল হাসিল করে এঁরা গড়ে তোলন বসতি। স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাওয়ার পরে জীবিকার টানে জঙ্গল হাসিল আরও করতে হয়। এঁরা গড়েন বেআইনি ভেড়ি।

সুন্দরবনে বারে বারে যাওয়ার অভিজ্ঞতার নিরিখে বলা যায় সুন্দরবনকে সুন্দরবনের মতো থাকতে না দিলে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপত্তি সুন্দবনবাসীদের জন্য যেমন অপেক্ষা করছে একইসঙ্গে কলকাতাবাসীর জন্যও অপেক্ষা করছে। এ কথা সকলেরই জানা এখন পর্যন্ত যতগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে তার মধ্যে পশ্চিমবাংলার সুন্দরবনের চেয়ে বাংলাদেশের সুন্দরবনে সেগুলি বেশি হয়েছে। সুন্দবনকে ধ্বংস করার পেছনে মনুষ্যঘটিত কারণ (অ্যাফ্রপজেনিক ফ্যাক্টর) বেশি কাজ করেছে, আজও করছে। আগেই উল্লেখিত জঙ্গল হাসিল করে বসতি স্থাপন, কৃষিজমি বানানো, বেআইনি ভেড়ি তৈরি নিরন্তর ঘটে চলেছে। ইয়াস-এর পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের হেরম্ব গোপালপুরে জুন ২০২১ এর প্রথমদিকে ত্রাণ দিতে গিয়ে দেখা গেল জনপদটির সামনে বেআইনি ভেড়ি গজিয়ে উঠেছে যেগুলি সরকারের তরফে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। নোনা জলেই চিংড়ি চাষ সবচেয়ে ভালো হয়। সুতরাং নদীবাধ ভাঙাটা আটকানো যাবে কীভাবে? এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জঙ্গল কেটে কাঠের চোরাচালান। এক শ্রেণির কন্ট্রাক্টর ও বনবিভাগের কতিপয় অসাধু কর্মী- অফিসারদের যোগসাজশে চোরাচালান রমরমিয়ে চলে। জলদূষণ ও সুন্দরবনের নদীর জীবকুলকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যন্ত্র চালিত নৌকা, স্টিমার, লঞ্চ, নদীপাড়ের কারখানার ব্য জলদূষণ বৃদ্ধি করেই চলেছে। এসব থেকে মুক্তি পেতে কংক্রীটে বাঁদ নির্মাণ করলেই কি সমস্যা মিটিবে? সুন্দরবনের অবস্থানটা একটু জেনে নেওয়া যাক। ড্যাম্পিয়ার ও হজেস-এর ভৌগোলিক কাল্পনিক লাইন অনুযায়ী (যা ১৮৩১) সালে আঁকা হয়েছিল)। পশ্চিমে হুগলি নদী, পূর্বে ইছামতী -কালিন্দি-রাইমঙ্গল হরিপবাড়ি, যা বাংলাদেশ ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানা দিয়ে নির্ধারিত এবং দক্ষিণে বন্দোপসাগর, উত্তর -পশ্চিমেই অবস্থিত এই ড্যাম্পিয়ার ও হজেস লাইন। সুন্দরবনের র-দ্বীপ অঞ্চল ১০,২০০ বর্গ কিলোমিটার বাদাবনের জঙ্গলে বিস্তৃত যার মধ্যে ৪,২০০ বর্গকিলোমিটার সারক্ষিত বনাঞ্চল ভারতে এবং ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার সংরক্ষিত বনাঞ্চল বাংলাদেশে অবস্থিত। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্গ বাদাবন যার মধ্যে ৬২ শতাংশ বাংলাদেশের দক্ষিণের জেলাগুলিতে অবস্থিত এবং ৩৮ শতাংশ ভারতবর্ষেণ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। ভাগ হয়ে যা ২৪ পরগনার (উত্তর ও দক্ষিণ) সুন্দরবনের আছে। ১১০টি দ্বীপ যার মধ্যে ৫৪টিতে মানুষের বাস (জঙ্গল হাসিলের পর, যা ঘটেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অর্ধ থেকে উত্তর পশ্চিমে মনুষ্য বর্গতি গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে) বাকি ৫৬টি গ্রামীণ ব্লক যার মধ্যে ১৩টি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত এবং বাকি ৬টি উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত। সুন্দবন ইউনেস্কোর 'ম্যান এন্ড বায়োস্ফিয়ার' কর্মসূচির আওতায় ২০০১ সালের নভেম্বরে স্বীকৃতি পেয়ে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ-এ পরিণত। এটি তিনটি অঞ্চলে বিভাজিত-কোর জোন, বাফার জোন ও ট্রানজিশন জোন -এ। কোর জোনের মধ্যেই পড়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প যা প্রায় ১২৪,০৯ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। এটিকে প্রিমিটিভ এরিয়াও বলে যা 'জিন পুল' হিসাবে কাজ করে থাকে। সুন্দরবনে হুগলি নদী থেকেই অনেকগুলি নদী বের হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এইরকম ছটি মোহনা নদী-মুড়িগঙ্গা বা বড়তলা, সপ্তমুখী, টাকুরণ, মাতলা, গোসাবাএবং রাইমঙ্গল। হরিণবাড়ি /হেড়োভাঙ্গা। এই সমস্ত প্রধান নদী ছাড়াও এদের থেকে উৎপত্তি হয়েছে শাখা নদীগুলি হল-বিদ্যা, রামমঙ্গল, ইচামতী, ঝিল্লা, গোময় ও পঞ্চমুখী। এছাড়াও আছে পলি বিস্তারকারী নদী বা খাল যেমন— হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদী, দ্যেয়া খাল, পিযালী নদী, খারটিয়া খাল, দুর্গদুয়ানি নন্দী ও টেরোবাঁকি নদী। এই সমস্ত প্রধান প্রধান নদী, উপনদী, খালগুলি পরস্পরের সঙেগ সংযুক্ত ঘাঁড়ি, খাল ও ছোটো নদীর মাধ্যমে। বাঘ থাকে হেঁতালের জঙ্গলে। বাঘের কোর জোনে অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। এক নদী পার হয়ে অন্যস্থানে বা খাঁড়ি পার হয়ে জঙ্গলে বাঘের ঘাতামাত। জঙ্গল পাতলা হয়ে যাওয়ায় পর্যটকেরা ইদানিং সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়ে হামেশাই বাঘের দেখা পান। অথচ এক দশক দেড় দশক আগেও জঙ্গলে বাঘের দেখা মিলত না। খাঁড়িতে কাদার মধ্যে বাঘের পায়ের ছাপ দেখেই মনের আশ মিটত। বাঘের কথা উল্লেখের কারণ সুন্দবনের পাহারাদার হল জঙ্গলরাজ। সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিসারিজ রিসার্চ ইন্সটিটিউট-এর প্রিন্সিটিটিউট-এর প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট, জাতীয় গবেষক ওও প্রবন্ধ লেখকের শিক্ষক ও পি এইট ডি পাইড ড.কুমুদরঞ্জন নস্কর (২০১২ সালে প্রয়াত) বলতেন সুন্দবনের পাহারাদার জহগলে বাঘ ও জলে কুমীর। বর্তমানে কামেরা ট্র্যাপিং করে সুন্দবনের বাঘের সংখ্যাই শুধু নয়, তাদের গতিবিধিও বনদফতর প, ́বেক্ষণ করছে। এটি কারর কারণ সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কমে যাওয়ার জন্য। বাঘের সংখ্যা ২০১৮ সালে ঠিল ৮৮টি, ২০২০ ও ২০২১ এ বাঘের সংখ্যা ৯৬-এ পৌঁছেছে। অর্থাৎ ২০১৮-র তুলনায় ২০২০-তে হাঘ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-তে সংখ্যাটা একই থেকেছে। ক্যামেরা ট্র্যাপের সংখ্যা ৭২৬ এবং দৃশ্যমান বাঘ ১, ২৪৮। এগুলি থেকেই কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে মোট সংখ্যা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। বাঘকে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হয় সে কথা পূর্বেই উল্লেখিত। জঙ্গলে মউলিরা যেমন মধু সংগ্রহে যান, কিছু মানুষ যান কাঁকড়া শিকারে খাঁড়িতে, কেউ বা কাঠ সংগ্রহে বা মাছ ধরতে। যাঁরা ই জগলে যাবেন তাঁর বন দফতর থেকে অনুমতি পত্র নিয়ে বা না নিয়ে যাঁরা জঙ্গলে যান এমন কি চোরাশিকারীরা পর্যন্ত তাঁদের অবধাতি বাঘের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। বাঘের আক্রমণে প্রতি বছর বহু মানুষের মৃত্যু হয়। সব মানুষের মৃত্যু লিপিবদ্ধ সরাকারি হিসাবে হয়ও না। এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ২০০০ থেকে ২০০৯ দশ বছরে বাঘের আক্রমণের মানুষের মৃত্যু হার ছিল ২২/২৩ জন (বাৎসরিক গড়ে)। পরবর্তী দশ বছরে (২০১০-২০১৯) সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে আট /নয় জন। এই সময়ে ৮৬ জন মোট মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এবং ২০১৫তে সর্বাধিক ১৫ জনের মৃত্যু হয়। এইসব স্টটিসটিকস (পরিসংখ্যান) টাইমস অব ইন্ডিয়ার মত পত্রিকাতে বারে বারে প্রকাশিত হয়েছে। সুন্দরবনের গোসাবা, কুলতলি ও আক্রমণে মারা গিয়েছেন। যার মধ্যে গোসাবা ব্লকেই মৃত্যু আধিক্য বেশি বিশেষ করে সাতজেলিয়া; বালি, গোসাবা ও ছোটো মোল্লাখালি দ্বীপগুলির বাসিন্দারা আক্রান্ত হয়েছেন।

ফরল্লাইমেট চেজেস (আইসিসি) বলেছিল বিশ্ব উায়নের প্রভাবে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ যেমন জলের নিচে চলে যাবে, একইসঙ্গে সুন্দরবনের ব্যাপক অংশেরও একই পরিণতি হবে, দেখা যাচ্ছে ২০২১ সাল অবধি বাংলাদেশ বা সুন্দরবন জলের নিচে চলে না গেলেও ঘোড়ামারা ও মৌসুনি দ্বীপ ধ্বংসের মুখে। আয়লা পরবর্তী সময়ে এই দুটি দ্বীপের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। আয়লা যে সতর্কতা দিয়েছিল তা উপেক্ষা করা হয়েছে। সুন্দরবনে সেই সময় ৪৫ লক্ষ মানুষের বাস ছিল, বর্তমানে জনসংখ্যা ৫০ লক্ষাধিক? জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবন বাঁচবে কি বাঁচবে না সে প্রশ্ন ভিন্ন। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যর যদি আটকানো না যায় সুন্দরবনের জীববৈচিত্রও বাঁচবে না, ৫০ লক্ষ সুন্দরবনবাসীও বাঁচবেন না। কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ করলেই সুন্দরবন বাঁচবে? ধরা যাক ৩০০০ কিলোমিটার বা ৩৫০০ কিলোমিটার নদী বাঁধ বাস্তবে যা আছে তা কংক্রিটের তৈরি করা হলো তাতে কি সব ঠিক হয়ে যাবে? কৈথালিতে মাতলা নদীর পাড় কংক্রিটের করা হয়েছিল। আমফানের পর সেখানে ত্রাণ দিতে গিয়ে দেখা গেল কংক্রীটের বাঁধ ভেঙে গিয়ে নদীর জল প্লাবিত হয়েছে। নিমপিঠ রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা সেখানে আছে। নদীর পাড় বরাবর আশ্রমের কংক্রিটের বা বলা ভালো ইটের দেওয়াল ছিল, ছিল দেওয়াল ঘেঁষে নানান গছগাছালি। আমফানের দাপটে দেওয়াল ভেঙ্গেছে, উৎপাটিত হয়েছে নানান প্রজাতির গাছগুলি। সেগুলি বাদাবনের প্রজাতি নয়। নদীর পাড়ের নিচে বাদাবনের যে কটি প্রজাতি ছিল-ত্ত বাইন, গর্জন, কেওড়া সেগুলি কিন্তু খাড়া হয়ে আছে। কংক্রটের পাড় যেখানে ভেঙ্গেছে সেখানে কোনও বাদাবনের প্রজাতি ছিল না। সুতরাং নদীর দুই পাড়ে বাদাবন থাকাটা খুব জরুরি। ভেটিভার ঘাস দিয়ে বাঁধকে রক্ষা করা যাবে না।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা, মৌসুনি-. ঘোড়ামারা দ্বীপ, বাসন্তী, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘির বাঁধের অবস্থা বেশ খারাপ। মৌসুনি দ্বীপের একদিকে মুড়িগঙ্গা ও অন্যদিকে চিনাই নদী, বালিয়াড়োতে আড়াই কিলোমিটার নদীববঁধের অবস্থা বেশ খারাপ। এখানেও (মৌসুনি দ্বীপে) কিছু এলাকায় কংক্রীটের বাঁধ ছিলত্ত তা ভেঙ্গে গিয়েছে। নদীবীধ নির্মাণের সঙ্গে বাদাবন থাকাটা জরুরিত্ত তা কংক্রিটের বা কাচা মাটির বাঁধ যাই হোক না কেন? নদী বধের কোলে যেমন বাদাবন রাখতে হবে একইসঙ্গে বাধের অপরদিকেও ব্রিস্তরীয় বাদাবনের প্রজাতি থাকতে হবে। তবেই বাঁধকে রক্ষা করা যাবে। গত ২৬ জুলাই রাজ্যের মুখ্য বনপাল ম্যানগ্রণভ দিবসে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন দুই ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরে ১০,০০০ হেক্টর জমিতে তারা ১৫ কোটি ম্যানগ্রভ চারা লাগাবেন। খুব ভালো কথা। কিন্তু যে বনাঞ্চল এখনও অবশিষ্ট আছে সুন্দরবনে তার সংরক্ষণের কি হবে? নদীবাধ কংক্রীটের হোক বা কাচ মাটির হোক বাইন, গরাণ, গেওয়া, গর্জন, হেঁতাল, সুন্দরী ইত্যাদি প্রজাতি সুন্দরবন নিয়ে গবেষণা করা উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে বাঁধের কোলে বা বিপরীতে কয়েক স্তরীয় উত্তিদের প্রাচীর গড়ে তুলতে পারলেই বাধও রক্ষা পাবে। সুন্দরবনবাসীও রক্ষা পাবেন। সুতরাং সুন্দরবন বাঁচাতে কংক্রিটের বধ নির্মাণ সর্বরোগহর বটিকা নয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কেওড়াতলা মহাশ্মশানে সম্পন্ন বুদ্ধদেব গুহর শেষকৃত্য

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): পঞ্চভূতে বিলীন হলেন 'ঋজুদা'। সোমবার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে সম্পন্ন হল বুদ্ধদেব গুহর শেষকৃত্য। কোভিডকে হার মানিয়েছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক। করোনা থেকে সেরে উঠলেও, করোনা-পরবর্তী সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। রবিবার রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বুদ্ধদেব গুহ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

চলতি বছরের এপ্রিল মাসে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। একটি হোটেলে কোয়ারেন্টাইনে থাকার পর, তাঁকে হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়। ৩৩ দিন লড়াইয়ের পর করোনা-মুক্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন বুদ্ধদেব। করোনার থেকে সেরে উঠলেও, কোভিড পরবর্তী অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার পাশাপাশি বুদ্ধদেবের মূত্রনালীতে সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। এ ছাড়া তাঁর লিভার এবং কিডনিতেও সামান্য সমস্যা ছিল। গত ৩১ জুলাই থেকে বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন বুদ্ধদেব। বাড়ি ফেরা আর হল না, প্রয়াত হলেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ।

সহজ ভাষায় পাঠকের মনে পৌঁছে যেতেন বুদ্ধদেব গুহ। "ছোট্ট জীবনে বাঁচার মতো বাঁচতে হবে প্রতিটি মানুষকে", একথাই বিশ্বাস করতেন 'মাধুকরী'র লেখক। বাস্তব জীবনেও সেই কথা মেনে চলতেন। শুধু লেখার গণ্ডির মধ্যে তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না। ছিলেন প্রসিদ্ধ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। গানের গলা শুনলে মুগ্ধ হয়ে যেতেন শ্রোতারা। এই গানই তাঁকে জুড়েছিল জীবনসঙ্গিনী ঋতু গুহর সঙ্গে। খেলাধুলাতেও দক্ষ ছিলেন বুদ্ধদেব গুহ। প্রয়াত ফুটবলার চুনি গোস্বামীর সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছিলেন। দু'জনে খুব ভাল বন্ধুও ছিলেন। টেনিসও খেলেছেন বুদ্ধদেব গুহ।

বাংলা সাহিত্যে দাপটের সঙ্গে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব গুহ। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'জঙ্গল মহল'-এর পর থেকে 'মাধুকরী', 'কোজাগর', 'অববাহিকা', 'বাবলি' একের পর এক উপন্যাস উপহার দিয়েছেন পাঠকদের। কিশোর সাহিত্যেও ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তাঁর সৃষ্ট 'ঋজুদা' বা 'ঋভু'র মতো চরিত্র আকৃষ্ট করে রেখেছে কয়েক প্রজন্মের বহু কিশোর-কিশোরীর মনকে। বুদ্ধদেব গুহ-র প্রয়াণে শুন্যতা সৃষ্টি হল সাহিত্য জগতে। ৮৫ বছরের সাহিত্যিকের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, "শ্রী বুদ্ধদেব গুহর লেখা ছিল বহুমাত্রিক। তাঁর রচনায় পরিবেশ অন্য মাত্রা পেয়েছে। প্রতিটা প্রজন্ম, বিশেষ করে উঠতি বয়সের পাঠকরা তাঁর লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে। বুদ্ধদেববাবুর চলে যাওয়া সাহিত্য জগতের অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের জন্য সমবেদনা রইল।"

শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। "বুদ্ধদেব গুহর প্রয়াণের খবরে আমি গভীরভাবে শোকাহত। বাংলার মানুষের অত্যন্ত প্রিয় লেখক তিনি। সাহিত্য জগতে এক বিশাল শূণ্যতা রেখে চলে গেলেন। বুদ্ধদেববাবুর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।"

সোমবার সকালে প্রথমে বালিগঞ্জের বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয় প্রয়াত সাহিত্যিকের নশ্বর দেহ। সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান অনুরাগীরা। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে যাঁদের সঙ্গে কাজ করতেন, সেই সহকর্মীরা এসেও শ্রদ্ধা জানান। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে বাঙালির বড় প্রিয় লেখকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধা জানান ফিরহাদ হাকিম, ইন্দ্রনীল সেনরা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ডিওয়াইএফআই-এর রক্তদান শিবিরে প্রয়াত যুব নেতাকে শ্রদ্ধা জানান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি ঃ নিজস্ব

অসমের ১৬ জেলা বন্যার কবলে পীড়িত শিশু-মহিলা সহ ২৫৮১৯১ জন

গুয়াহাটি, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : একদিকে করোনা-আবহ, তার ওপর চলতি বছরে ফের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে অসম। রাজ্যে চতুর্থ দফার বন্যায় ইতিমধ্যে ১৬টি জেলার ৪০টি রাজস্ব সার্কলের ৭৩২টি গ্রামের শিশু-মহিলা সহ প্রায় ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ১৯১ জন মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। চতুর্থ দফার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২৪৭০৪.৮৬ হেক্টর কৃষিজমি। প্রসঙ্গত, গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে দ্বিতীয় এবং জুলাই মাসের গোড়ার দিকে তৃতীয় দফার বন্যায় ভেসেছিল রাজ্যের ছয়টি জেলা। এছাড়া গোটা রাজ্যের বন্যাক্রান্ত এলাকায় প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭২৩টি পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যের ১৭টি জেলা যথাক্রমে বরপেটা (চারটি রাজস্ব সার্কল), বিশ্বনাথ (দুটি রাজস্ব সার্কল), বঙাইগাঁও (দুটি রাজস্ব সার্কল), চিরাং (দুটি রাজস্ব সার্কল), ধেমাজি (তিনটি রাজস্ব সার্কল), ডিব্রুগড় (দুটি রাজস্ব সার্কল), গোলাঘাট (তিনটি রাজস্ব সার্কল), যোরহাট (দুটি রাজস্ব সার্কল), কামরূপ গ্রামীণ (একটি রাজস্ব সার্কল), লখিমপুর (পাঁচটি রাজস্ব সার্কল), মাজুলি (দুটি রাজস্ব সার্কল), মরিগাঁও (দুটি রাজস্ব সার্কল), নগাঁও (তিনটি রাজস্ব সার্কল), শিবসাগর (দুটি রাজস্ব সার্কল), শোণিতপুর (তিনটি রাজস্ব সার্কল), তিনসুকিয়া (দুটি রাজস্ব সার্কল) এবং দক্ষিণ শালমারা-মানকাচরের ৭৩২টি গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে পড়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বন্যায় সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন বঙাইগাঁও, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর, লখিমপুর, বিশ্বনাথ, চিরাং, ডিব্রুগড়, ধেমাজি, যোরহাট, মাজুলি, শিবসাগর, গোলঘাট এবং তিনসুকিয়া জেলার গ্রামবাসী। এদিকে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে শতাধিক বন্যপ্রাণী বন্যার কবলে পড়ে হাহাকার সৃষ্টি করেছে। এদিকে অন্য সূত্রের খবর, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, দক্ষিণ শালমারা, গোলাঘাট, লখিমপুর প্রভৃতি জেলার বন্যা-পীড়িতরা নিরাপদ উঁচু স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রশাসনিক সূত্রের খবরে প্রকাশ, বন্যার ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে, দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ সক্রিয় রয়েছে। ইতিমধ্যে বঙাইগাঁওয়ে চারটি, চিরাঙে, ১৮টি, ধেমাজিতে চারটি, ডিব্রুগড়ে একটি, গোলাঘাটে একটি, যোরহাটে তিনটি, লখিমপুরে ১৪টি, মাজুলিতে ৪১টি, শিবসাগরে চারটি এবং তিনসুকিয়া জেলায় একটি নিয়ে মোট ৯১টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে।

বন্যা দুর্গতদের মধ্যে এখন পর্যন্ত শিশুখাদ্য সহ ২২৯১.৫৭ কুইন্টাল চাল, ৪২২.৬৮ কুইন্টাল ডাল, ১২৬.৮২ কুইন্টাল লবণ, ১১, ৭১১.৪২ লিটার সরষে তেল, পশুখাদ্য গমের ভুষি ৬৬১.৭২ কুইন্টাল এবং ১৭০.০১ কুইন্টাল ধানের ভুষি বিতরণ করা হয়েছে, জানা গেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সূত্রে। কেবল তা-ই নয়, বিতরণ করা হয়েছে ত্রিপাল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, মশার ওষুধ (কয়েল), বিস্কুট, স্নানের সাবান, হাত ধোয়ার সাবান, একবার ব্যবহারযোগ্য খাবারের থালা, আলু, পেঁয়াজ, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ফেস মাস্ক, প্লাস্টিক বালতি, ফিনাইল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

এদিকে গোটা রাজ্যের বন্যাক্রান্ত এলাকায় প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭২৩টি পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। জানানো হয়েছে, বন্যাক্রান্ত পশুসম্পদের মধ্যে বড় এক লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৯৩, ছোট ৩০ হাজার ৪৩৯ এবং পোল্ট্রির ১২ হাজার ৫৯১টি বন্যার কবলে পড়েছে। তাছাড়া বাড়িঘর সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬১টি। এর মধ্যে ৬০টি কাঁচা এবং একটি পাকা ঘর। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৭টি কাঁচা ঘর। বন্যাক্রান্ত জেলাগুলিতে সরকারিভাবে উদ্ধার কার্য এবং সাহায্য অভিযান চালানো হয়েছে। নিয়োজিত করা হয়েছে সার্কল তথা স্থানীয় প্রশাসন, অগ্নি নির্বাপক ও আপৎকালীন এবং রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে।

নিউটাউনের আবাসনে আক্রান্ত দুই তরুণী, ধৃত অভিযুক্ত

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): শহরে বারবার নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এবার আবাসনে ঢুকে নিউটাউনে দুই তরুণীকে হামলার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কতটা খামতি রয়েছে, যদিও তৎপরতার সঙ্গে তরুণীদের হামলার ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কেন হামলা চালিয়েছিল, তা জানতে ধৃতকে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। রবিবার গভীর রাতে নিউটাউনের আবাসনে ঢুকে দুই তরুণীর ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে নিউটাউন থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

এ বছর ৩০০ কোটিতে বাজিমাত বড়িশা সর্বজনীনের, ব্যস্ততা তুঙ্গে

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): হাতে গুনে আর মাত্র কয়েকটা দিন। আর তারপরেই আগমণ উমার। শহর সাজবে আলোয় আলোয়। মন্দিরে মন্দিরে বিরাজ করবেন মা দুর্গা। তবে, কলকাতার পুজো মানেই থিমের মেলা। আর দুর্গা পুজোর থিম মানেই অন্যতম বড়িশা সার্বজনীন। চলতি বছর করোনা-আবহেই হবে দুর্গা পুজো। করোনা-আবহে পুজো হলেও থিমের ছটা কম নেই বড়িশায়। এই বছরও দক্ষিণ কলকাতার বড়িশা সর্বজনীন দুর্গোৎসবের থিমে রয়ছে চমক। বড়িশা সর্বজনীনের এই বছরের থিমের নামই ৩০০ কোটির প্রস্তুতি। ৪১৫ বছর আগে মুঘল আমলে অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহিতে এলাহি এক পুজোর আয়োজন করেন রাজা কংসনারায়ণ। সেই সময়কার পুজোয় রাজা কংসনারায়ণ খরচ করেছিলেন প্রায় নয় লক্ষ টাকা। যা কিনা আজকের টাকায় ৩০০ কোটিরই সমান। সেই ৩০০ কোটির পুজোকেই এ বার কলকাতায় তুলে ধরবে বড়িশা সর্বজনীন।

চলতি সপ্তাহেই বাড়ি ফিরতে পারেন নুসরত, দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): মাত্র চার দিন হল মা হয়েছেন তারকা-সাংসদ নুসরত জাহান। বর্তমানে নবজাতককে নিয়ে হাসপাতালেই রয়েছেন অভিনেত্রী। বর্তমানে মা ও ছেলে দু"জনেই সুস্থ। মঙ্গলবার অথবা বুধবার হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন নুসরত, এমনটাই খবর হাসপাতাল সূত্রে। গত বৃহস্পতিবার শহরের একে বেসরকারি হাসপাতালে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তারকা-সাংসদ নুসরত। এরপরেই সিদ্ধান্ত হয় রবিবার দিন ঠিক করা হবে কবে নবজাতককে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন নুসরত। এরপর শোনা যায় রবিবারই বাড়ি ফিরতে পারেন নুসরত ও তাঁর ছেলে। যদিও তা আর হল না। একরত্তির দেখভাল সংক্রান্ত সবটা ভালোভাবে বুঝে নিতে বর্তমানে ওই বেসরকারি হাসপাতালেই রয়েছেন অভিনেত্রী। শোনা যাচ্ছে, মঙ্গলবার অথবা বুধবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরতে পারেন অভিনেত্রী।

নদিয়ায় ৬ অনুপ্রবেশকারী ও ১ দালালকে আটক করল বিএসএফ

নদিয়া, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : অবৈধভাবে সীমান্ত পার করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে ধরা পড়ল সাতজন। তাদের মধ্যে ছয় বাংলাদেশি ও এরাজ্যের এক যুবক রয়েছে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে, নদিয়ার হাঁসখালি থানার সীমান্তবর্তী এলাকায়। এদিন বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম, আসমা বেগম, রশিদ শিখদার, আমির হাজরা শিখদার, মিশার সরদার, খয়রুল সেখ ও তানিয়া বিবি। এদের বাড়ি বাংলাদেশের যশোর ও নড়াইল জেলায়। এছাড়া অনুপ্রবেশে সাহায্যকারী নদিয়ার গাংনাপুর থানার বালিয়াডাঙার বাসিন্দা ঠান্ডা হাল্লাম মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে বিএসএফ। জানা গিয়েছে, ওই রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শীলবেরিয়ার সীমান্তে দুই বাংলাদেশিকে ধরে ফেলে বিএসএফ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জওয়ানরা অন্যদের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য পান। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ছোটচুপরি এলাকা থেকে বাকিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা স্বীকার করেছে চোরাপথে বাংলাদেশ যাওয়ার জন্য এক ভারতীয় দালালকে প্রত্যেকে প্রায় ১৫ হাজার টাকা করে দিয়েছিল। সোমবার বিএসএফ ৮ নম্বর ব্যাটালিয়ানের কমান্ডিং অফিসার সঞ্জয় সিং বলেন ধৃতদের হাঁসখালি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

আফগানিস্তানে আফিম চাষ নিষিদ্ধ, চাষিদের কাছে ডিক্রি জারি তালিবানদের

কাবুল, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : তালিবান আফগানিস্তানে জারি করছে একের পর এক ফরমান। এবার সামনে এল এরকমই একটি ফরমান। তাতে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানে আফিম চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই কান্দাহার সহ অন্যান্য অঞ্চলে চাষিদের কাছে ডিক্রি জারি করেছে তালিবান। এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি, আফগানিস্তানের অনেক গ্রামে তালিবান কৃষকদের বলেছে যে তাঁদের আর আফিম চাষ করা উচিত নয়। কারণ দেশে আফিম চাষ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। কান্দাহার এবং আশেপাশের এলাকায় সবচেয়ে বেশি আফিম চাষ হয়। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আফগানিস্তানের ওই সমস্ত এলাকায় তালিবান শাসকরা ডিক্রি জারি করেছে যে আর আফিম চাষ করা যাবে না। এর আগও তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ একটি সংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেছিলেন যে তালেবান শাসনের অধীনে মাদক গ্রহণ করা যাবে না। সেই মতো আফিম চাষ বন্ধ করল তালেবানরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

নদিয়ার ঘূর্ণির মৃৎশিল্পীর ৮ প্রতিমা পাড়ি দিচ্ছে আমেরিকায়

নদিয়া, ৩০ আগস্ট (হি. স): কৃষ্ণনগরের নাগালেই নদিয়ার মৃৎশিল্পের পীঠস্থান ঘূর্ণি। করোনার জন্য এখানেও মুখ থুবড়ে পড়েছে মৃৎশিল্পী। যার প্রভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি স্থানীয় শিল্পীরা। এরই মধ্যে সুখবর, এই ঘূর্ণিতে তৈরি দু"টি দুর্গা সহ আটটি প্রতিমা , সোমবার আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছে। এগুলি তৈরি করেছেন স্থানীয় শিল্পী শংকর পাল। এজন্য পেলেন প্রায় চার লক্ষ টাকা। রবিবার দিনভর শংকরবাবু ও তাঁর কর্মচারীরা মূর্তি গুলিতে শেষ টান থেকে প্যাকেটবন্দি করতে ব্যস্ত ছিলেন।শিল্পী জানান, প্রায় গত দু"ই মাস ধরে নাওয়া-খাওয়া ভুলে পাঁচ কর্মীকে নিয়ে কাজগুলি শেষ করেছেন। প্রতিবছর তিনি ৩০ টির বেশি দুর্গা তৈরি করেন। কিন্তু দেড় বছর ধরে করোনার জন্য এখানকার মৃৎশিল্পীরা সঙ্কটে পড়েছেন। গত পুজোয় তিনি মাত্র আটটি প্রতিমা তৈরির বরাত পান। এবছর এখনও পর্যন্ত ন"টি দুর্গা প্রতিমার অর্ডার পেয়েছেন বলে জানান। এখনও হাতে কিছুটা সময় আছে। তাই আরও কিছু অর্ডার পাবেন বলে আশাবাদী এই শিল্পী। সম্প্রতি মাঝবয়সি শংকরবাবু তৈরি একটি দুর্গা প্রতিমা আমেরিকা যায়। তারপরই একসঙ্গে তাঁর তৈরি এতগুলো প্রতিমা আমেরিকায় পাড়ি জমাচ্ছে। ঘূর্ণির একাধিক মৃৎশিল্পী ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু করোনার জন্য বহু শিল্পী কাজ না থাকায় অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছেন। কেউ চালাচ্ছেন ভ্যান, কেউ সব্জি বিক্রি করছেন। কেউ করছেন জনমজুরের কাজ। এই অবস্থায় শঙ্করবাবুর তৈরি দু"টি দুর্গা, দু"টি কালী, কৃষ্ণ-কালী সরস্বতী, লোকনাথ, রাধা কৃষ্ণ মূর্তি বিদেশ যাচ্ছে। তিনি জানান, আমেরিকাবাসী এক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিমাগুলি বিদেশ যাচ্ছে। প্রতিমার সাজ তৈরি হয়েছে মাটি দিয়ে। সাবেকি ঘরানার প্রতিমাগুলি গোল মুখের। চালি সহ উচ্চতা প্রায় ছ" ফুট। আটটি প্রতিমাই ফাইবারের তৈরি। এজন্য আলাদা আলাদাভাবে সেগুলো তৈরি করতে হয়েছে। পরে সবগুলি একত্রে সেট করতে হবে।

ফুটবল খুঁজতে গিয়ে মিলল নরকঙ্কাল, চাঞ্চল্য শ্যামনগরে

শ্যামনগর, ৩০ আগস্ট (হি.স.): চলছিল ফুটবল প্রতিযোগিতা, আচমকাই বল গিয়ে পড়ে মাঠের পাশে ঝোপে। বাচ্চারা সেই বল খুঁজতে গিয়েছিল। তখন ঝোপের মধ্যেই দেখা যায় নরকঙ্কাল। সোমবার সকালে জানাজানি হতেই স্থানীয়রা ভিড় জমান সেখানে। খবর পেয়ে আসে পুলিশও। উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগরের ঘটনা। কঙ্কালটি যেখানে উদ্ধার হয়েছে তার কাছেই রয়েছে শ্যামনগর গুড়দহ ঋষি অরবিন্দ স্কুলের মাঠ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার রাতে শ্যামনগর গুড়দহ ঋষি অরবিন্দ স্কুলের মাঠে ফুটবলের টুর্নামেন্ট চলছিল। বল খুঁজতে গিয়ে কিছু বাচ্চারা প্রথমে কঙ্কালটি দেখতে পান। এরপরই এলাকার লোকজনকে কঙ্কালের বিষয়ে জানায় তাঁরা। খবর যায় পুলিশে। সোমবার সকালে পুলিশ এসে উদ্ধার করে কঙ্কালটি। কঙ্কাল দেখে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অনেক দিন ধরেই পড়ে রয়েছে কঙ্কালটি। তবে কোথা থেকে কঙ্কালটি সেখানে এল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর, ধুবড়ির শতাধিক গ্রাম ভাসছে বন্যায়, বিপদসীমার ২৩ সেন্টিমিটার ওপরে বইছে ব্রহ্মপুত্র

দক্ষিণ শালমারা, (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর দ্রতগতিতে বাড়ায় দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার অর্ধ শতাধিক গ্রাম বন্যার জলে ভাসছে। আজ বিকেল ৪:০০ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের জল বিপদসীমার ২৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বিশেষ করে, চর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত। বহু পরিবারের বসতঘরের ছাউনি ছুঁয়েছে জল। জলমগ্ন চর অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে হাহাকারের সৃষ্টি হয়েছে।

একই ভাবে জেলা সদর হাটশিঙিমারি থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরবর্তী বাংড়িচর, পুরানা সুখচর ইত্যাদি কয়েকটি গ্রামের বিদ্যালয়গুলি গত কয়েকদিন ধরে জলের নীচে। এছাড়া একাংশ পরিবারের বসতঘরে গতকাল রাতে আচমকা বন্যার জল ঢুকে প্লাবিত করে দিয়েছে। অধিকাংশ গৃহস্থ তাঁদের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে ঘরের ভিতরে বাঁশের মাঁচা তৈরি করে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন উঁচু নিরাপদ স্থানে।

এদিকে ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ শালমার বিধানসভা এলাকারও প্রায় শতাধিক গ্রাম বন্যার কবলে পড়েছে। এলাকার পামপাড়া, চতলারপার, মাটিফাটা, বাউসকাটা গ্রামে বন্যার পাশাপাশি তীব্র নদী ভাঙন শুরু হয়েছে।

এতে নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা দিগবিদিগশূন্য হয়ে পড়েছেন। কার ঘর কখন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, সেই আতঙ্কে জবুথবু নদী তীরবর্তী জনসাধারণ।

দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর ও ধুবড়ির শতাধিক গ্রাম বন্যায় প্লাবিত, বিপদসীমার ৪২ সেন্টিমিটার ওপরে বইছে ব্রহ্মপুত্র নদীগহ্বরে ৪০-এর বেশি পরিবারের বসতঘর পরিস্থিতির খোঁজ নিতে আগত অতিরিক্ত জেলাশাসকের সামনে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে দুর্গতদের হাতাহাতি

দক্ষিণ শালমারা, (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর দ্রতগতিতে বাড়ায় দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর এবং ধুবড়ি জেলার শতাধিক গ্রাম বন্যার জলে ভাসছে। আজ বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের জল বিপদসীমার ৪২ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জল বাড়ছে প্রতি ঘণ্টায় এক সেন্টিমিটার করে। চর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত। বহু পরিবারের বসতঘরের ছাউনি ছুঁয়েছে জল। জলমগ্ন চর অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে হাহাকারের সৃষ্টি হয়েছে। গত কয়েকদিনে দুই জেলার ৪০-এর বেশি পরিবারের বসতঘর নদীগহ্বরে তলিয়ে গেছে। দিগবিদিগশূন্য নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচর রাজস্বচক্রের অধীনস্থ ফুলেরচর, কানাইমারা, মালিরআলগা, বড়াইর আলগা, দেওয়ানের আলগা, নিলোখিয়া, সুখচর, মলাখোয়া, গোটাবাড়ি-খোপাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় অর্ধ শতাধিক গ্রাম বন্যার কবলে পড়েছে। একইভাবে জেলার দক্ষিণ শালমারা রাজস্বচক্রের হাজিরহাট, পাটাকাটা, মন্থুরিরচর, মণিরচর, টুমনি, দক্ষিণ শালমারা, বালাডোবা প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ৫৫টি গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত। এতে জেলার শতাধিক গ্রামের লক্ষাধিক বাসিন্দা বন্যাক্রান্ত।

একইভাবে ধুবড়ি জেলার অধীনস্থ দক্ষিণ শালমারা রাজস্বচক্রে প্রায় শতাধিক গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে পড়েছে। গতকাল বিকেল চারটা পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের জলস্তর বিপদসীমা থেকে ২০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নদের জলস্তর ৪২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বেড়েছে। প্রতিবেশী দুই জেলার অধিকাংশ গৃহস্থ তাঁদের পরিবার-পরিজন, হাঁস-মুরগি, ছাগল নিয়ে ঘরের ভিতরে বাঁশের মাঁচা তৈরি করে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, আবার বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন উঁচু নিরাপদ স্থান বাঁধ, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম, সরকারি দফতরের বারান্দায়। বহু মানুষ গবাদি পশু তাঁদের সঙ্গে উঁচু স্থানে নিয়ে গেলেও, অনেকে জলের মধ্যেই গবাদি পশু ছেড়ে নিজেদের প্রাণ নিয়ে অন্যত্র সরে গেছেন। বড়াইর আলগা, দেওয়ানের আলগা, নিলখিয়া প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দারা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন।

অন্যদিকে বন্যার করালগ্রাসে ধুবড়ি জেলার দক্ষিণ শালমারা বিধানসভা এলাকার ফকিরগঞ্জ, পামপাড়া-চতলার পাড়, বাউসকাটা, রাভাটারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের পার ভয়াবহ ভাবে ধসে জলে তলিয়ে যাচ্ছে। ফকিরগঞ্জ থেকে শুরু করে চতলারপাড়, মাটিফাটা, সূর্যমণি পর্যন্ত একের পর এক পরিবারের বসতঘর, ভিটেমাটি, কৃষিজমি নদাগহ্বরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০টি বসতঘর, ভিটেমাটি নদের জলে তলিয়ে গেছে। স্থানীয়দের দাবি, গত প্রায় এক মাসে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রায় সহস্রাধিক পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। এতে নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা দিগবিদিগশূন্য হয়ে পড়েছেন। কার ঘর কখন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, সেই আতঙ্কে জবুথবু নদী তীরবর্তী জনসাধারণ। ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় একাংশ সচেতন জনতা ধুবড়ির জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়ে ভুক্তভোগীদের সরকারিভাবে সহায়তা করা দাবি জানান। ওই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আজ অতিরিক্ত জেলাশাসক মানস শইকিয়া মাটিফাটা এবং ফকিরগঞ্জ এলাকায় আসেন। একটি সরকারি স্পিড বোটে তিনি আজ সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ মাটিফাটা বাজারে আসলে ভাঙনের শিকারগ্রস্থদের খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি ইতিমধ্যে গৃহহীণ পরিবারবর্গের কে কোথায় আশ্রয় নিয়েছেন তার খবর নিয়েছেন। ভুক্তভোগী জনতা অতিরিক্ত জেলাশাসক মানস শইকিয়ার কাছে দাবি করেন, আমাদের জন্য খাদ্য, সুতা-কম্বল, ত্রিপাল বা উদ্ধারের ব্যবস্থা করার নেই, প্রথমে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আশ্রয় দিন। গত এক মাসের মধ্যে সহস্রাধিক পরিবার ভাঙনের কবলে পড়ে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। আগে তাঁদের মাথা গোঁজার ঠাই দিতে হবে।

মাটিফাটা বাজার থেকে অতিরিক্ত জেলাশাসক মানস শইকিয়া ফেরার পথে তাঁর সামনে এসইউডিআইইউ-এর নেতা-কর্মী এবং একাংশ জনতা পামপাড়া চতলারপার গ্রাম পঞ্চায়তের অধীনে পঞ্চায়েত সভানেত্রী এমজিএনরেগা প্রকল্পের কাজ না করে বরাদ্দকৃত সরকারি টাকা আত্মসাত করেছেন বলে অভিযোগ তুলেন। তখন পঞ্চায়েত সভানেত্রীর স্বামী প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। ফলে অতিরিক্ত জেলাশাসকের সামনেই বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। অতিরিক্ত জেলাশাসকের সামনে এ ধরনেন অপ্রীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি হলে একাংশ সচেতন নাগরিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। এর পর বেলা একটা নাগাদ মাটিফাটা বাজার থেকে স্পিড বোটে করে ফকিরগঞ্জে গিয়ে বন্যা পরিস্থিতি এবং নদী ভাঙনের খোঁজখবর নিয়েছেন।

সেখান থেকে অতিরিক্ত জেলাশাসক ধুবড়ি সদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ভুক্তভোগীরা থাকার জন্য আশ্রয় চাইছেন। এই সকল ক্ষতিগ্রস্থ মানুষজনকে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে কীভাবে সহায়-সহযোগিতা করা যায় তা জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে নদী ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসন চিন্তাভাবনা করছে বলেও জানান অতিরিক্ত জেলাশাসক মানস শইকিয়া। তিনি বলেন, স্থায়ী সমাধান করতে কিছুটা সময় লাগবে, তাই আপাতত তৎকালীনভাবে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ভাঙন রোধের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডিমা হাসাও জেলায় সন্দেহভাজন জঙ্গিদের আক্রমণে নিহত পাঁচ লরি চালকের পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান

হোজাই (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার দিয়ুংমুখে সন্দেহভাজন জঙ্গি সংগঠনের আক্রমণে নিহত পাঁচ লরি চালকের পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন জেলাশাসক পল বরুয়া। আজ সোমবার লংকার সার্কল অফিসে হোজাইয়ের জেলাশাসক এবং ডিমা হাসাওয়ের পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিঙের উপস্থিতিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নিহত পাঁচ ট্রাক চালকের পরিবারের হাতে এককালীন ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন জেলাশাসক পল বরুয়া। এছাড়া ২৬ আগস্টের ঘটনায় আহতদের ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য আজ তুলে দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে।

ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক পল বরুয়া সাংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, গত ২৬ আগস্ট ডিমা হাসাও জেলার রেঞ্জারবিলের ঘটনায় নিহত পাঁচ লরি চালকের মধ্যে লংকার চারজন রয়েছেন। আজ এই চার নিহত লরি চালকের মধ্যে তিন লরি চালকের পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা ও নিহত অজগর আলির দুই স্ত্রী থাকায় দুজনকেই আড়াই লক্ষ টাকা করে মোট পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সেদিনের জঙ্গি আক্রমণের ঘটনায় নিহত উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা লরি চালক ধর্মেন্দ্র কুমার পারসের পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে বলে জানান জেলাশাসক।

এদিকে দিয়ুংমুখে সন্দেহভাজন জঙ্গি হামলায় নিহত পাঁচ লরি চালকের পরিবার সরকারি সাহায্য পেয়ে তেমন খুশি নন বলে জানা গেছে।

তাঁদের বক্তব্য, এই টাকা দিয়ে তাঁরা কয়দিন চলতে পারবেন? তাঁদের দাবি, নিহত লরি চালকদের পরিবারের একজন সদস্যকে সরকার যেন চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়।

ডিমা হাসাও জেলায় সন্দেহভাজন জঙ্গিদের আক্রমণে নিহত পাঁচ লরি চালকের পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান

হোজাই (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার দিয়ুংমুখে সন্দেহভাজন জঙ্গি সংগঠনের আক্রমণে নিহত পাঁচ লরি চালকের পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন জেলাশাসক পল বরুয়া। আজ সোমবার লংকার সার্কল অফিসে হোজাইয়ের জেলাশাসক এবং ডিমা হাসাওয়ের পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিঙের উপস্থিতিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নিহত পাঁচ ট্রাক চালকের পরিবারের হাতে এককালীন ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন জেলাশাসক পল বরুয়া। এছাড়া ২৬ আগস্টের ঘটনায় আহতদের ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য আজ তুলে দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে।

ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক পল বরুয়া সাংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, গত ২৬ আগস্ট ডিমা হাসাও জেলার রেঞ্জারবিলের ঘটনায় নিহত পাঁচ লরি চালকের মধ্যে লংকার চারজন রয়েছেন। আজ এই চার নিহত লরি চালকের মধ্যে তিন লরি চালকের পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা ও নিহত অজগর আলির দুই স্ত্রী থাকায় দুজনকেই আড়াই লক্ষ টাকা করে মোট পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সেদিনের জঙ্গি আক্রমণের ঘটনায় নিহত উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা লরি চালক ধর্মেন্দ্র কুমার পারসের পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে বলে জানান জেলাশাসক।

এদিকে দিয়ুংমুখে সন্দেহভাজন জঙ্গি হামলায় নিহত পাঁচ লরি চালকের পরিবার সরকারি সাহায্য পেয়ে তেমন খুশি নন বলে জানা গেছে। তাঁদের বক্তব্য, এই টাকা দিয়ে তাঁরা কয়দিন চলতে পারবেন? তাঁদের দাবি, নিহত লরি চালকদের পরিবারের একজন সদস্যকে সরকার যেন চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিশুদের করোনা ভাইরাসের রোগ থেকে রক্ষা করার পদ্ধতি

ডা. সত্যজিৎ চক্রবর্তী

সমগ্র বিশ্বই এখন করোনা ভাইরাসের নামে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। কার যে কখন করোনা ভাইরাস আক্রমণ করবে আমরা জানিনা। মা-বাবা হিসেবে আমরা খুবই দুশ্চিন্তায় থাকি আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। একবার কাশি, মাথা ব্যথা হলে আমরা ঘাবড়ে যাই তার উপরে যদি শ্বাসকষ্ট হয় আমরা তাড়াতাড়ি কোন চিকিৎসককে দেখাই। যতক্ষণ না এর কোন ঔষধ বের হচ্ছে বা টিকা বের হচ্ছে আমাদের দুশ্চিন্তা কমবে না।

শতকরা১৬ ভাগ শিশুদের কোন রকম অসুবিধা হয় না যদিওএরা (SARS Cov-19) দ্বারা আক্রান্ত। সাধারণত দেখা গেছে যে শতকরা ৪৫ ভাগ বাচ্চাদের কোন রকম উপসর্গ (Symptom) থাকে না। করোনা ভাইরাস থেকে সাধারণ জ্বরও কাশি থেকে নিউমোনিয়া (Covid -19) পর্যন্ত হতে পারে। মাধা ব্যথা থাকতে পারে।

শেষ পর্যন্ত এই করোনা ভাইরাস আমাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বাচ্চাদের এই করোনা ভাইরাস ইনফেকশন হলে ওরা ভয় পেয়ে যায়বিশেষ করে মৃত্যুর ভয়। এই ভয়টি আমাদের রাজ্যের মধ্যেও দেখি। আত্মীয় স্বজনের এই রোগ কোথায় সঠিক চিকিৎসা করাবে সেই সব চিন্তাও থাকে। আমেরিকা ইটালি, ভারতবর্ষ, স্পেন, জার্মানী প্রায় সব দেশেই দেখা গেছে করোনা ভাইরাসের জোড়ে মৃত্যু। এই নিউমোনিয়া ভয়ঙ্কর হতে পারে অথচ এই করোনা ভাইরাসে কোন টিকা বা ঔষধ আজও নেই। এখন যদিও সব বিদ্যালয় বা কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার জন্য বাচ্চারা ওখানে গিয়ে তাদের বন্ধুদের সাথে মিশতে বা কথা বলতে পারে না। এদের যেন সামাজিকভাবে সাহায্য করা হয়। বিশেষভাবে মানসিক অবস্থা সুন্দর রাখতেই হবে।

যে কোন বয়সেই এই করোনা ভাইরাস রোগ হতে পারে। (Covid -19) রোগটা খুব কম সংখ্যক বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায়। বিপজ্জনক শিকার হন স্বাধীনতাহীন বাচ্চারা, স্থানান্তরিত বাচ্চারা, স্বাধীনতাহীন বাচ্চারা,যারা মা বাবার যত্ন পায় না। শরীরে বিকলাঙ্গতা থাকলে বা কোন গণ্ডগোলের জায়গায় থাকলে । করোনা রোগে জ্বর কাশি ছাড়াও গলা ব্যথা থাকতে পারে। ২ সপ্তাহ সময় লাগবে সেরে উঠতে। যাদের বেশি বেশী রোগটা হয়েছে তাদের তিন থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লাগতে পারে সেরে উঠতে।

কোন খাবার দ্বারা রোগটা ছড়ায়না। পায়খানার মাধ্যমে রোগটা ছড়ায়না।

কাঁচা মাংস,কাঁচা দুধ বা কাঁচা প্রাণীর (Organ) কখনও খাওয়া উচিত নয়, তবুও এসব থেকে করোনা রোগ হয় না।

বার বার যেন স্যানিটাইজার দিয়ে বা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হয়। বিশেষ করে বাথরুমে গেলে বা খেতে বসার আগে। পরিচ্ছন্নতা যেন অবশ্যই পালন করা হয়। বয়স যদি ষাটের উপরে হয় কিম্বা অন্যান্য যে কোন রোগ যেমন হার্টের (উচ্চরক্ত চাপ) ডায়াবেটিস বহুদিন ধরে কোনরোগে ভোগে এদের রোগটা বেশি হতে পারে।

চল্লিশ বছর বয়সের পরে রোগটা যে কোন সময় হতে পারে। যারা বড় তারা জানে কি ভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করবে। এরা যেন সমাজ থেকে সাহায্য পায় আলাদা থাকতে পারে।

তাদের যেন (Covid -19) না হয় এসবই সমাজের দেখা উচিৎ। হাত ধোবার পদ্ধতি। মাস্ক (মুখোশ) পড়াড় পদ্ধতি যেন ভাল করে বোঝানো হয়। দূরত্ব বজায় যে শেখানো যায়।

মানুষের মধ্যে করোনা ভাইরাস আমরা দেখে আসছি ১৯৬০ সন থেকেই যা মানুষকে এবং প্রাণীদেরকে আক্রমণ করে।

অপরিণত বয়সের শিশুরা এবং এমনি শিশুরা যারা শ্বাসকষ্টে ভুগছে তা হয়তো করোনা ভাইরাসের কারণে।

একটা টীম (Team) চিন দেশের উহানে (Whan) অঞ্চলে পরিদর্শনে গিয়েছিল এবং এরা বলছে যে ২৩ শে জানুয়ারি থেকে ২ রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রোগটা মহামারীর মত ছিল। এই মহামারী সমগ্র বিশ্বতে ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে বাচ্চাদের প্রতি হিংসা বাড়ছে। তাদের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার যৌনগত অত্যাচার করা হচ্ছে।

ইস্কুল বন্ধ হওয়াতে ১.৫ বিলিয়ন শিশু উপকৃত হয়েছে। বেশি ভীড় যেখানে হয় সেখানে যাওয়া নিষেধ। বাচ্চাদের থেকেও রোগটা ছড়াতে পারে অন্যান্যদের মধ্যে।

তবে বেশীরভাগ বাচ্চারাই ভাল থাকে। সবাই এখন বলছেন যে প্রতিরোধ করাটা এখন সবচাইতে গুরুত্ব পূর্ণ কাজ। ২ বছর বয়সের নীচে বাচ্চাদের ধরেই রাখা যায়। ওদের কাছে রঙীন বই, পুতুল খেলনার গাড়ী থাকবে।

বাচ্চারা যেন কখনো হাত দিয়ে মুখ, নাক, এবং চোখ, না ধরে। ২ বছর বয়সের পড়ে যেন ওরা (Mask) পড়ে, দূরত্ব বজায় রেখে চলে এবং বার বার হাত ধুয়ে নেয় স্যানিটাইজার দিয়ে। বাচ্চাদের মধ্যে রোগটা হলেও এতটা আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওরা সুস্থ হয়ে যায়। ভীরভাড় কোথাও আমরা না যাই। এই পৃথিবীতে সবাই যেন করোনা মুক্ত হয়ে থাকতে পারেন। আমরা এই আশাই করব। সমস্ত পৃথিবীতে মহামারী ঘটাতে পারে যে ভাইরাস তাকে সাধারন ভাইরাস বলা যাবেনা একে আমরা একটি অত্যন্তভয়ঙ্কর ভাইরাস বলব । কেউ কেউ বলছে মালয়েশিয়াতেও নাকি এর মধ্যে দশগুণ শক্তিশালী ভাইরাস পাওয়া গিয়াছে।

বহু চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সাহায্যকারী কর্মী মারাগেছেন এই সব রোগীদের সাহায্য করতে গিয়ে। এরা আমাদের কাছে বিশাল সহায় এরা আছে বলেই কিছু চিকিৎসা আমরা করাতে পারি। রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে।

খুব শ্বাসকষ্ট হলে আমরা (Ventilation) এর সাহায্য পালন করা হয় নিতে পারি। এই সব কিছুতেই সাহায্য করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের সবাইকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। উনাদের সম্পর্কে কোন বাজে কথাবার্তা না বললেই ভালো।

শিশুদের কি করে আমরা রক্ষা করবো এই রোগ থেকে খানিকটা হলেও বোঝানো গেল।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনুন চুলের স্বাস্থ্য

মেথি-অলিভ অয়েল- বাজারে মেথি ও অলিভ ওয়েল সহজলভ্য। দুটি জিনিস কিনে এনে ঘরেই তৈরি করতে পারবেন এই হেয়ার প্যাক। অলিভ অয়েলের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হেয়ার ফলিকলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। বাটিতে ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে মেথিগুঁড়ো মেশান। এই মিশ্রণ চুলে ও স্ক্যাল্পে লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে গেলে হালকা শ্যাম্পু ও সামান্য উষ্ণ জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন।কলা-আমলকি-আমন্ড অয়েল- একটা পাকা কলা ভালো করে পেস্ট করে নিন। তাতে ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল এবং ২ টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান। সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে স্ক্যাল্প এবং চুলে লাগিয়ে নিন। ১৫-২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।দই-অলিভ অয়েল-ডিম- ২ টেবিল চামচ দইয়ের সঙ্গে একটা ডিম ও ৩ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিন। এই প্যাক স্ক্যাল্প ও চুলে লাগিয়ে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। সামান্য উষ্ণ জল ও শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে কন্ডিশনারও লাগাতে পারেন।আমলকি-নারকেল তেল-অ্যালোভেরা- ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান। এর মধ্যে অ্যালোভেরা জেল মেশান সব শেষে। স্ক্যাল্প ও চুলে ১৫-২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন।সহজলভ্য জিনিস দিয়ে ঘরে তৈরি এই প্যাকগুলো আপনার চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবে। এছাড়া উজ্জ্বলতাও ফিরে আসবে আগের মতোই।

জল শূন্যতা বা ডি-হাইড্রেশন দূর করে যে সব খাবার

শরীরকে জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন থেকে রক্ষা করতে পর্যাপ্ত জল পান করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ শরীরে জলের অভাব হলে মানসিক শ্রান্তি, মাথা ব্যথা, ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, পেশীর সমস্যা, নিম্ন রক্তচাপের মতো আরও নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষজ্ঞরা সবসময় বলেন দৈনিক অন্তত ৮-১০ গ্লাস জল পান করতে। একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর শরীরে জলের পরিমাণ থাকতে হবে ৪৫-৬০ আর একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের শরীরে জলের পরিমাণ থাকতে হবে ৫০-৬৫। চলুন তবে জলশূন্যতা প্রতিরোধের খাবার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত দেখে নেয়া যাক !শরীরে জল কেন প্রয়োজন?১) খাবার থেকে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছানো।২) ইউরিনের মাধ্যমে শরীর থেকে সব বর্জ্য দূর করা।৩) শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখা।৪) সংবেদনশীল টিস্যুগুলোকে রক্ষা করা।৫) ব্রেইন এবং গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করা।৬) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।৭) স্কিন এবং হেলথ ভালো রাখতে সহায়ক।৮) কিডনিকে ড্যামেজ হওয়া থেকে রক্ষা করে।৯) পুরো শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করতে সহায়তা করে।জলশূন্যতা প্রতিরোধের খাবারজল পানের সাথে সাথে কিছু বিশেষ খাবার খেয়েও পেতে পারেন জলশূন্যতা থেকে মুক্তি !শসাশসাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ জল থাকে। শসা খুবই কম ক্যালোরি সম্পন্ন এবং এতে আছে ভিটামিন কে, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম। তাই এটি ওজন নিয়ন্ত্রণসহ ডিহাইড্রেশন দূরীকরণেও দারুণ ভূমিকা রাখে। লেটুসএতে আছে প্রায় ৯৬ জল। তাই বুঝতেই পারছেন প্রতিদিনের খাবারে লেটুস রাখাটা শরীরের জন্য কতটা মঙ্গলের। তাছাড়া লেটুসে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও কে যা হাড় ও ইমিউন সিস্টেমকে ভালো রাখে। আর শরীরকে জলশূন্য হতে দেয় না একদমই। স্ট্রবেরিএর ৯১ শতাংশই জল। এতে আছে ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও মিনারেলস। ডিহাইড্রেশন, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস , বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার ইত্যাদি থেকে দেহকে রক্ষা করে। তাছাড়া ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং ইমিউন সিসটেমকে ফিট রাখাতেও স্ট্রবেরির তুলনা নেই।কমলাএর ৮৮-ই জল। জানেন কি একটা কমলায় আধা কাপ জল থাকে। তাছাড়াও এতে আছে ভিটামিন সি, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস। ডিহাইড্রেশন ছাড়াও কমলা কিডনিতে পাথর হওয়াও রোধ করে। টক দইটক দইয়ের প্রায় ৮৮ ভাগই জল। তাছাড়া আছে ভিটামিনস ও মিনারেলস যা হাড় মজবুত রাখতে সহায়তা করে। এতে আছে প্রচুর প্রোটিন। টক দই ডিহাইড্রেশন, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ওজন কমানোর জন্য উতকৃষ্ট একটি খাবার।তরমুজতরমুজে প্রায় ৯২ শতাংশ জল থাকে। ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধের খুবই কার্যকর একটি উতস এটি। ভিটামিন এ ও সি, ম্যাগনেসিয়াম, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর তরমুজ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ওজন কমানোর জন্য খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখে।. টমেটোটমেটোর ৯৪ শতাংশই জল। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনস, মিনারেলস এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস। টমেটো প্রোস্টেট ক্যান্সার এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর। তাই সুপ, সালাদ, তরকারি ইত্যাদিতে প্রতিদিন কমবেশি টমেটো রাখার চেষ্টা করুন। ফুলকপিএটি অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং হাইড্রেটিং একটি সবজি। এতে ৯২ জল আছে। তাই ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে এটি দারুণ কাজ করে নিঃসন্দেহে। তাছাড়া এতে আছে প্রচুর ভিটামিনস ও মিনারলস যা ব্রেইন ও মেটাবোলিজম ভালো রাখে। বাঁধাকপিবাঁধাকপির ৯২ শতাংশই জল। এতে আছে ভিটামিন সি ও কে, বিভিন্ন মিনারেলস এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস যা ইনফ্লামেশন, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং কিছু ক্যান্সারের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। আর ডিহাইড্রেশন দূরীকরণে এই সবজির জুড়ি নেই। ডাবডাবে ৯৫ জল থাকে।

মেকাপের দুর্বলতা ছাড়িয়ে নজর কাড়ে অভিনয়ের দক্ষতা, সঙ্ড কী আঁখ

গল্পঃ সত্য ঘটনা অবলম্বণে তৈরি এই ছবির পরতে পরতে মিশে রয়েছে এক না বলা গল্পের রেশ। দুই বৃদ্ধা বন্দুকবাজদের গল্প নিয়েই তৈরি সন্ড কি আঁখ ছবি। ষাঠ বছরের বেশি বয়সের দুই বৃদ্ধার অনবদ্য লক্ষ্যভেদের ইতিহাসই তুলে ধরল এই ছবি।

শুধথু দুই বৃদ্ধাই নয়, তাঁরা তাঁদের নাতনীদেরও নিশানায় পাক্কা তৈরি করতে উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু এক সময় এই রহস্য আর গোপন রাখা সম্ভব হয় না, তখনই বদলে যায় গল্পের মোড় ।অভিনয়ঃ অনবদ্য তাপসী পান্নু ও ভুমি পেডনেকরের অভিনয়। দুই নায়িকাই একে অন্যকে টেক্কা দিয়ে পর্দায় ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। গল্পের উর্দে গিয়েই অভিনয়ের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন তাঁরা। গৃহ বধূ থেকে শুরু করে বন্দুক বাজ, প্রতিটি বয়সের ভাঁজেই তাঁরা যেন পার্ফেক্ট।চিত্রনাট্যঃ ছবির টিত্রনাট্য খুব যত্নের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। উত্তরপ্রদেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার একটি ছাপ চোখে পড়ে এই ছবিতে। যেখানে মেয়েদের সমাজে পরিচিতি বলে কিছু থাকে না। কেবল মাত্র ওড়নার রঙ দিয়েই কেটে যেত একটা মেয়ের জীবন। এমনই এক পরিবার থেকে উঠে এসে ঘুড়ে দাঁড়ানোর গল্প বলে এই ছবি।সিনেম্যাটোগ্রাফিঃ সিনেম্যাটোগ্রাফি অনবদ্য। ক্যামেরার কাজ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে মেকাপ আরও একটু ভালো হতে পাড়ত। অধিকাংশ সময়ই দেখে মনে হয় জোর করে মেকাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও ছবির এই খামতিকে শক্ত হাতে কাটিয়ে উঠেছেন তাপসী ও ভূমি। গল্প কোথাও গিয়ে যেন খানিক দর্শকদের এক পেশে মনে হতে পারে। তবে তা যে অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম, সেই বিষয় কোনও দ্বিমত নেই।পরিচালনাঃ ছবির পরিচালনায় বিশেষ কোনও খামতি রাখেননি পরিচালক। অনবদ্য গল্প বলার ধরন। ছবির দুই অর্ধে খুব সুক্ষ্ম ভারসাম্য ধরে রাখা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ঘরোয়া পরিবেশ থেকে শুরু করে গ্রামীণ মানুষদের চিত্রায়ণ বেজায় সকলের নজর কাড়ে। তবে গল্পকে আরও একটু ফিল্মি কায়দায় তুলে ধরতে গিয়ে মাঝে মধ্যে বিষয়বস্তু থেকে খানিক সরতে হয়েছে পরিচালককে।

যখন তখন ওষুধ খাচ্ছেন পরিনাম জানেন তো!

আমাদের ব্যস্ত জীবনে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় খুব কম। এদিক সেদিক আপনাকে দৌড়াতে হয়, শরীরের দিকে একমদই যত্ন হয় না। অনিয়ম আর বেখেয়ালে শরীর ভেঙে পড়তে থাকে, বিভিন্ন ব্যথা, জড়তা শরীরে বাসা বাঁধে। খাওয়া-ঘুম সময়মতো এবং পর্যাপ্ত হয় না বলেই শারীরিক সমস্যা চলতেই থাকে। সমস্যা হলো, ভুগতে ভুগতে ভাবলেন আপনি তো পিছিয়ে পড়ছেন। তখনই মনে হলো আপনার চিকিতসা দরকার। চিকিতসকের কাছে যেতে হলে সময় দরকার, টাকাপয়সাও খরচ করতে হবে। আর চিকিতসক যে ওষুধ দেবে তা তো আপনিও জানেন।

ফলে কী করলেন, নিজেই ফার্মেসি থেকে কিনে ইচ্ছামতো পাতাভরে ওষুধ খেয়ে ফেললেন। হয়ত সুস্থবোধ হলো, ফলাফলটা কী হলো সেটা কি ভাবলেন?এই যে না বুঝে শুনে ব্যথা হলে, জ্বর হলে, সর্দিকাশি বা উচ্চরক্তচাপে নিজে ওষুধ কিনে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই। যখন তখন যেকোনো ওষুধ খেয়ে বসলে রোগ না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। একজন চিকিতসকই ভালো করে বলতে পারবেন যে কোন ওষুধের কী কাজ, সেটা কাকে কখন দেওয়া যাবে। নিজে ওষুধ খেলে এসব বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাই পার্শপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কাও বেশি। ব্যথার ওষুধ না জেনে খেলে শরীরের অন্দরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই ওষুধই কখনো বিষ হয়ে ধরা দেবে, টের পাবেন না।কী কী সমস্যা হতে পারেআমরা ভাবি ভিটামিন "এ" বা কৃমির ওষুধ নিজে থেকে খেলে বুঝি কিছু হয় না। কিন্তু এগুলোর মতো সাধারণ ওষুধ গর্ভের শিশুর মারাত্মক ক্ষতি করে। লিভারের রোগীর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ হতে পারে মারাত্মক ক্ষতির কারণ।মোটা হয় না বলে অনেকেরই অনেক কষ্ট থাকে। মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড ওষুধ খান অনেকে। এর ফলে মারাত্মক কুশিং সিনড্রোমে (কর্টিসল হরমোনের নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সকল সমস্যা) আক্রান্ত হন। এটা বয়ে বেড়াতে হয়। আবার হুট করে চিকিতসকের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ বন্ধ করে দিলেও অনেক বিপদ হতে পারে।গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় আন্দাজে দিনের পর দিন ওষুধ খেয়েই চলেছেন। কিন্তু সাধারণ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ওমিপ্রাজল না বুঝে এক বছরের বেশি খেলে অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া এটি পাকস্থলীতেও সমস্যা করতে পারে। আলসার, ডায়রিয়ার মতো সমস্যা বেশি হয় আপনার অজান্তেই।জ্বর-সর্দি আর গায়ে ব্যথায় প্যারাসিটামল সবাই খায়। প্যারাসিটামলের মূল নাম এসিটামিনোফ্যান, বড় কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু যখন তখন বেশি করে খেলে এটি যকৃত অকার্যকর করে দিতে পারে। যাদের আগে থেকে যকৃতে সমস্যা আছে, মদ্যপান বেশি করেন, অন্যান্য ওষুধ খান- তাঁদের জন্য এই প্যারাসিটামল বিপর্যয় আনতে পারে। বিভিন্ন ব্যথার রোগীরা নিয়মিত ব্যথানাশক খান। এতে কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ব্যথানাশকে পাকস্থলীর আলসার হয়, রক্তক্ষরণও হতে পারে।হাড় ক্ষয় কমাতে আর হাড় মজবুত করতে ক্যালসিয়াম খাওয়ার প্রবণতা আমাদের রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু ক্যালসিয়াম দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে হৃদরোগ-স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তে পারে, কিডনিতে পাথরও হতে পারে।আবার এমন অনেক ধরনের ওষুধ আছে যেগুলো না বুঝে খেলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়াও এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলো না জেনে খেলে অ্যালার্জি হতে পারে।মাথায় রাখুন কিছু বিষয়১. বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থায়, লিভার বা কিডনির রোগে) সাধারণ ওষুধ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়, তাও চিকিতসকের পরামর্শেই ব্যবহার করতে হবে। শুধু ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে ওষুধ কেনা উচিত। কেনার সময়ে আগে মেয়াদ দেখে নিন।২. চিকিতসক ওষুধের যে নিয়ম বলে দেবেন (কতটুকু ওষুধ খেতে হবে, সেটা কতক্ষণ পরপর, কতদিন খেতে হবে, খাবার আগে না পরে খাবেন) তা মেনে ওষুধ খাবেন। ব্যবস্থাপত্র ছাড়াও সেটা অন্য কোথাও আপনার বোঝার সুবিধার্থে সহজ করে লিখে রাখুন। অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে থেকে ওষুধের কোনো মাত্রাই পরিবর্তন করবেন না।৩. অনেকে একবার চিকিতসকের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বার বার সেটা দেখিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যে ওষুধ যতদিন খেতে বলা হয়েছে, ততদিনই খাওয়া যাবে। আবার সেই একই অসুখ হলেও ঐ ওষুধ কাজ নাও করতে পারে।৪. সামান্য রোগে উতলা হয়ে ব্যথা বা যন্ত্রণা কমাতে ওষুধ খেয়ে নেবেন না। আর রোগ সেরে গেছে ভেবে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। সুস্থ হয়ে গেলেও ওষুধের পুরো কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। কোনো সমস্যা হলে চিকিতসকের পরামর্শ নিন।৫. একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিক বা অন্যান্য পদ্ধতির চিকিতসা চললে তা চিকিতসককে অবশ্যই জানাবেন। আর যে ওষুধ যেভাবে সংরক্ষণ করতে বলা হবে, সেভাবেই করবেন। ফ্রিজে বা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা উল্লেখ করে দিলে সেভাবেই রাখবেন।৬. ফার্মেসিতে অনেক সময় প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ না দিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য কোম্পানি বা একই ধরনের ওষুধ দিয়ে দেন। এটা কখনই মেনে নেবেন না। চিকিতসক যা দেবে, আপনি সেটাই কিনবেন।

পছন্দের চিনাবাদামের এত গুন আগে জানা ছিল কি!

চিনাবাদাম অনেকেরই বেশ পছন্দের একটি খাবার। পার্ক কিংবা লেকের পাশে বসে আছেন আর চিনাবাদাম খাবেন না, তা কী করে হয়! আপনি হয়তো স্বাদের জন্য চিনাবাদাম খাচ্ছেন, কিন্তু এই চিনাবাদামেরও রয়েছে বিস্ময়কর কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা।* সোডিয়ামের মাত্রা কমানোলবণ খাওয়া অনেকের অভ্যাস। লবণ শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি করে থাকে। কিন্তু চিনাবাদামে লবণ মিশিয়ে খেতে পারেন, এটি আপনার লবণ খাওয়ার আগ্রহ পূরণ করে থাকে, আবার সোডিয়ামের মাত্রাও বৃদ্ধি করে না।* ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখতেচিনাবাদাম ২২ পর্যন্ত ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করে। এটি শর্করা শোষনকে ধীরগতি করে থাকে। সকালের জলখাবারে চিনাবাদাম রাখুন, এটি সারাদিন আপনার ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ রাখবে। * পাকস্থলির পাথর দূরচিনাবাদাম পাকস্থলির পাথর দূর করতে সাহায্য করে থাকে। এক আউন্স চিনাবাদাম অথবা চিনাবাদামের মাখন পাকস্থলির পাথর ২৫ পর্যন্ত দূর করে থাকে।* ক্যান্সার প্রতিরোধেচিনাবাদামে পলি-ফেনোলিক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা পাকস্থলি ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে সপ্তাহে দুইবার চিনাবাদাম খাওয়া ২৭ পুরুষ এবং ৫৮ মহিলাদের কোলন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে থাকে।* হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতেএকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে বলা হয়, যারা নিয়মিত চিনাবাদাম খেয়ে থাকেন, তাদের ৩৫ পর্যন্ত হার্টের রোগ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। এছাড়া চিনাবাদাম খারাপ কোলেস্টেরল দূর করে ভাল কোলেস্টেরল তৈরি করে, যা হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখে।* হতাশা দূর করতেসেরোটোনিন নামক উপাদান হতাশা দূর করে থাকে। চিনাবাদামে থাকা ট্রিপটোফেন উপাদান হতাশা রোধ করে থাকে। নিয়মিত চিনাবাদাম খাওয়ার অভ্যাস করুন অথবা প্রতি সপ্তাহে দুই টেবিল চামচ পিনাট বাটার খান। এটি হতাশা কাটাতে সাহায্য করবে।* ত্বক সুস্থ রাখেচিনাবাদামের ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই রিংকেল, বলিরেখা এবং ত্বকে বয়সের ছাপ পড়া রোধ করে থাকে। এতে রিসভেরাটোল যা সাধারণত রেড ওয়াইন এবং আঙ্গুরের রসে পাওয়া যায়, যা ত্বক সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং ত্বক থেকে টক্সিন পর্দাথ দূর করে।

লালবাহাদুর ক্লাবে দুর্গা পুজা উপলক্ষ্যে খুটি পুজো দিলেন। ছবি ঃ নিজস্ব

করিমগঞ্জের লঙ্গাই চা বাগানে উদ্ধারকৃত প্রায় চল্লিশ কেজি ওজনের অজগরকে ছাড়া হলো পাথারিয়া পাহাড়ে

পাথারকান্দি (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : আজ সোমবার দুপুরে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লঙ্গাই চা বাগানের নাচঘর প্রাঙ্গণে একটি বিশালাকার অজগর সাপ প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসলে আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে। পরে বাগানের কয়েকজন সাহসী যুবক কসরৎ করে সাপটিকে ধরে ফেলেন। এই খবর যায় স্থানীয় বন দফতরে। খবর পেয়ে বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় অজগর সাপটিকে লাগোয়া পাথারিয়া পাহাড়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে পাথারকান্দির রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার দেবজ্যোতি নাথ জানান, অজগরটি লোকালয়ে প্রবেশ করে মানুষের গৃহপালিত হাঁস, মুরগি, ছাগল ইত্যারদি খেতে পারত। অজগরটি পূর্ণ বয়স্ক। প্রায় দশ ফুট লম্বা ও প্রায় চল্লিশ কেজি ওজনের ছিল সাপটি, জানান রেঞ্জার দেবজ্যোতি নাথ।

হাইলাকান্দি জেলায় অতিরিক্ত ১৯ টি আধার কেন্দ্র চালু

হাইলাকান্দি (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : আধার পঞ্জিয়ন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করতে অতিরিক্ত ১৯টি আধার কেন্দ্র চালু হয়েছে হাইলাকান্দি জেলায়। হাইলাকান্দির জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জেলায় নতুন করে আরও ১৯টি আধার কেন্দ্র চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন। এর উদ্দেশ্য, জেলায় আধার পঞ্জিয়ন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করে তোলা। নতুন আধার কেন্দ্রগুলো যথাক্রমে উজানকুপার-ভাটিরকুপা সমবায় সমিতি কার্যালয়, বোয়ালিপারের রাঙ্গাউটি সমবায় সমিতির কার্যালয়, মাটিজুরি সমবায় সমিতির কার্যালয়, লালা শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের ধনিপুর সমবায় সমিতি কার্যালয়, নিতাইনগর গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর সমবায় সমিতি, কালিনগর সমবায় সমিতি এবং হাইলাকান্দির পুরসভা কার্যালয়। এছাড়া নিশ্চিন্তপুর সমবায় সমিতি, আয়নাখাল সমবায় সমিতি, মহম্মদপুর-নিজবার্নারপুর সমবায় সমিতি, মোহনপুর সমবায় সমিতি, রাজেশ্বরপুর সমবায় সমিতি এবং আলগাপুর সমবায় সমিতির কার্যালয়ে আধার এনরলমেন্ট শুরু হয়েছে। তাছাড়া রংপুর সমবায় সমিতি, ধলাই কাটলিছড়া সমবায় সমিতি, মণিপুর সমবায় সমিতি, জামিরা সমবায় সমিতি, ধলাই-মলাই হেলথ সাব সেন্টার এবং মোহনপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারেও আধার এনরলমেন্ট সেন্টার খোলা হয়েছে বলে জেলাশাসকের জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বাজারিছড়ায় সাড়ম্বরে পালিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী

বাজারিছড়া (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : প্রতি বছরের মতো এবারও ভক্তিরসে মাতাল হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়ার শিববাড়িতে।

শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষ্যে আজ সোমবার বিকেলে বাজারিছড়া শিববাড়ি থেকে ১০৮ জন গোপিণী সহ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ নিয়ে এক শোভাযাত্রা বের হয়। শঙ্খ, ঘণ্টা, শ্রীখোল, করতাল বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করে শোভাযাত্রাটি বাজারিছড়ার প্রধান প্রধান সড়ক পরিভ্রমণ করে শিববাড়ি প্রাঙ্গণে এসে সম্পন্ন হয়।

এর পর হরিনাম সংকীর্তন করে ১০৮ জন কুমারী ১০৮টি কলস নিয়ে শিববাড়ির নিকটবর্তী লঙ্গাই নদীর বারুণী স্নানঘাট থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাতে জল তুলে উৎসব প্রাঙ্গণে নিয়ে যায়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি সহ মহাসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। তার পর শুরু হয় শ্রীমদ্ভাগবদগীতা পাঠ। অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে কোভিড প্রটোকল মেনে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। এবারের শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উৎসবের আয়োজন করেছেএলাকার গৌরভক্ত মণ্ডলী। উৎসবটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বাজারিছড়া শিববাড়ি কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / অমল / সমীপ

এসএসকেএম হাসপাতালে অভিষেক

কলকাতা,৩০ আগস্ট (হি. স.): কিছুদিন আগেই তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে ত্রিপুরায় আক্রান্ত নেতাকে ভর্তি করা হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে। সোমবার আক্রান্ত নেতাকে দেখতে এসএসকেএম হাসপাতালে গেলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

করোনা আবহে নাজেহাল রাজ্যবাসী। কিন্তু সেই আতঙ্কের মাঝেই কিছুদিন আগে ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদ প্রতিষ্ঠা দিবসে ত্রিপুরায় একাধিক কর্মসূচির ডাক দেয় তৃণমূল। আর সেই জন্যই বনমালি রোড থেকে মিছিল বের করে তৃণমূল। কিন্তু অভিযোগ মিছিল শুরুর আগেই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের উপর চড়াও হয়। তাতে আক্রান্ত হয় শুভঙ্কর দেব নামে এক তৃণমূল কর্মী।

তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লাগে বলে অভিযোগ। এদিন তাই এসএসকেএম হাসপাতালে ওই তৃণমূল কর্মীকে দেখতে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগামী ১ সেপ্টেম্বর দুদিনের সফরে হাইলাকান্দি আসছেন কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক দ্বীজেন শর্মা

হাইলাকান্দি (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচনের পর এই প্রথম আগামী ১ সেপ্টেম্বর, বুধবার হাইলাকান্দি সফরে আসছেন কংগ্রেসের দলীয় পর্যবেক্ষক দ্বীজেন শর্মা। উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক দিক খতিয়ে দেখা এবং মহাজোট ভেঙে যাওয়ার পর দলীয় নেতা কর্মীদের মতামত যাচাই করা। প্রাক্তন সাংসদ দ্বীজেন শর্মা দলের হাইলাকান্দি জেলার পর্যবেক্ষক। পুরো দু-দিন জেলায় অবস্থান করে সাংগঠনিক খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখবেন তিনি। সাক্ষাৎ করবেন দলের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গেও। দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কংগ্রেস কার্যালয়ে। কংগ্রসের পর্যবেক্ষক আসার সংবাদ ইতিমধ্যে হাইলাকান্দিতে দলীয় নেতাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

প্রাক্তন সাংসদ তথা হাইলাকান্দির পর্যবেক্ষক দ্বীজেন শর্মা এদিন সকালে গুয়াহাটি থেকে সড়ক পথে রওয়ানা দিয়ে বিকেলে পৌঁছবেন জেলা সদরে। অবস্থান করবেন এখানকার আবর্ত ভবনে। এদিনই বিকেল তিনটায় দলের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন পর্যবেক্ষক। পরের দিন বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল রোডে অবস্থিত হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস কার্যালয় 'রাজীব ভবন'-এ দলের প্রবীণ নেতা, বর্তমান জেলা কমিটির বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারী, বিভিন্ন সেল অর্থাৎ যুব কংগ্রেস, মহিলা কংগ্রেস, বিভিন্ন ব্লক কমিটি, সংখ্যালঘু সেল প্রভৃতির নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন পর্যবেক্ষক দ্বীজেন শর্মা।

ওই বৈঠকের পর বেলা দুটায় পর্যবেক্ষক দ্বীজেন শর্মা বৈঠক করবেন দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের সঙ্গে। এদিনও তিনি রাত কাটাবেন আবর্ত ভবনে। ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালে প্রাক্তন সাংসদ পর্যবেক্ষক দ্বীজেন শর্মা হাইলাকান্দি ত্যাগ করবেন। দু-দিন তাঁর সফরসঙ্গী হয়ে থাকবেন শিলচরের দলীয় নেতা পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী ও আনোয়ার আহমেদ।

প্রসঙ্গত ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর এই প্রথম কংগ্রেসের কোনও প্রথমসারির নেতা তথা দলীয় পর্যবেক্ষক আসছেন হাইলাকান্দি। এখানকার দলের জনৈক শীর্ষ নেতা জানিয়েছেন, মূলত কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভিত মজবুত করা এবং এআইইউডিএফ দলের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা ভঙ্গ করা সম্পর্কে এখানকার দলীয় কর্মীদের মতামত যাচাই করতেই হাইকমান্ড দলীয় পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছেন হাইলাকান্দি। এছাড়া রয়েছে সাংগঠনিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনাও। দলের ওই শীর্ষ নেতা জানিয়েছেন, মহাজোট থেকে কংগ্রেস বেরিয়ে আসার পক্ষে ছিল হাইলাকান্দি কংগ্রেস। আর এখানকার দলের সিদ্ধান্তের কথা দলীয় হাইকমান্ডের কাছে অনেক আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মহাজোটের ফলে হাইলাকান্দিতে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে, এ-কথাও বেশ ভালো করে রসায়ন মিলিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল হাইকমান্ডকে। আর মহাজোটের দরুন হাইলাকান্দিতে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি একেবারেই তলানিতে এসে ঠেকেছে বলেও স্পষ্ট জানান ওই শীর্ষ নেতা।

বিষয়টি বিলক্ষণ বুঝতে পেরে নির্বাচন শেষ হওয়ার চার মাস পর পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছেন হাইকমান্ড, মনে করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই শীর্ষ নেতা। আর মহাজোট থেকে কংগ্রেস বেরিয়ে আসার খবরে এখানকার দলীয় কর্মীরা উৎফুল্লিত বলে জানিয়ে ওই শীর্ষ নেতা বলেছেন, তবে পর্যবেক্ষক দ্বীজেন শর্মা দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে কংগ্রেস কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার যে আলোচনায় বসবেন, সেখানে মহাজোট ভঙ্গ হওয়ার পর পরবর্তী স্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এছাড়া দুদিনের সফরে দলকে গণমুখী করতে সাংগঠনিক শক্তি কীভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে ক্লাশ নেবেন পর্যবেক্ষক দ্বীজেন। তবে দলকে চাঙ্গা করতে নয়া পদ সৃষ্টি করা ও জেলা কমিটি পুনর্গঠন করার ব্যাপারে পরামর্শও পর্যবেক্ষককে দেওয়া হতে পারে হাইলাকান্দি কংগ্রেস পক্ষ থেকে, এ-কথাও শুনিয়েছেন ওই শীর্ষ নেতাটি।

অসম মটর শ্রমিক ফেড আহূত মঙ্গলবারের চাকা বনধ-কে সমর্থন 'হাফলং টাটা মোবাইল অ্যাসো'-র, না 'অটোরিকশা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর

হাফলং (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : ২৬ আগস্ট ডিমা হাসাও জেলার দিয়ুংমুখ থানার অন্তর্গত রেঞ্জারবিল অঞ্চলে সন্দেহভাজন জঙ্গিরা অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে পাঁচ লরি চালকে গুলি করে হত্যা করে কয়লা বোঝাই পাঁচটি লরি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ওই ঘটনার প্রতিবাদে এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ৫-টা থেকে বুধবার সকাল ৫-টা পর্যন্ত সারা অসম মটর শ্রমিক ফেডারেশন ২৪ ঘণ্টার চাকা বনধের ডাক দিয়েছে। এই বনধকে সমর্থন জানিয়ে হাফলং টাটা মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন শামিল হওয়ার কথা জানিয়েছে। তবে হাফলং অটো রিকশা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আগামীকালের চাকা বনধে শামিল হবে না বলে ঘোষণা করেছে।

হাফলং অটো রিকশা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কর চক্রবর্তী জানিয়েছেন, মঙ্গলবারের চাকা বনধ সম্পর্কে সারা অসম মটর শ্রমিক ফেডারেশনের কাছ থেকে তাঁরা কোনও ধরনের পত্র পাননি। তাই হাফলং অটো রিকশা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন মঙ্গলবারের চাকা বনধে শামিল হবে না।

এদিকে ২৬ আগস্ট রেঞ্জারবিলে নিরীহ পাঁচ ট্রাক চালকের নির্মম হত্যাকাণ্ড ডিমাসা মাদারস অ্যাসোসিয়েশন তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। আজ সোমবার হাফলঙে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে দিয়ুংমুখের ঘটনাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়ে সবাইকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন ডিমাসা মাদারস অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ড় লীনা হাকামুকসা, সাধারণ সম্পাদক মাইফল কেম্প্রাই ও পুরবী ফংলো বডো। হিন্দুস্থান সমাচার / নিরুপম / সমীপ

বন্যার কবলে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে করবি পাহাড়ে ছুটছে প্রাণীকুল

কাজিরঙা (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকা বন্যার জলে ভাসছে। কিছু কিছু জীবজন্তু উদ্যানের নির্মিত হাইল্যান্ডে আশ্রয় নিলেও বহু হাতি, হরিণ ইত্যাদি পশুসম্পদ সংলগ্ন ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং পার্শবর্তী কারবি পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। চোরাশিকারি প্রতিরোধী ফরেস্ট ক্যাম্পের ৩০টি ইতিমধ্যে বন্যার জলে ডুবে গেছে। যন্ত্রচালিত এবং ডিঙি নৌকার সাহায্যে বনকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীরা উদ্যানে জীবজন্তু ও চোরাশিকারির ওপর নজর রাখছেন। এই খবর দিয়েছেন উদ্যানের অধিকর্তা।

ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় চলতি বছরের দ্বিতীয় বন্যার কবলে পড়েছে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান। বন্যায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে উদ্যানের কঁহরা, বাগরি, বুঢ়াপাহার এবং আগরাতলি বনাঞ্চলের ফরেস্ট ক্যাম্প। ব্রহ্মপুত্র নদের জলস্তরের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছেন উদ্যান কর্তৃপক্ষ। কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

এদিকে, বন্যাক্রান্ত একাংশ বন্যপ্রাণী ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অতিক্রম করে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে কারবি পাহাড়ের দিকে ছুটছে। বন্যজন্তুর দৌড়ঝাঁপের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজিরঙা লাগোয়া ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে টাইম কার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু একাংশ যানবাহন টাইম কার্ড উপেক্ষা করায় গতকাল কাজিরঙার পূর্ব হলধিবাড়ির ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অজ্ঞাত কোনও গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে একটি বন্যজন্তুর।

শিলচরে মৃদুলা ভট্টাচার্যের 'শব্দমন্দ্রিত দর্পণ' কবিতা সংকলন উন্মোচিত

শিলচর (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : শিলচর প্রেস ক্লাবে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবি মৃদুলা ভট্টাচার্যের 'শব্দমন্দ্রিত দর্পণ' কবিতা সংকলনের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করা হয়েছে আজ। 'শব্দমন্দ্রিত দর্পণ' কবিতা সংকলনের উন্মোচন করেন কবি-সাংবাদিক মহুয়া চৌধুরী, কবি ঝুমুর পাণ্ডে, কবি সুশান্ত ভট্টাচার্য, রাধামাধব কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড় কালিপদ দাস, কবি শতদল আচার্য, জয়শ্রী ভট্টাচার্য, স্নিগ্ধা নাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে কবি মৃদুলা ভট্টাচার্য বলেন, সৃজনশীল চেতনার তাগিদে ২০১৮ সাল থেকে কল্পনা জগতের বাইরে ও ভিতরে সংঘটিত বহু জীবন কাহিনির চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এই কবিতা সংকলন গ্রন্থে। বলেন, 'শব্দমন্দ্রিত দর্পণ' গ্রন্থটি অনেক আগে প্রকাশ করা ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অতিমারি করোনার প্রাদুর্ভাবের পাশাপাশি গত ২৫ ডিসেম্বর নিজের জন্মদাত্রীকে হারানোর বেদনা এবং নানা সুখ, শোক-দুঃখ ও বিষণ্ণতার জন্য যথাসময়ে প্রকাশনা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। বিষণ্ণতার মধ্য দিয়েই নিজের প্রকাশিত ষষ্ঠ গ্রন্থটি সদ্য প্রয়াত মাতৃদেবীর স্মৃতিতে উৎসর্গ করেছেন কবি মৃদুলা ভট্টাচার্য।

প্রবীণ কবি-সাংবাদিক মহুয়া চৌধুরী বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মৃদুলা ভট্টাচার্যের কবিস্বত্তার উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, কোনও বই, বিশেষ করে কবিতা সংকলনে কবির অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও গভীর অনুভব প্রকাশ হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ভাবধারার আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। এছাড়া মৃদুলা ভট্টাচার্যের প্রতিটি কবিতা রচনায় শব্দ চয়ন অর্থাৎ শব্দের কারিগরি তথা 'শব্দমন্দ্রিত দর্পণ' নামকরণের বিশেষ আকর্ষণ কাড়বে পাঠকদের। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে জন্মগ্রহণকারী কবি মৃদুলা ভট্টাচার্যকে শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে আগামীদিনে প্রত্যেক জন্মদিনের শুভক্ষণে নতুন নতুন কবিতা সংকলন প্রকাশনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন মহুয়া চৌধুরী।

এছাড়া কবি মৃদুলা ভট্টাচার্যের রচিত কবিতা পুস্তক সমূহের বিস্তৃত আলোচনা করেন কবি সুশান্ত ভট্টাচার্য, কবি ঝুমুর পাণ্ডে, সহকারী অধ্যাপক ড় কালীপদ দাস, কবি শতদল আচার্য, জয়শ্রী ভট্টাচার্য, স্নিগ্ধা নাথ প্রমুখ। গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক রাহুলকান্তি দেব।

জুনায়েদ বাবুনগরীর মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা চিনা টিকা নিতেই এসেছিল ভীষণ জ্বর

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৩০ আগস্ট (হি.স): ভারত থেকে বাংলাদেশে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনার টিকা (কোভিশিল্ড) সরবরাহের পর থেকেই বিভিন্ন বিতর্কিত মন্তব্য করে আসছিলেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর আমীর জুনায়েদ বাবুনগরী-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতারা। বিতর্কিত মন্তব্য করে তিনি বলেছিলেন, করোনার টিকার নামে ভারত গঙ্গার জল সরবরাহ করছে। একইসঙ্গে তিনি জনগণকে মাস্ক পরতেও নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'কওমি মাদ্রাসায় কখনও করোনা আসবে না'। এখানেই শেষ নয়, বাংলাদেশের কট্টর ইসলাপন্থী নেতারা বলেছিলেন-ভারতীয় টিকা নেওয়ার পর অনেকের জ্বর-সহ মারত্মক পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। যদিও, বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ায় হেফাজতের অনেক নেতাই টিকা নিয়েছেন গোপনে। গত ৮ আগস্টই বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গাড়িতে বসেই চিনের তৈরি সিনোফার্মের টিকা নেন জুনায়েদ বাবুনগরী। কিন্তু, টিকা নেওয়ার পর সেই দিনই তাঁর শরীরে জ্বর আসে।

বহুভাষী সংবাদ সংস্থা "হিন্দুস্থান সমাচার-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি কিশোর সরকারকে এমনটাই জানিয়েছেন হাটহাজারী মাদ্রাসার মুখপাত্র তথা হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর প্রাক্তন যুগ্ম মহাসচিব হাফেজ মাঈনুদ্দীন রুহী। তিনি বলেন, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বেটিস, কিডনি সমস্যা-সহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশে-এর আমীর বাবুনগরী। টিকা নেওয়ার পর ৮ আগস্টই তাঁর জ্বর আসে। কিন্তু, সেই জ্বর মাঝে মধ্যে কমলেও গত ১৮ আগস্ট তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। পরবর্তী দিন তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর প্রাক্তন যুগ্ম মহাসচিব হাফেজ মাঈনুদ্দীন রুহী বলেছেন, টিকা নেওয়ার পরই তাঁর জ্বর আসে, তবে টিকার পার্শপ্রতিক্রিয়া কি-না, তা বলা যাবে না। চিকিৎসক বলেছেন স্টোক হয়েছিল। মাঈনুদ্দীন রুহী বলেন, টিকার পার্শপ্রতিক্রিয়া না-কি হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। সরকারের কাছে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ জুলাই বাবুনগরী টিকার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। তাঁকে চিনের তৈরি সিনোফার্মের টিকা দেওয়া হয়েছে। এর আগে বিভিন্ন আলোচনায় তিনি দাবি করেছিলেন, মাদ্রাসায় করোনা আসবে না। চলতি বছরের গত ১১ এপ্রিল চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসায় জুনায়েদ বাবুনগরী বলেছিলেন, যেখানে কুরআন-হাদিস পাঠ করা হয়, যেখানে হেফজখানায় ছাত্ররা কুরআন পাঠ করে, সেখানে করোনা আসবে না। এছাড়া গত ৩০ জুলাই এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, করোনা মহামারির দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে সবার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, সব প্রকার অন্যায়, জুলুম ও পাপাচার থেকে বিরত হয়ে ভবিষ্যতে আর কখনও এ সব না করার সংকল্প নিয়ে তওবা করে আল্লাহমুখী হয়ে যাওয়া। করোনা থেকে দূরে থাকতে হলে কী করতে হবে, তার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, বেশি বেশি তওবা, ইসতিগফার, নফল নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত ও জিকিরে থাকতে হবে। ঠিকমতো নামাজ-রোজা করলে মুসলমানদের করোনা হবে না, বারবার এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন তিনি। অথচ তাঁর মৃত্যু নিয়েই তৈরি হল ধোঁয়াশা।

মৃত্যুবার্ষিকীতেই খুলে দেওয়া হচ্ছে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জঙ্গিপুরের বাড়ির সংগ্রহশালা

ফরাক্কা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): কথা রাখলেন অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতেই সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জঙ্গিপুরের বাড়ির সংগ্রহশালা।৩১ আগস্ট প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন। মঙ্গলবার তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। এদিনই জঙ্গিপুরের বাড়িতে স্মরণসভার আয়োজন করেছেন প্রণবপুত্র। হাজির থাকবেন প্রণববাবুর পরিচিতরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু করোনাবিধি থাকায় তাঁরা আসছেন না বলে খবর। অভিজিৎবাবুর কথায়, "যাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে পারিনি তাঁরা চাইলেও আসতে পারেন।"

জীবনের একটা অংশ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে কাটিয়েছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় । মৃত্যুর পর সেই বাড়ির একটি অংশে সংগ্রহশালা তৈরির কথা জানিয়েছিলেন ছেলে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। জঙ্গিপুরের বাড়িটি দু'তলা। সেই বাড়ির একতলায় গড়ে তোলা হয়েছে সংগ্রহশালাটি। সেখানে রয়েছে প্রণববাবুর ব্যবহৃত সমস্ত সামগ্রী। পোশাক, পেন, বই থাকছে সেই সংগ্রহশালায়। দিল্লি ও কলকাতা থেকে সেই সমস্ত সামগ্রী মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রণববাবুর সমস্ত বই থাকছে সংগ্রহশালায়। থাকছে তাঁর ব্যবহৃত আসবাবপত্রও। এখনও বেশকিছু আসবাব আনার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন অভিজিৎবাবু।

বিজেপির মোকাবিলা করতে কংগ্রেস ও বাম এবং অন্যান্য অকংগ্রেসি দলগুলিকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল ইউপিএ। সেই জোটের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধী ও সীতারাম ইয়াচুরিকে পাশে বসিয়ে এনডিওর বিকল্প জোট ইউপিএ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। যে চেয়্যারে বসে তিনি জোট ঘোষণা করেছিলেন সেই কুরসিটিও দিল্লি থেকে ইতিমধ্যে জঙ্গিপুর ভবনে তা আনা হয়েছে। শুধু সেই কুরসিই নয়, প্রণববাবুর জীবনের বিভিন্ন বিশেষ মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা আসবাব, পোশাক, বই কিংবা পেন, জায়গা করে নিচ্ছে এই সংগ্রহশালায়। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

পুলিশের ভয় দেখিয়ে বদলবদল করানো হয়েছে বিজেপি বিধায়ককের তৃণমূল যোগে অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): সোমবার কলকাতার একটি হোটেলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে শাসকদলে যোগ দেন বিষ্ণপুরের বিজেপি বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। বিষ্ণপুরের বিজেপি বিধায়কের তৃণমূলে যোগ দেওয়া নিয়ে শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশের ভয় দেখিয়ে বদলবদল করানো হয়েছে বিজেপি বিধায়ককে।

ভোট ঘোষণার পরেই ৫ মার্চ বিজেপি-তে যোগ দেন তন্ময়। ৬ তারিখে তাঁকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয় বিজেপি। সেই তন্ময়ের দলবদল নিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, "আমি তন্ময় ঘোষকে চিঠি দেব। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য। আমি জানি তিনি কোনও উত্তর দিতে পারবেন না। তিনি অপেক্ষা করছিলেন। মুকুল রায়ের দলত্যাগ ও পিএসি চেয়ারম্যান পদ নিয়ে যে মামলাটি চলছে তার গতিপ্রকৃতি দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন ভেবেছিলেন।" শুভেন্দু আরও বলেন, "কিন্তু তিনি তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ এখানকার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। জন্মাষ্টমীর দিন তড়িঘড়ি গিয়ে তিনি যোগ দিয়েছেন কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ তাঁকে ভয় দেখিয়েছে তোমাকেও এ বার যেতে হবে। তাই তড়িঘড়ি গিয়ে যোগদান করেছেন।"

বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, গত ২ মে-র পর থেকে দলের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখেননি তন্ময়। যোগ দেননি কোনও দলীয় কর্মসূচিতেও। শুভেন্দুর অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদল গত ১০ বছরে মুকুল রায়-সহ ৫০ জন বিধায়ককে দলবদল করিয়েছে। যে ভাবে মুকুলের দলত্যাগ নিয়ে বিধানসভার স্পিকারের কাছে অভিযোগ করেছে বিজেপি পরিষদীয় দল, সে ভাবে আগামী সোমবার তন্ময়কে নিয়েও অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। মুকুলের মত তন্ময়ের ক্ষেত্রেও অপেক্ষা করতে নারাজ তিনি। সুবিচার না পেলে আদালতে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছেন শুভেন্দু। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ভারতে করোনা-মুক্ত ৩.১৯ কোটির বেশি, ৩৮০ বেড়ে মৃত্যু ৪.৩৮-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-সংক্রমণের হার, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা আপাতত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ৯০৯ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৩৮০ জনের। রবিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৪,৭৬৩ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৫১ শতাংশে পৌঁছেছে। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৭৬,৩২৪ জন (১.১৫ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৭,৭৬৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৪,১৯,৯৯০।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪২,৯০৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৩৯ জন। ভারতে ৬৩.৪৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৩,৪৩,৮১,৩৫৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৩১,১৪,৬৯৬ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৮০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩৮,২১০ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের বাড়ল, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৪,৭৬৩ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১৯,২৩,৪০৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৫১ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬৩ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৫৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

প্রতি রবিবারের মতো এই রবিবারও অনেকটাই কমে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মাত্র ৩১.১৪-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৩,৪৩,৮১,৩৫৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৩১,১৪,৬৯৬ জনকে। ভারতে ৫২.০১-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৯ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৪,১৯,৯৯০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫২,০১,৪৬,৫২৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৪,১৯,৯৯০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ৯০৯ জন।

কাবুল বিমানবন্দরে ৫টি রকেট হামলা, আকাশেই ধ্বংস করল মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম

কাবুল, ৩০ আগস্ট (হি.স.): কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রকেট হামলা চালাল সন্ত্রাসীরা। এক-দু’’টি নয়, সোমবার ৫টি রকেট হামলা চালানো হয় কাবুলের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। তবে, রকেটগুলিকে আকাশেই ধ্বংস করেছে বিমানবন্দরের মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম। আমেরিকা যখন আফগানিস্তান থেকে উদ্ধার অভিযান একেবারে শেষ করার পথে, এমন সময় রকেট হামলা চালানো হল।

সন্ত্রাসীরা হামলা চালাতে পারে, এমন আশঙ্কার কথা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাঁর কথাই সত্য হল। সোমবার সকালে কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লক্ষ্য করে উড়ে আসে পাঁচটি রকেট। বিমানবন্দরের বিশেষ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম অবশ্য রকেটগুলিকে ধ্বংস করতে পেরেছে। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত এই ঘটনায় বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবরও পাওয়া যায়নি। তবে হামলার নেপথ্যে আইএস খোরাসান-এর জঙ্গিরাই রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে আমেরিকা। হামিদ কারজাই বিমানবন্দরের কাছে কাবুলের লাব-এ জার স্কোয়্যারের একটি গাড়ি থেকে রকেটগুলি ছোড়া হয়। সকাল ৬.৪০ মিনিট নাগাদ রকেটগুলি ছোড়া হয়। হোয়াইট হাউসও রকেট হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ বিষয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকেও অবগত করা হয়েছে।

কৃষকদের মনের কথাও শুনতে পারে না সরকার : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ৩০ আগস্ট (হি.স.): হরিয়ানার কারনালে কৃষকদের উপর লাঠিচার্জের ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। সঞ্জয় রাউতের মতে, ‘কৃষকদের উপর হামলা দেশের কাছে লজ্জাজনক ঘটনা। অনেকটা তালিবানি মানসিকতার মতো।’ সরকার কৃষকদের মনের কথা শুনতে পারে না বলেও খোঁচা দিয়েছেন রাউত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুঞ্চে অনুপ্রবেশ প্রবেশ ব্যর্থ করে জঙ্গি নিকেশ, উদ্ধার একটি একে-৪৭ রাইফেল

জম্মু, ৩০ আগস্ট (হি.স.): নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল সন্ত্রাসীরা। কিন্তু, সন্ত্রাসবাদীদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে ভারতীয় সেনার গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। ওই জঙ্গির মৃতদেহের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি একে-৪৭ রাইফেল।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেবেন্দ্র আনন্দ জানিয়েছেন, সোমবার ভোররাতে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে পুঞ্চ সেক্টরে অনুপ্রবেশের সময় নিকেশ করা হয়েছে একজন জঙ্গিকে। উদ্ধার হয়েছে একে-৪৭ রাইফেল। সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসতেই সেনাবাহিনী গুলি চালায়, তাতেই ওই জঙ্গি নিকেশ হয়েছে।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসের সমাপ্তি হবেই, শক্তি হারিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): কাশ্মীরে সন্ত্রাসের সমাপ্তি হবেই, অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মতে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ ও ৩৫ এ ধারার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনী সেখানে যে শক্তি অর্জন করেছিল তা এখন শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রয়াত বলরামজি দাস ট্যান্ডন বক্তৃতা সিরিজের অধীনে ’’জাতীয় সুরক্ষা’’ বিষয়ে সোমবার ভার্চুয়ালি বক্তৃতা রাখেন রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, ’আমার বিশ্বাস কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের সমাপ্তি হবেই। আমার এই বিশ্বাস আছে, তার কারণ ৩৭০ অনুচ্ছেদ ও ৩৫ এ ধারার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনী সেখানে যে শক্তি অর্জন করেছিল তা এখন শেষ হয়ে গিয়েছে।’ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, ’ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে অনেক ভারত-বিরোধী শক্তি সীমান্তে অথবা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অস্থিতিশীলতার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের ভূখণ্ড থেকেই ব্যাপক প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।’

ফেব্রুয়ারি মাসের সংঘর্ষ-বিরতি চুক্তি প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, ’ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সাম্প্রতিক চুক্তির পর থেকে এযাবৎ সংঘর্ষ-বিরতির কোনও ঘটনা ঘটেনি সীমান্তে।’ লাদাখ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট সম্পর্কে রাজনাথ বলেছেন, ’লাদাখ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্টের কাজ চলছে। এই সমস্ত প্রোজেক্ট শুধুমাত্র অবকাঠামোগত প্রোজেক্ট নয় বরং জাতীয় নিরাপত্তা গ্রিডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।’ গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের প্রসঙ্গ টেনে এনে রাজনাথ সিং বলেছেন, ’গালওয়ান উপত্যকার ঘটনার এক-বছর হয়ে গেল। ভারতীয় সেনাবাহিনী যে সাহসিকতা, বীরত্ব ও সংযম দেখিয়েছে, তা অতুলনীয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সেই সমস্ত সাহসী সৈনিকদের নিয়ে গর্ববোধ করবে।’

রহিমপুরবাজারে বিজেপির মিছিল ও সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ আগস্ট।। ভারতীয় জনতা পার্টি বক্সনগর মন্ডল কমিটির ডাকে রহিমপুর বাজারে এক বিশাল মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান তথা সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য প্রভারী জসীম উদ্দীন, বিজেপি সিপাহীজলা জেলা দক্ষিণ অংশের সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য, বিজেপি সিপাহীজলা জেলা দক্ষিণ অংশের সহ সভাপতি তপফাজ্জল হোসেন, বিজেপি বক্সনগর মন্ডল কমিটির সভাপতি সুভাষ চন্দ্র সাহা, মন্ডল সহ সভাপতি শ্যামল কান্তি দাস, সংখ্যালঘু মোর্চার বক্সনগর মন্ডল সভাপতি নজরুল ইসলাম ও যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি জিমুল হক সহ অন্যনা নেতৃত্বরা। এই বাজার সভায় মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে,বক্তারা সিপিএম ও তৃনমূলের কুৎসা, অপপ্রচার বিশদভাবে আলোচনা করেন।

উত্তরাখণ্ডের পিথোরগড়ে ধসে মৃত্যু দু’জনের উদ্বেগ প্রকাশ পুষ্করের

দেহরাদূন, ৩০ আগস্ট (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের পিথোরগড় জেলায় ভূমিধসের কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে দু’জনের। এছাড়াও ৫ জন ধসের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন। তাঁদের উদ্ধারের কাজ চলছে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পিথোরগড় জেলার জুম্মা গ্রামের কাছে। দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। যে ৫ জন ধসের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন, ঈশ্বরের কাছে তাঁদের সুস্থতা কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার সকালে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি টুইট করে জানান, পিথোরগড় জেলার জুম্মা গ্রামের কাছে ভূমিধসের কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে দু’’জনের। এছাড়াও ৫ জন ধসের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন।

জেলাশাসককে উদ্ধারকাজে গতি আনার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। সেখানে যাঁরা চাপা পড়ে রয়েছেন, তাঁদের সুস্থতা কামনা করছি। পিথোরগড়ের জেলাশাসক আশিষ চৌহান জানিয়েছেন, জুম্মা গ্রামে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও এসএসবি-র টিম পৌঁছে গিয়েছে। তাঁরা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন।

তেলিয়ামুড়ায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ আগস্ট।। ত্রিপুরা যাদব মহাসভা ও তেলিয়ামুড়া দুগ্ধ ব্যাবসায়ী সমিতির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া তেলিয়ামুড়া বাজারের ধান বাজার শেডঘরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব শুরু হলো সোমবার থেকে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি কে মান্যতা দিয়ে। বিগত ১৫ বছর যাবত এই উৎসব তেলিয়ামুড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু গত বছর করোনা মহামারীর কারণে এই জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন করা সম্ভবপর হয়নি।

জন্মাষ্টমী উৎসব মূলত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ইতিকথা সাধারণ মানুষ জনের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে এই উৎসব করা হয়ে থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছোটবেলায় বিভিন্ন অবতারের রূপ এই জন্মাষ্টমী উৎসবের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়ে থাকে। এবছর তেলিয়ামুড়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাঁচ (৫) টি রূপ তুলে ধরা হয়েছে। তবে অন্যান্য বছর এর থেকে বেশি জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করা হয়ে থাকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব।

হাসপাতালে অনুমতি না পেয়ে সব্জি ক্ষেতে রক্তদান শিবির করল বামপন্থী যুব সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ আগস্ট।। রক্ত দান জীবন দান।এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বামপন্থী যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও টি ওয়াই এফের যৌথ উদ্যোগে অনেক দিনের প্রস্তুতি নিয়ে আজ এই রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হয় উদয়পুর মহারানি হীরাপুর এলাকায়। হীরাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই রক্ত দান শিবিরের জন্য গোমতি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নীরুমোহন জমাতিয়ার নিকট আবেদন করলেও আবেদন নাকচ হয়ে যায়। পরবর্তীতে নিকটবর্তী সব্জি খেতে এই শিবির করা হয় বলে অভিযোগ করেন সিপিএম গোমতি জেলা সম্পাদক মাধব সাহা। বি এস এফ মহারানি স্থিত ব্যাটেলিয়নের সহযোগিতায় আজ চল্লিশ ইউনিট রক্ত দান হয় বলে জানিয়েছেন সিপিএম গোমতি জেলা সম্পাদক মাধব সাহা। এই রক্ত দান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দেবল ধর, ওয়াজ উদ্দিন, শুভ চক্রবর্তী ও মাধব সাহা।এই রক্ত দান শিবিরও দুর্বৃত্তরা বাঞ্চাল করার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন সিপিএম গোমতি জেলা সম্পাদক মাধব সাহা।

বিরল প্রজাতির পেঁচা উদ্ধার তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। এক পশুপ্রেমী যুবক নিজের টাকা বিনিময় বিরল প্রজাতির পেঁচা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের হাতে তুলে দেয়। ঘটনা সোমবার তেলিয়ামুড়া হাট বারের দিনে তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তর কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায়, এক উপজাতি ব্যাক্তি মুঙ্গিয়াকামী এলাকার কোন এক রিয়াং পাড়া থেকে বার্ন আওয়েল নামের একটি বিরল প্রজাতির পেঁচা ১৫০ টাকার বিনিময়ে কিনে তার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল পেঁচাটিকে প্রতিপালন করার উদ্দেশ্যে। এমন সময় পশুপ্রেমী ওই যুবক হঠাৎ প্রত্যক্ষ করে যে এক উপজাতি ব্যাক্তি খাঁচার মধ্যে বন্দী করে কোন একটা কিছু নিয়ে যাচ্ছে। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্বরূপ রায় ওই উপজাতি ব্যাক্তিকে তেলিয়ামুড়া বাজার থেকে পিছু পিছু তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তর কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় আসে। তখন ওই ব্যাক্তিকে জিজ্ঞেস করতেই জৈনক ওই ব্যাক্তি জানায়, সে ১৫০ টাকার বিনিময়ে রিয়াং পাড়া থেকে এই বিরল প্রজাতির পেঁচাটিকে কিনে নিয়ে এসেছে। তখন ওই ব্যাক্তির কাছ থেকে ২০০ টাকার বিনিময়ে এই বিরল প্রজাতির পেঁচাটিকে কিনে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরে খবর দেয়। তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে এই বিরল প্রজাতির পেঁচাটিকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর কার্যালয়ে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের এক ফরেস্টার জানান, এই প্রজাতির পেঁচা টির নাম বার্ন আওয়েল। এটি মূলত ত্রিপুরা রাজ্যে বিরল প্রজাতির। ত্রিপুরাতে এই ধরনের পেঁচা খুব কমই দেখা যায়। বিগত কয়েক দশক পূর্বে এই ধরনের পেঁচা দেখা যেত আঠারমুড়া পাহাড়ে।

পারিবারিক

● প্রথম পাতার পর

তাদের দুজনকে রাতেই আশংকাজনক অবস্থায় পাঠিয়ে দেয় আগরতলার জিবি হাসপাতালে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আজ শপথ

● প্রথম পাতার পর

বিদ্রোহী শিবিরে ফাটল ধরানোকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে রামপ্রসাদ পাল এবং সুশান্ত চৌধুরীর মন্ত্রিসভায় ঠাই দিয়ে বিদ্রোহী শিবিরে সামান্য হলেও ফাটল ধরাতে পারবেন তিনি, এমনটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

যান। সকাল ১১টা থেকে ওই অবরোধ শুরু হয়ে প্রায় চার ঘন্টা স্থায়ী ছিল। অবশেষে প্রশাসনের মধ্যস্ততায় অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন স্থানীয় জনগণ। স্থির হয়েছে, প্রশাসনের উপস্থিতিতে আগামীকাল বিএমএস নেতাদের সাথে চাম্পাহাওড় এলাকার বাসিন্দাদের বৈঠক হবে। ওই বৈঠকে সুমন দেববর্মার আক্রান্তের ঘটনা নিয়ে আলোচনা হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তাতে ত্রিপুরার জিডিপি যেমন বাড়বে তেমনি মহিলারাও আর্থিকভাবে শক্তিশালী হবেন যা দেশের প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য। তিনি বলেন, ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও প্রধানমন্ত্রী চান রাজ্যের ডিজিপি বৃদ্ধিতে মহিলাদের বড় অবদান থাকুক। এজন্য তাদের ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান, রিভলভিং ফান্ড সহ বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আরও জানান, ডিজিটাল ইন্ডিয়া ল্যান্ড রেকর্ডস মর্ডানাইজেশন প্রোগ্রামে রাজ্যে ৮৯৭টি রাজস্ব গ্রামে কম্পিউটারাইজেশন করা হয়েছে। তাতে মোট ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬৮৭টি কম্পিউটারাইজড জমির তথ্যকে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ৫ হাজার ৩১২টি ম্যাপসিটকে ডিজিটাইজড করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের মোট ২৩টি সাব রেজিস্ট্রি অফিসের সবগুলিকে ডিজিটাইজেশন করা হয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয়মন্ত্রী আরও জানান, ওয়াটার শেড প্রকল্পে রাজ্যে ৬৫টি প্রকল্পে ২ লক্ষ ১৩ হাজার হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ চলছে। এরমধ্যে ২০২০-২১ পর্যন্ত মোট ৩১টি প্রকল্পে ১ লক্ষ ৬২ হাজার হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বাকি জমিগুলিকে ২০২১ সালের মধ্যেই সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে বলে তিনি জানান। সাথে তিনি যোগ করেন, জল জীবন মিশন প্রকল্পে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে টেপের মাধ্যমে পানীয়জল প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রশংসনীয় কাজ করছে। ২০১৭-১৮ পর্যন্ত রাজ্যে যেখানে ১২,৭৯৬টি পরিবারে টেপের মাধ্যমে পানীয়জল প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ২১৮টি পরিবারে টেপের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বাকি পরিবারগুলিতে আগামী ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পানীয়জলের সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে।

তিনি আরও জানান, রেগা প্রকল্প রূপায়ণেও বর্তমান রাজ্য সরকার ভালো কাজ করছে। বিগত সরকারের সময়ে যেখানে রাজ্যে মাত্র গড়ে ৩৪ শ্রমদিবসের কাজ হত সেখানে বর্তমানে গড়ে ৭৫ শ্রমদিবসের কাজ হচ্ছে। শুধু তাই নয় শ্রমদিবসের টাকা ৯৯ শতাংশ ডিবিটি’র মাধ্যমে শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হচ্ছে। বিগত সরকারের সময়ে ডিবিটি ব্যবস্থা ছিলনা বলা চলে। বর্তমান রাজ্য সরকার শুধু ডিবিটি’র মাধ্যমে পেমেন্ট করছে না, রেগায় প্রতিটি কাজের জিও ট্যাগিংও করা হচ্ছে। তিনি জানান, করোনা অতিমারীর সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য সুরক্ষা আইনে গরিব পরিবারগুলিকে মাথাপিছু ৫ কেজি করে চাল দিচ্ছে। ২০২০ সালের মে মাস থেকে শুরু করে ২০২১ সালের মাঝের কিছু মাস বাদ দিয়ে আগামী নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত এই চাল প্রদান করা হবে। এছাড়াও তিনি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাজ্যের অগ্রগতির বিষয় তুলে ধরেন।

পালিত

● আটের পাতার পর

কমিটির সদস্য ননিগোপাল দেবনাথ,রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের উত্তর জেলার শারীরিক প্রমুখ বিমল পুরকায়স্ত, কদমতলা খন্ডের সঞ্চালক করুণা নাথ ও অনির্বাণ সোম প্রমুখরা। উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ২৯ আগষ্ট ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।তাছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মূল্য উদ্দেশ্য হলো হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা।হিন্দুদের একজোট করা সহ সমাজের সেবা করা। অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরো বলেন, হিন্দুত্বের মধ্যে ভেদাভেদ করলে চলবে না। হিন্দু ধর্ম হচ্ছে মানবতার ধর্ম। সমস্ত জাতিকে নিয়ে চলার নাম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। আর কোন ধর্মে সেই স্লোগান নেই। অতিথিরা আরো বলেন, হিন্দু ধর্ম অসহিষ্ণুতার প্রতীক নয়, এটা সহিষ্ণুতার প্রতীক। আজকের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে চুরাইবাড়ি এলাকার হিন্দু ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।

উদয়পুর

● প্রথম পাতার পর

অঞ্জন দে (৩৫)। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছে পালাটানা এলাকার যুবক বিশ্বজিৎ মজুমদার(২২)।প্রথমে আহত অবস্থায় দুজনকে কাকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্মরত চিকিৎসক গায়েত্রী দেবনাথ

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর অঞ্জন দে (৩৫)কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর আহত বিশ্বজিৎ মজুমদার(২২)কে তড়িঘড়ি উন্নত চিকিৎসার জন্য গোমতী জেলা হাসপাতলে স্থানান্তর করে দেন।পরবর্তীতে নিহত অঞ্জন দের মরদেহ কাঁকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসা হয়।ময়না তদন্ত করার পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হয়। বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে একজনের মৃত্যু এবং অপরজন গুরুতর জখম হওয়ার খবর পেয়েই কাকড়াবন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।অপর দিকে অঞ্জন দের মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে গোটা পরিবারের লোকজনরা। শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা জামজুড়ি এলাকায়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে মৃত শ্রমিকের পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং গুরুতর জখম শ্রমিকের চিকিৎসা যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ এর জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি উঠেছে।

কমান্ডার

● আটের পাতার পর

গোটা পরিবার সহ গ্রামবাসীরা। তুলামুড়া আউট পোষ্টের পুলিশ ঘাতক কমান্ডার গাড়িটি চালক সহ আটক করতে সমর্থ হয়। উত্তম ঘোষের ছেলে উৎপল ঘোষ কাকড়াবন থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নং ৬০/২১। ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে ২৭৯,৩০৪(এ)আই পি সি এবং মোটর ভেহিক্যাল আইনের ১৮৪ ধারা। উত্তম ঘোষের মৃত্যুতে গোটা তুলামুড়া কাকড়াবন এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অবৈধভাবে

● প্রথম পাতার পর

কাশ্মীর থেকে ফিরে আসেন।

আব্দুল জলিল জানিয়েছেন, দালালের সাহায্যে অসমের বদরপুর পর্যন্ত এসেছেন তাঁরা। সেখান থেকে এক ব্যক্তির সহযোগে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ই-রিক্সায় ইয়াকুব নগর সীমান্তে পৌছে গিয়েছিলেন। কিন্তু, সীমান্তে টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা তাঁদের আটক করেন। বর্তমানে তাঁরা ধর্মনগর পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন। আগামীকাল তাঁদের আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

সকলে একত্রিত হয়ে বিদ্যুতের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আসাম আগরতলা ৮ নং জাতীয় সড়কের উপর টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ শুরু করেন। রবিবার বিকেল চারটা থেকে রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত চলে সানীয়দের পথ অবরোধ।টানা আট ঘন্টা পথ অবরোধের পর স্থানীয় বাগবাসা আউট পোস্টের পুলিশ প্রতিবাদকারী জনগণকে আশ্বস্ত করেন যে, বিদ্যুৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে। পুলিশের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে অবশেষে রাত বারোটা নাগাদ জাতীয় সড়ক অবরোধকারী জনগণ তাদের পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন। এদিকে উত্তেজিত অবরোধকারী জনগণ জানান, যদি পুলিশের আশ্বাস মত বিদ্যুৎ দপ্তরের এসডিও ঘটনাস্থলে এসে নোয়াগাঙ্গ এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধান না করেন,তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে উক্ত এলাকার জনগণ। অবরোধকারীরা আরো বলেন,পিছিয়ে পড়া নোয়াগাঙ্গ এলাকাতে বিদ্যুৎ দপ্তরের আউট গ্যাঙ্গ এবং বিদ্যুৎ দপ্তর এর স্থায়ী কর্মী মোতায়ন করুক সংশ্লিষ্ট দপ্তর। টানা আট ঘন্টা জাতীয় সড়ক অবরোধের ফলে অবরোধ সলের দুইপাশে পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী গাড়ির দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়। ফলে যাত্রী দুর্ভোগ দেখা দেয় চরমে।

ক্রীড়াঙ্গন

প্যারালিম্পিকে জ্যাভলিনে সোনা জিতলেন ভারতের সুমিত আন্তিল

প্যারালিম্পিকে জ্যাভলিনে সোনা জয়ী সুমিতকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

টোকিও, ৩০ আগস্ট (হি. স.) প্যারালিম্পিকে জ্যাভলিনে সোনা জিতলেন ভারতের সুমিত আন্তিল। এফ ৬৪ বিভাগে সোনা জিতে নিয়েছেন ভারতের এই প্যারালিম্পিয়ান। সোমবার ফাইনালে তিনবার বিশ্বরেকর্ড ভেঙে প্যারালিম্পিকে সোনা জিতলেন সুমিত অ্যান্টিল। সেই দুরন্ত জয়ের পর সুমিতকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

টুইটারে তিনি লিখেছেন, 'প্যারালিম্পিক্সে আমাদের অ্যাথলিটরা দারুণ খেলছেন। প্যারালিম্পিক্সে সুমিত অ্যান্টিলের রেকর্ড গড়া পারফরম্যান্সের জন্য পুরো দেশ গর্বিত। সোনার পদক জয়ের জন্য সুমিতকে অভিনন্দন। ভবিষ্যতের জন্য তোমায় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

টোকিও, ৩০ আগস্ট (হি. স.) প্যারালিম্পিকে জ্যাভলিনে সোনা জিতলেন ভারতের সুমিত আন্তিল। এফ ৬৪ বিভাগে সোনা জিতে নিয়েছেন ভারতের এই প্যারালিম্পিয়ান। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার প্যারালিম্পিকে সোনা জিতে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন তিনি। সোমবার ফাইনালে একটি বা দুটি নয়, তিনবার বিশ্বরেকর্ড ভেঙে প্যারালিম্পিকে সোনা জিতলেন সুমিত অ্যান্টিল।

সোমবার পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রোয়ের এফ-৬৪ বিভাগের ফাইনালে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন তিনি। টোকিয়োর যে স্টেডিয়ামে সপ্তাহখানেক আগে নীরজ চোপড়া সোনা জিতেছিলেন, সেই স্টেডিয়ামে সোমবার আগুন লাগিয়ে দেন সুমিত। এফ-৬৪ বিভাগের ফাইনালের প্রথম থ্রোয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন। ছোড়েন ৬৬.৯৫ মিটার। সেখানেই অবশ্য থামেননি সুমিত। দ্বিতীয় থ্রোয়ে সেই রেকর্ডও ভেঙে দেন। যা মিনিট কয়েক আগে গড়েছিলেন। এবার তাঁর বর্শা অতিক্রম করে ৬৮.০৮ মিটার। তৃতীয় এবং চতুর্থ থ্রোয়ে অবশ্য কিছুটা কম দূরত্ব অতিক্রম করে সুমিতের বর্শা (অবশ্যই সুমিতের নিরিখে)। সেই 'আক্ষেপ' যেন ফাইনালের শেষ থ্রোয়ে মিটিয়ে নেন সুমিত। তখন তিনি ৬৮.৫৫ মিটার ছুড়ে আরও একবার বিশ্বরেকর্ড ভাঙেন।

সোমবার সুমিত যে কতটা বিধ্বংসী ফর্মে ছিলেন, তা বাকি প্রতিযোগীদের তালিকা দেখেই আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। সুমিত যে প্রথম থ্রো করেছিলেন, সেটাই শেষপর্যন্ত সোনা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ রুপোজয়ী অস্ট্রেলিয়ান অ্যাথলিট মাইকাল বুরিয়ান ছুড়েছেন ৬৬.২৯ মিটার। আর ফাইনালে সুমিত সবথেকে কম ৬৫.২৭ মিটার ছুড়েছেন, সেটাও রুপোর জন্য যথেষ্ট ছিল।

প্যারালিম্পিকে জ্যাভলিনে পদক জয়ী দুই ভারতীয় তারকাকে কুর্নিশ জানালেন নীরজ

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : টোকিওতে প্যারালিম্পিকে জ্যাভলিনে রুপো জিতে আবারও একবার দেশের মান বাড়ালেন প্যারা অ্যাথলিট দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া। তাঁর সঙ্গে এদিন একই বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন সুন্দর সিং গুরাজারও। জ্যাভলিনের এই সাফল্যের পরে তাঁদের কুর্নিশ জানালেন টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোয়ে স্বর্ণপদক জিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করা নীরজ চোপড়া।

নিজের তৈরি বিশ্বরেকর্ড ভেঙে পুরুষদের স্ট্যান্ডিং জ্যাভলিন (এফ৪৬) বিভাগে সোমবারই (৩০ আগস্ট) রুপো জিতেছেন দেবেন্দ্র। ২০০৪ সালে এথেন্সে প্রথম সোনা জেতার ১৭ বছর আগে প্রথম সোনা জেতার পর রিওতেও পাঁচ বছর আগে সোনা জেতেন দেবেন্দ্র। টোকিওয় সোনা হাতছাড়া হলে রুপো জিতে আবারও ৪০ বছর বয়সী অ্যাথলিট আবারও নিজেকে সর্বকালের সেরাদের মধ্যে একজন প্রমাণিত করেছেন। দেবেন্দ্রর এই কৃতিত্বে বিস্মিত ও আপ্লুত গোটা দেশ। সেই তালিকায় সামিল খোদ নীরজও। তবে দেবেন্দ্র একা নন, একই বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন সুন্দর সিং গুরাজারও। দুই অ্যাথলিটকেই পদক জয়ের জন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নীরজ। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে নীরজ লেখেন, 'দেবেন্দ্র ভাই, আপনি আমদের সকলের জন্যই এক বিশাল অনুপ্রেরণা। আপনার তৃতীয় প্যারালিম্পিক পদক জয়ের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সুন্দর ভাইকেও ব্রোঞ্জ জয়ের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা।'

যোগেশকে অভিনন্দন মোদীর, মীনাদেবীরও ভূয়সী প্রশংসা

টোকিও, ৩০ আগস্ট (হি.স.): টোকিও প্যারালিম্পিক্সে ডিসকাস থ্রোয়ে রুপো জিতেছেন যোগেশ কাঠুনিয়া। টোকিওতে দেশের মাথা উঁচু করেছেন তিনি। এই সাফল্যের জন্য যোগেশকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি ছেলের সাফল্যে মায়ের যে অফুরন্ত প্রচেষ্টা রয়েছে, সে জন্য যোগেশের মায়ের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শুভেচ্ছা জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন যোগেশ।

৪৪.৩৮ মিটার ছুড়ে রুপো পেলেন (এফ ৫৬ ক্লাস) যোগেশ। রুপো জয়ের আনন্দে আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদেও ফেলেন যোগেশ। যোগেশ জানান, 'রুপোর পদক জিততে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত। সাই, প্যারালিম্পিক্স কমিটি অফ ইন্ডিয়া ও বিশেষ করে আমার মা-কে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমাকে সমর্থনের জন্য।' টিভি-র সামনে বসে টোকিও প্যারালিম্পিক্সে যোগেশকে রুপো জিততে দেখেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। যোগেশের রুপো জয়ের পর হরিয়ানার বাহাদুরগড়ে মিষ্টি বিতরণ শুরু হয়ে যায়। আনন্দে যোগেশের পরিবারের সদস্য, তাঁর বন্ধুবান্ধব নাচতে শুরু করেন। যোগেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছেলের সাফল্যে আনন্দিত যোগেশের মা মীনাদেবী জানিয়েছেন, 'রুপোর পদক আমার কাছে সোনার পদকের সমান। আমার আনন্দের কোনও সীমা নেই।'

অবনীর পারফরম্যান্সে মুগ্ধ মোদী, রাষ্ট্রপতি বললেন দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে দেশ উচ্ছ্বসিত!

নয়াদিল্লি ও টোকিও, ৩০ আগস্ট (হি.স.): টোকিও প্যারালিম্পিক্সে ইতিহাস তৈরি করে ভারতকে সোনার পদক এনে দিয়েছেন অবনী লেখারা। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শুটিংয়ে সোনা জিতলেন অবনী। অবনীর পারফরম্যান্সে মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি বললেন, অবনীর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে দেশ উচ্ছ্বসিত! প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে প্যারালিম্পিক্সে সোনা জিতলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ অভিনন্দন-বার্তায় জানিয়েছেন, 'ইতিহার রচনার জন্য ও প্যারালিম্পিক্সে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে সোনা জেতার জন্য অবনী লেখারাকে অভিনন্দন। আপনার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ভারত উচ্ছ্বসিত!' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে জানিয়েছেন, 'অভূতপূর্ব পারফরম্যান্স অবনী লেখারা! আপনার পরিশ্রম ও শুটিংয়ের প্রতি আবেগের জন্য এটি সম্ভব হয়েছে, কঠোর উপার্জন ও ভাল প্রাপ্য স্বর্ণ জেতার জন্য অভিনন্দন। ভারতীয় খেলাধুলার জন্য সত্যিই একটি বিশেষ মুহূর্ত। আপনার ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার জন্য শুভ কামনা রইল।' পাশাপাশি অবনীকে ফোন করেও শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময়, দেশ থেকে এত পরিমানে সমর্থন পাওয়ার জন্য খুশি প্রকাশ করেছেন অবনী।

দেবেন্দ্র ও সুন্দরকে অভিনন্দন মোদীর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন ক্রীড়াবিদদের জন্য দেশ গর্বিত

নয়াদিল্লি ও টোকিও, ৩০ আগস্ট (হি.স.): টোকিও প্যারালিমিক্সে জ্যাভলিন থ্রোয়ে পদক জিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া ও সুন্দর সিং গুরজার। টোকিও প্যারালিম্পিক্সে এফ ৪৫ বিভাগে জ্যাভলিন থ্রোয়ে রুপো জিতেছেন দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া। সুন্দর সিং গুরজার ব্রোঞ্জ এনেদিলেন ভারতকে। দেবেন্দ্র ও সুন্দরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেবেন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া! আমাদের অন্যতম অভিজ্ঞ ক্রীড়াবিদ রুপো পদক জিতেছেন।' সুন্দরকে জানানো অভিনন্দন-বার্তায় মোদী লেখেন, 'সুন্দর সিং গুরজারের ব্রোঞ্জ পদক জয়ে ভারত আনন্দিত।'

পদক জয়ের পর দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া ও সুন্দর সিং গুরজারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। দেবেন্দ্রর সমুদ্ধ প্রচেষ্টায় খুশি হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনি মহারানা প্রতাপপের ভূমি থেকে। প্রধানমন্ত্রী সুন্দরকে বললেন, 'আপনে সুন্দর কাম কর দিয়া'। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া ও সুন্দর সিংকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, 'দেশ একটি ঐতিহাসিক সকাল প্রত্যক্ষ করল ... আমাদের ক্রীড়াবিদদের জন্য গর্বিত 'জ্যাভলিন থ্রোয়ে রুপো জয়ী দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া টোকিও থেকেই বলেছেন, 'টোকিও আসার প্রাক্কালে আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য আমার পরিবার, কোচ ও বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীকে নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ। বাড়ি ফিরে মেয়ের সঙ্গে দেখা করব। আমার জন্য প্রার্থনা করায় কোটি কোটি দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।' জ্যাভলিন থ্রোয়ে ব্রোঞ্জ জয়ী সুন্দর সিং গুরজার বলেছেন, 'প্যারালিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পদক জিতে আমি আনন্দিত। ২০০৯-২০২১ সাল পর্যন্ত আমাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ায় আমার কোচ মহাবীর সাইনিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুপ্রাণিত করার জন্য আমার পরিবার, সাই, পিসিআই ও বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীকে নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

মেসির অভিষেক ম্যাচে জোড়া গোল করে পিএসজিকে জেতালেন এমবাপে

প্যারিস, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : মেসির অভিষেক ম্যাচে রেইমসের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে ম্যাচ জিতল পিএসজি। স্টাড ডে রেইমসের বিরুদ্ধে পিএসজি-এর হয়ে দুটি গোলই করেন কিলিয়ান এমবাপে। জল্পনা ছিলই, সেই জল্পনাই সত্যি করে রবিবার রাতে (ভারতীয় সময় অনুযায়ী সোমবার ভোররাতে) প্যারিস সাঁ-জাঁ জার্সিতে অভিষেক ঘটল লিওনেল মেসির। তবে মেসি ম্যাচ শুরু করেননি, বরং তাঁকে বেঞ্চেই রেখেছিলেন মাউরিসিও পচেত্তিনো। অপরদিকে, এমবাপের রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার বিষয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তবে তাঁর বিন্দুমাত্র লেশও নিজের খেলায় পড়তে দেননি তারকা ফরোয়ার্ড। ম্যাচের ১৬ মিনিটের মাথায় অ্যাঞ্জেল ডি'মারিয়ার ক্রস থেকে হেডে, প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন এমবাপেই। প্রথম থেকেই ম্যাচের রাশ ছিল প্যারিসের দলের হাতেই। তবে ম্যাচে বল দখলের লড়াইয়ে অনেকটাই এগিয়ে থাকায় দাপট দেখাতে দেখাতেই সামান্য মনোযোগ ভঙ্গ হয় পিএসজি তারকাদের। সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ম্যাচে ফিরে আসার আপ্রাণ চেষ্টা চালায় রেইমস। মরেটোর ক্যাসামার শট পিএসজি বারে লেগে ফিরে আসে। প্রথমার্ধে আর কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই কেইলর নাভাসকে পরাস্ত করে পিএসজির জালে বল জড়িয়ে দেন জিম্বাবোয়ান মার্শাল মুনেটসি। তবে অফসাইডের জন্য তা বাতিল হয়। তবে ৬৩ মিনিটে এমবাপের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান দ্বিগুন করে পিএসজি।

ব্রোঞ্জ হাতছাড়া বিনোদ কুমারের প্রশ্নের মুখে প্যারালিম্পিক কমিটি

টোকিও, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : 'জয়ের' পরও ব্রোঞ্জ হাতছাড়া হল বিনোদ কুমারের। ডিসকাস থ্রোয়ে রবিবার ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। সেই ইভেন্টে অংশ নেওয়া অন্য দেশের প্রতিযোগীরা আপত্তি জানান বিনোদের যোগ্যতা নিয়ে। প্যারালিম্পিক কর্তৃপক্ষ জানান পদক দেওয়ার আগে ফের পর্যালোচনা করা হবে। সোমবার জানিয়ে দেওয়া হল প্যারালিম্পিকের এই ইভেন্টে অংশ নেওয়ার যোগ্যতাই নেই বিনোদের। সোমবার সকাল থেকেই একের পর পদক জয় গর্বিত করেছিল দেশকে। তার মাঝেই বিনোদের ঘটনা। প্যারালিম্পিক কর্তৃপক্ষ জানান, ডিসকাস থ্রোয়ের এফ ৫২ বিভাগে অংশ নেওয়ার যোগ্যতাই নেই বিনোদের। এই বিভাগে অংশ নিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। তার পরেই শুরু হয় বিতর্ক। সোমবার প্যারালিম্পিকের আয়োজক কমিটির তরফে বিবৃতিত জারি করে বলা হয়েছে, ভারতের অ্যাথলিট বিনোদকে কোনও বিভাগে অন্তর্ভুক্ত পারছে না কমিটি। তাই 'তাই পুরুষদের ডিসকাস থ্রোয়ের এফ-৫২ বিভাগের পদক ইভেন্টের জন্য ওই অ্যাথলিট যোগ্য নন' এবং ওই প্রতিযোগিতায় তাঁর ফলাফল বাতিল করা হচ্ছে।

৪১ বছরের সেনাকর্মী বিনোদ রবিবার ডিসকাস থ্রোয়ের এফ-৫২ বিভাগের ফাইনালে পঞ্চম চেষ্টায় ১৯.৯১ মিটার দূরে ডিসকাস ছুড়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। সঙ্গে গড়েন এশিয়ান রেকর্ড। যদিও কিছুক্ষণ পর প্যারালিম্পিকের আয়োজকদের তরফে জানানো হয়, পুরুষদের ডিসকাস থ্রোয়ের এফ-৫২ বিভাগের ফলাফল নিয়ে আপাতত পর্যালোচনা চলছে। যদিও ভারতীয় শিবির নিশ্চিত ছিল যে টোকিও প্যারালিম্পিকে ভারতের তৃতীয় পদকটা বিনোদের গলায় ঝুলবে। ভারতীয় দলের ডেপুটি শেফ দ্য মিশন আরহান বাগাতি বলেছিলেন, 'মাত্র চারদিন আগে ওঁর (বিনোদ কুমার) ক্লাসিফিকেশন প্রক্রিয়া করা হয়েছিল। আমি ওখানে ছিলাম। প্যারালিম্পিক্সের তিনজন ক্লাসিফিয়ার বিনোদ কুমার এফ-৫২ গ্রুপের মধ্যে রেখেছেন। অভিযোগ জমা পড়লেও আমরা আত্মবিশ্বাসী যে পর্যালোচনার পরও বিনোদই পদক জিতবেন।'

কিংবদন্তি কোচ বাসু পরঞ্জপের জীবনাবসান

মুম্বই, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : কিংবদন্তি কোচ তথা মেন্টর বাসু পরঞ্জপের জীবনাবসান হল সোমবার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। সুনীল গাভাসকরকে সানি ডাকনামে অভিহিত করেছিলেন পরঞ্জপেই। তাঁর প্রয়াণে মুম্বই ক্রিকেটের অপূরণীয় ক্ষতি।

১৯৫৬-৭০ পর্যন্ত মুম্বই ও বরোদার হয়ে মোট ২৯টি ফার্স ক্লাস ম্যাচ খেলেছেন পরঞ্জপে। খেলা ছাড়ার পর সুনীল গাভাসকর, সচিন তেন্ডুলকর, দিলীপ বেঙ্গসরকার, রাহুল দ্রাবিড়, রোহিত শর্মাদের মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের পরিণত হয়ে উঠতে সাহায্য করেন তিনি। জুনিয়র ক্রিকেটারদের ক্যাম্পে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিনোদ কাম্বলিদের মেন্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন বাসু।

ক্রিকেট কেরিয়ারে বাসু ২৩.৭৮ গড়ে ৭৮৫ রান সংগ্রহ করেন। উইকেট নেন ৯টি। এছাড়া চুটিয়ে খেলেছেন লোকাল ক্রিকেট। তারকাখচিত দাদর ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁর সময়ে দাদর ইউনিয়ন অন্যতম শক্তিশালী দল ছিল।

খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পর বিভিন্ন দলকে কোচিং করিয়েছেন বাসু। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেও কোচ হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর পুত্র যতীন পরঞ্জপে জাতীয় দলের হয়ে ক্রিকেট খেলা ছাড়াও নির্বাচকের ভূমিকাও পালন করেন।

বাসুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ রবি শাস্ত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করেন বিনোদ কাম্বলিও।- হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ডেভিস কাপ টাই থেকেই নাম প্রত্যাহার করে নিলেন সুমিত নাগাল

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : চোটের কারণে ডেভিস কাপে অংশ নিতে পারবেন না। জাতীয় টেনিস ফেডারেশনের কাছে জানিয়ে দিলেন ভারতের টেনিস তারকা সুমিত নাগাল। সুমিত নাগালের পরিবর্তে ডেভিস কাপের দলে ঢুকলেন সাকেত মিনেনি।

ইউএস ওপেনের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন সুমিত নাগাল। এ বার আবার ডেভিস কাপ টাই থেকেই নাম প্রত্যাহার করে নিলেন তিনি। জাতীয় টেনিস ফেডারেশনের কাছে সুমিত নাগাল জানিয়েছেন, তিনি ডেভিস কাপে অংশ নিতে পারবেন না। কারণ তাঁর চোট রয়েছে। যে কারণে চিকিৎসক তাঁকে হার্ড কোর্টে না খেলার পরামর্শই দিয়েছেন। সুমিত নাগালের পরিবর্তে ডেভিস কাপের দলে ঢুকলেন সাকেত মিনেনি।

অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সচিব অনিল ধুপার জানিয়েছেন, 'সুমিত নাগাল আমাদের লিখিত ভাবে জানিয়েছে, ওর হিপে চোট থাকার কারণে ডেভিস কাপ টাইয়ে খেলতে পারবে না। ওর এই চোট ইউএস ওপেন যোগ্যতা অর্জনকারী ম্যাচের পর থেকেই রয়েছে।

মিনেনি সিঙ্গলস এবং ডাবলস দু'টো গেমেই অংশ নিতে পারবে। যে কারণে ওকে ডেভিস কাপের দলে নেওয়া হয়েছে।'

মিনেনি ভারতের হয়ে মোট ছ'টি ডেভিস কাপ টাইয়ে অংশ নিয়েছেন। তিনি ২০১৯ সালের ডেভিস কাপে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল যে ভারতীয় দল, সেই দলের সদস্য ছিলেন। কিন্তু কোনও ম্যাচ খেলতে পারেননি।

মিনেনি বলেছেন, 'আমি এপ্রিল থেকে কোনও টুর্নামেন্ট খেলিনি। এমন কী যুক্তরাষ্ট্রে খেলতে যাওয়ার জন্য কোনও ভিসা পাইনি। তবে আমি এই পুরো সময়ে অনুশীলনের মধ্যেই ছিলাম। টিমে ফিরে ভাল লাগছে।'

ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ডেভিস কাপ টাইয়ে ভারতের পাঁচ জনের টিম লড়াই করবে। ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর ডেভিস কাপ টাই হওয়ার কথা।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আন্তর্জাতিক ও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন স্টুয়ার্ট বিনি

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : আন্তর্জাতিক ও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ভারতের হয়ে ক্রিকেট খেলা দ্বিতীয় জেনারেশন তারকা স্টুয়ার্ট বিনি। সোমবার এক বিবৃতিতে বিনি বলেন, 'সকলের উদ্দেশ্যে আমি জানাতে চাই যে আমি প্রথম শ্রেণী ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করছি। শীর্ষে স্তরে নিজের দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি দারুণ আনন্দিত ও গর্বিত।' ভারতীয় দলের হয়ে ওয়ান ডে ক্রিকেটে এক ম্যাচে সেরা বোলিং পারফরম্যান্সের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে ছয়টি টেস্ট ও ১৪ ওয়ান ডের পাশাপাশি তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেছেন তিনি।

২০১৪ সালে ঢাকায় মাত্র চার রান দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নেওয়া তাঁর ছয় উইকেট, যে কোন ভারতীয় বোলারের ৫০ ওভারের সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। কর্ণাটকেরও অনিল কুম্বলের (১২ রান দিয়ে ছয় উইকেট) রেকর্ড ভেঙে ৩৭ বছর বয়সী অলরাউন্ডার এই কৃতিত্ব নিজের ঝুলিতে ভরেন। বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটার রজার বিনির পুত্র স্টুয়ার্ট, ৯৫টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচও খেলেছেন। জুনিয়র বিনি জাতীয় দলের হয়ে খুব বেশি সুযোগ না পেলেও তিন ফর্ম্যাটেই দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০১৪ সালে অভিষেক টেস্ট ম্যাচেই ৭৮ রানের লড়াকু ইনিংস খেলে ব্যাট হাতে প্রভাবিত করলেও, লাল বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটিই ছিল তাঁর একমাত্র অর্ধশতরান।

ফ্লোরিডায় তাঁর বিরুদ্ধে এক ওভারে এভান লুইস পাঁচটি ছয় মারার পরই কার্যত তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে ইতি পড়ে যায়। উপরন্তু, পিতা রজার বিনিরও সেই সময় নির্বাচক হওয়া নিয়ে বিতর্ক তো ছিলই। পাশাপাশি হার্দিক পান্ডিয়ার অলরাউন্ডার হিসাবে উদয়ও তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে ঢাকায় তাঁর বোলিং পারফরম্যান্স তাঁকে চিরতরে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে জায়গা করে দিয়েছে।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, রাজস্থান রয়্যালস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলেছেন আইপিএল-এ। আইপিএল-এ মোট ৯৫টি ম্যাচে ৮৮০ রান করেছেন এবং ২২টি উইকেট নিয়েছেন।

অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এক বিবৃতিতে বিনি লিখেছেন, 'ক্রিকেট আমার রক্তে আছে। যে খেলা আমাকে সব কিছু দিয়েছে, তাকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি।'—হিন্দুস্থান সমাচার /

PNIT NO: ePT42/EE/RD/KCP/DIV/2021-22/7048 DATED- 25.08.2021

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, Tripura invites percentage e-tender (2 COVER-BID SYSTEM) from the eligible and appropriate Firms/Agencies/Bidders/Contractors/ up to 11.00 A.M. on 06.09.2021 for the following works:

SL NO	NAME OF THE WORK	TENDER FEE	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	UPGRADATION OF MODERN RECORD ROOM FOR KADAMTALA REVENUE CIRCLE AT KADAMTALA T/K PREMISES UNDER R.D. KALACHERRA SUB DIVISION (MAINTENANCE OF EXISTING KADAMTALA T/K). DNIT No: eDT65/EE/RD/KCP/DIV/2021-22 dated 25.08.2021	Rs. 1,000.00	Rs. 4,913.00	02 (Two) months
2	CONSRUCTION OF MODERN RECORD ROOM FOR DAMCHERRA REVENUE CIRCLE UNDER DAMCHERRA R.D. BLOCK DURING THE YEAR 2021-22. DNIT No: eDT66/EE/RD/KCP/DIV/2021-22 dated 25.08.2021	Rs. 1,000.00	Rs. 5,416.00	02 (Two) months

Last Date for Document Downloading is 06.09.2021 up to 11.00 A.M. & Time and Date for Opening of Technical Bid is at 12.00 Noon on 06.09.2021. The Document Downloading and Bidding for participation in e-tender please go through website https://tripuratenders.gov.in. The class of bidders has to be appropriate class depending upon the estimated cost of the work.

ICA-C-1948/2021-22

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

মঙ্গলবার আগরতলায় জন্মাষ্টমি উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে ভক্তদের ভীড় পরিলক্ষিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তুলে আত্মসাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। বিশালগড় থানা এলাকার প্রভুরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু সখ্যক মহিলাকে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তুলে আত্মসাৎ করেছে একটি প্রতারক চক্র। এ ব্যাপারে প্রতারিতরা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছে। লোন দেবার নাম করে মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠল বিশালগড় থানাধীন রতন নগরের প্রভুরামপুর পঞ্চায়েতের কুহিনুর বেগমের বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিশালগড় থানাধীন নেহাল চন্দ্র নগর এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের নাম দিয়ে এলাকার মহিলাদের কাছ থেকে লোন দেওয়ার নাম করে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কোহিনুর বেগমের বিরুদ্ধে। কোহিনুর বেগম বহু মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ।সোমবার বিশালগড় থানাধীন নেহাল চন্দ্র নগর এলাকার প্রতারিত মহিলারা দ্বারস্থ হয়েছেন বিশালগড় থানার। তারা বিশালগড় থানায় অভিযুক্ত কোহিনুর বেগমের বিরুদ্ধে একটি লিখিত এফআইআর দায়ের করেন।তারা জানিয়েছেন কোহিনুর বেগমের সাথে আরো বিশালগড়ের ৪ থেকে ৫ জন লোক জড়িত রয়েছে। তাদের নামধাম দিয়ে বিশালগড় থানায় দ্বারস্থ হয়েছেন প্রতারনার শিকার হওয়া মহিলারা।মহিলারা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় বিশালগড় থানার পুলিশ অভিযুক্ত কোহিনুর বেগম ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কদর বাড়ছে বাঁশ ও বেতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ আগস্ট।। ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বাঁশ পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মানো বাস ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ রাজ্যের পাহাড়ি এলাকায় চাষ করা হচ্ছে। রাজ্যে উৎপাদিত বাঁশ থেকে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী করা হচ্ছে এবং এসব সামগ্রীর যথেষ্ট কদর রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের বাঁশ বেতের কুটির শিল্পের কদর রয়েছে রাজ্য এবং বহিঃরাজ্যে। বাঁশ থেকে বেত সংগ্রহ করে ,আর সেই বেত দিয়ে তৈরি করা যায় রকমারি সামগ্রী। বিভিন্ন সামগ্রী গুলি বাজারজাত যেমন করা যায় তেমনি ব্যবহারেরও উপযোগী হয়। বিজ্ঞানের যুগেও কুটির শিল্পের কদর দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। প্রত্যন্ত এলাকার জুমিয়ারা এক বিন্দু সময়ও নষ্ট করতে নারাজ। জুম চাষের ফাঁক ফোকরে তারা বাঁশ থেকে বেত তুলছে ,আর সেই বেত দিয়েই রকমারি সামগ্রী তৈরি করছে।এমনই এক বাস্তব চিত্র পরিলক্ষিত হল মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অধীনে নুনাছড়া এ.ডি.সি ভিলেজের কর্ণরাম পাড়াতে। এই কর্ণরাম পাড়াতে এক জুমিয়া বাঁশ থেকে বেত সংগ্রহ করে। আর সেই বেত দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করতে দেখা গেল।কথা প্রসঙ্গে তিনি জানান,, বাজারে ওইসব সামগ্রী গুলি বিক্রি করেন এবং নিজেরাও ব্যবহার করেন। এটাও আয় উপার্জনের একটা মাধ্যম। তবে জুমচাষের ফাঁকে অবসর সময়ে তারা এগুলি তৈরি করে থাকেন।উপজাতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ওইসব বাঁশ বেতের সামগ্রী গুলির কদর রয়েছে বেশ। বিজ্ঞানের যুগে বাঁশ-বেতের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বনমালীপুরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। বনমালীপুরের প্রাক্তন মন্ডল নেতা নান্টু সাহার নেতৃত্বে পাঁচ ছয় শতাধিক লোক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। যেহেতু করোণা প্যানডেমিক চলছে তাই সবাইকে আনা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে জনসভার মাধ্যমে তাদেরকে আবার যোগদান করাবেন।

রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের হিড়িক পড়েছে। সোমবার বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আরো বেশ কিছু সংখ্যক শাসকদলের নেতাকর্মী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকায় শামিল হয়েছেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নবাগতদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য শীর্ষনেতা সুবল ভৌমিক। যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রাজ্যের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

বর্তমান সরকার বেকারদের প্রতি প্রতারণা করেছে বলেও অভিযোগ করেন। বিজেপি রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আসার পর ৫০০০ বেকারকে ডিড করিয়েছে। প্রতিটি ডিড করতে পাঁচ হাজারের উপর টাকা লেগেছে। কিন্তু একজন বেকারকেও কাজ দেওয়া হয়নি। অবিলম্বে তাদের কাজের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যে গণতন্ত্রকে ভূলুণ্ঠিত করে বিজেপি ক্ষমতায় টিকে থাকার চক্রান্ত করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

কদমতলায় বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ আগস্ট।। গোটা রাজ্যের সাথে উত্তর জেলার ত্রিপুরা অসম সীমান্তের কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি দলের যোগদান অব্যাহত রয়েছে।তেমনি আজ কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের এস টি পাড়ার গুনধাম দেববর্মার বাড়িতে বিজেপি দলের এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত যোগদান সভায় জনজাতি সম্প্রদায়ের ৩৬ জন ভোটার স্বেচ্ছায় ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হন। জনজাতি সম্প্রদায়ের ৩৬ জন ভোটার সিপিআইএম এবং কংগ্রেস দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে সামিল হন। নব্য বিজেপি দলে যোগদানকারী ৩৬ জন জনজাতি ভোটারদের দলীয় পতাকা দিয়ে দলে দলে বরণ করে নেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব ও কদমতলা মন্ডলের যুব মোর্চা সভাপতি অমিতাভ নাথ। তাছাড়া আজকের যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ডলের অনান্য পদাধিকারী গন।

দুর্গা পূজা উপলক্ষে ভারত রত্ন ক্লাবে হল খুঁটি পুজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। আজ কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।এই পূণ্য তিথিতে উষা বাজার ভারতরত্ন সংঘ আসন্ন দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে খুঁটি পূজার আয়োজন করে। কোভিড পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে সরকারি নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে পুজোর আয়োজন করবে বলে জানান ক্লাব সম্পাদক প্রভাকর ঘোষ। হিন্দু বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ উৎসব দুর্গাপূজা। প্রতিবছরই দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে ব্যাপক জনসমাগম হয়।ক্লাবগুলির মধ্যেও পূজা নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা দেখা যায়। কিন্তু করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতির কারণে বিগত বছর যেমন দুর্গাপূজাকে নিয়ে ক্লাব গুলির মধ্যে তেমন প্রতিযোগিতার তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। এবছরও করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে ক্লাব গুলির মধ্যে প্যান্ডেল কিংবা মূর্তি তৈরি নিয়ে তেমন কোন প্রতিযোগিতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন উষা বাজার ভারতরত্ন সংঘ প্রতিবছরই দৃষ্টিনন্দন শারদ উৎসব করে থাকে। ভারতরত্ন সংঘের প্যান্ডেল ও প্রতিমা দেখার জন্য শহর ও শহরতলীর মানুষ ভিড় জমান। গতবছর করোণা পরিস্থিতিতে ভারতরত্ন সঙ্গে ভিড় সামাল দেওয়া রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত প্রশাসন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিল। বিগত বছরের পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে এবছর আগেভাগেই ভারতরত্ন সংঘ প্যান্ডেল তৈরি করার ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করছে। সোমবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পূণ্য তিথিতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে খুঁটি পূজার আয়োজন করা হয় ভারতরত্ন সঙ্গে। সংঘের কর্মকর্তারা জানান এ বছর তারা কোন ধরনের ঝুঁকি নিতে নারাজ। ক্ষুদ্র পরিসরে পূজা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।রাজধানী আগরতলা শহর শহরের অন্যান্য স্থানেও একই চিত্র এখনো পর্যন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। শারদ উৎসব কে কেন্দ্র করে তেমন কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ ক্লাব কর্মকর্তারা।

লেম্বুছড়ায় বামপন্থী যুবদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। লেম্বুছড়া থেকে কামাল ঘাট পর্যন্ত বাম যুবদের দীপ্ত মিছিল সংগঠিত হয় সোমবার। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন রাজ্য কমিটির সম্পাদক নবারুণ দেব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কর্মসংস্থানের দাবি সহ ৮ দফা দাবি নিয়ে বাম দলের যুব সংগঠন ডিওয়াই এফ আই ,টি ওয়াই এফ মোহনপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বামুটিয়া বিধানসভার লেম্বুছড়া এলাকায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে। লেম্বুছড়া বাজার সংলগ্ন স্থান থেকে বের হয়ে মিছিলটি, কামালঘাট এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় লেম্বুছড়াতে গিয়ে এক পথসভার মাধ্যমে সমাপ্তি হয়।প্রায় এক হাজারের উপর যুব কর্মী অংশ নেন এই মিছিলে। রাজ্য কমিটির সম্পাদক নবারুণ দেব ছিলেন এদিনের মিছিলের নেতৃত্বে। মিছিল শেষে আয়োজিত জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব নেতারা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বেকার বিরোধী কাজ কর্মের তীব্র সমালোচনা করেন।বেকারদের কর্মসংস্থান সহ সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে পালন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে রাজ্যজুড়ে বাম যুব সংগঠন আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে জানানো হয়।

কমান্ডার জীপের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ আগস্ট।। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যবসায়ী। ঘটনা কাকড়াবন থানার অন্তর্গত তুলামুড়া আউট পোষ্টের অন্তর্গত তুলামুড়া জগন্নাথ বাড়ি রোডে। মৃত ব্যক্তির নাম উত্তম ঘোষ। বয়স আনুমানিক ৫২ বছর। পেশায় ব্যবসায়ী। নিজ বাড়িতেই ব্যবসা করেন। আজ দুপুরে বাইসাইকেল নিয়ে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে কমান্ডার গাড়ির ধাক্কায় সাইকেল থেকে ছিটকে পরেন এবং কমান্ডার গাড়ির পেছনের চাকার নীচে পড়ে যান।

গাড়ির চালক কিছু বোঝার আগেই পেছনে বেগ গিয়ার দেন। এতে প্রয়াত উত্তম ঘোষের মাথা থেঁতলে যায়। সংবাদ সূত্রে জানা যায় সোমবার দুপুরের পর বাড়ি থেকে ব্যক্তিগত কাজে বাইসাইকেল নিয়ে বাজারে গিয়েছিলেন উত্তম ঘোষ। বাজারে কাজ সেরে বাইসাইকেল করে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ করে টি আর-০১ -৪৪৫১ নাম্বারের একটি কমান্ডার গাড়ি বাইসাইকেলটিকে সামনের দিক থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। সাথে সাথে উত্তম মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর রক্ত বের হতে থাকে উত্তমের মাথা থেকে।

মুহূর্তের মধ্যে বাজারে থাকা ব্যবসায়ীরা এই ঘটনা দেখতে পেয়ে ছুটে আসে। পরবর্তী সময় উত্তমকে তুলামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। তার অবস্থা বেগতিক দেখে তুলামুড়া হাসপাতালে থাকা কর্তব্যরত ডাক্তার তড়িঘড়ি টেপানিয়াস্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে উত্তম ঘোষকে রেফার করেন। উত্তম ঘোষকে টেপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পথেই মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েন। তারপর গোমতি জেলা হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার উত্তম ঘোষকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

উত্তমের মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ আগস্ট।। চুরাইবাড়িতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ উত্তর জেলার কদমতলা প্রখন্ডের উদ্যোগে চুরাইবাড়ি কমিউনিটি হলে এক বিশাল হিন্দু সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কদমতলা প্রখন্ডের সভাপতি রাজু পাল। তাছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম কার্যকর্তা নারায়ণ দত্তরায়, উত্তর জেলার সভাপতি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ত্রিপুরা উপপ্রন্তের কার্যকরি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুত্রবধূর মিথ্যা ধর্ষনের মামলার ভয়ে আত্মঘাতী বৃদ্ধ শশুর পাল্টা মামলা, দাবি সুষ্ঠু তদন্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ আগস্ট।। ছেলের বৌ এর মিথ্যা ধর্ষণের মামলার ভয়ে আত্মঘাতী বৃদ্ধ শশুর।পরবর্তীতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আত্মহত্যা প্ররোচনা দেবার অভিযোগে মামলা,পাল্টা মামলা দায়ের করা হয় ধর্মনগর মহিলা থানাতে। আত্মঘাতি বৃদ্ধের পরিবার থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ। সব মিলিয়ে ধর্মনগর থানার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চাতেয় এলাকাতে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ও প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, উত্তর জেলার ধর্মনগর থানার অন্তরগর্ত শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৩ নং ওয়ার্ডের জৈনক সুধীর দেবনাথের ছেলে সুকান্ত দেবনাথ একই গ্রামের জনৈকা চঞ্চলা দেবনাথকে ভালবেসে বিবাহ করে প্রায় তিন বছর আগে।বিবাহের পর পারিবারিক অশান্তির কারণে সুকান্ত নেবনাথ তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হলেও পারিবারিক অশান্তি কমে নি।গত সতের আগষ্ট চঞ্চলা দেবনাথ ধর্মনগর মহিলা থানাতে মৌখিক ভাবে অভিযোগ করে যে, তার শশুর তাকে ধষনের চেষ্টা করে। এই মৌখিক অভিযোগের ভিতিতে ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ অভিযুক্ত ব্যাক্তির বাড়িতে গিয়ে পরিবারের কর্তা বৃদ্ধ সুধীর দেবনাথকে থানাতে দেখা করতে বলে।

আর দেখা না করলে পরিনাম ভয়াবহ হবে বলে হুমকি দেয়। পুলিশের হুমকিতে মিথ্যা অপবাদে বৃদ্ধা গত বাইশ আগষ্ট বাড়ি থেকে বেড় হয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। পরে বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ সুধীর দেবনাথের। পরবর্তীতে মৃত সুধির দেবনাথের পরিবারের তরফ থেকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেবার অভিযোগে চঞ্চলা দেবনাথ সহ পাঁচ ব্যাক্তিকে অভিযুক্ত করে ধর্মনগর থানাতে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার পাল্টা মামলা দায়ের করে চঞ্চলা দেবনাথ। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল,বাইশ আগষ্ট সুধীর দেবনাথ আত্মঘাতি হয়। আর নিজ ছেলের বউয়ের পক্ষ থেকে থানাতে মামলা করা হয় চব্বিশ আগষ্ট। অথচ এই মামলাতে মৃত সুধীর দেবনাথকেও অবিযুক্তের তালিকায় রয়েছে। এলাকার জনগণ জানান, মৃত শ্বশুর এলাকাতে সৎজন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিল। এলাকার জনগণ মহিলা থানার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। এলাকার জনগণ অভিযোগ করে বলেন, মহিলা থানার পুলিশ এলাকার জনগণের সাথে কোন কথা না বলে অযথা নিরহি ব্যাক্তিকে হয়রানি করেছে। যার পরিনতি মানস্মানের ভয়ে আত্মঘাতি হতে হল এক বৃদ্ধ ব্যাক্তিকে। পারিবারিক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা শ্রীপুর গ্রামে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দেয়। দাবি উঠছে পুলিশ প্রশাসনের সুষ্ঠ তদন্তের।

আসামি গ্রেপ্তারের দাবিতে ভারতীয় মজদুর সংঘের তরফে ডেপুটেশন আমবাসা থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। বাবুল দাসের মৃত্যুর কারণ ও আসামি গ্রেপ্তারের দাবিতে ভারতীয় মজদুর সংঘের তরফে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে আমবাসা থানায়। মঙ্গলবার সাতসকালে আমবাসা থানাধীন চান্দ্রাইছড়া এলাকায় একটি বৈদ্যুতিক পিলারের পাশ থেকে বাবুল দাস নামে কেকমাছড়ার এক গাড়ি চালকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। মৃতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল। পরিবারের লোকের অভিযোগ এটি একটি পরিকল্পিত খুন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমবাসা থানায় একটি অভিযোগ করে। অভিযোগের পরিপেক্ষিতে পুলিশের তরফে পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট না আসায় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এই মৃত্যুর কারণ জানাতে দাবি জানানো। বি এম এস এর তরফে আজ বিএমএস এর শাখা সংগঠন গুলি আমবাসা থানায় ডেপুটেশন প্রদান করে। ডেপুটেশনের মাধ্যমে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করার দাবি জানায়। ২৪ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুর সঠিক কারণ না বের করলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ওয়া হবে বলে জানায় বিএমএস নেতা সন্তুষ দে। অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

ডাম্পিং স্টেশন বন্ধ, তেলিয়ামুড়া শহরের অলিগলিতে আবর্জনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া শহরকে সুন্দর নির্মল স্বচ্ছ রাখার জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে প্রায়শই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নামতে প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন জনবহুল স্থানে নোংরা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। যাতে করে দুর্গন্ধে ছেয়ে যাচ্ছে গোটা তেলিয়ামুড়া শহর এলাকা। এতে করে বিভিন্ন রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

তেলিয়ামুড়া শহরে নোংরা আবর্জনা যত্রতত্র ফেলার কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায়, বিগত প্রায় ১০ বছর আগে শহরের অনতিদূরে গড়ে উঠা সাত মাইল এলাকায় ডাম্পিং স্টেশন এলাকাবাসীদের বাঁধা দানের ফলে বন্ধ হয়ে পড়েছে। ডাম্পিং স্টেশনে নোংরা আবর্জনা ফেলার কাজ বাধ্য হয়ে বন্ধ করতে হয়েছে তেলিয়ামুড়া পুরো পরিষদকে। ডাম্পিং স্টেশনে তেলিয়ামুড়া পুরো এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা আবর্জনা ফেলা হতো। বর্তমানে সাতমাইল এলাকায় নোংরা আবর্জনা ফেলার কাজ বন্ধ থাকার ফলে তেলিয়ামুড়া পুরো পরিষদ পড়েছে বেকায়দায়। ফলে বাধ্য হয়ে তারা তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন জনবহুল স্থানে স্তুপাকারে আবর্জনা ফেলছে। আর এই নোংরা আবর্জনা গুলি থেকে দুর্গন্ধে ছয়লাপ তেলিয়ামুড়া শহর এলাকা। নোংরা আবর্জনা গুলির মধ্যে বেশিরভাগ প্লাস্টিক জাতীয় আবর্জনা থাকার কারণে পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে বলে মনে করছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহল।তেলিয়ামুড়া পুর এলাকার করইলং খোয়াই চৌমুহনী, নেতাজি নগর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা, গামাই বাড়ি ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকা সহ আরো কয়েকটি স্থানে এ ধরনের স্তুপাকারে রাখা আবর্জনা গুলো পরিলক্ষিত হয়।সাতমাইল এলাকায় ডাম্পিং স্টেশনে নোংরা আবর্জনা ফেলার কাজ এলাকাবাসীর বাঁধা দেওয়ার পর কয়েক দফায় প্রশাসনের উচ্চ স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে পুর পরিষদ বৈঠক করে। এমনকি জেলা শাসক স্মিতা মলের পৌরহিত্যেও সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে বৈঠক হলেও এর সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ তেলিয়ামুড়া শহর এলাকার বিভিন্ন স্থানে নোংরা আবর্জনা গুলো ফেলছে বলে জানা যায়।

পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহলের অভিমত, পুর পরিষদ কর্তৃক নোংরা আবর্জনা গুলো ফেলার পর যদি সেগুলোর উপর মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া যায় তবে দুর্গন্ধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব এবং রোগ জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা কিছুটা হলেও হ্রাস পেতে পারে বলে অভিমত তাদের। সে সঙ্গে পরিবেশ দূষণও কম হবে বলে মনে করছেন তারা।

রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ভক্তিভরে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। ধর্মপ্রাণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথি পালনের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। রাজধানী আগরতলা শহরের শ্রীকৃষ্ণ মন্দির সহ অন্যান্য মন্দির এবং রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘরে ধর্মপ্রাণ মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করবেন। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের জন্মদিনটিকে সাড়ম্বরে পালন করে গোটা দেশ। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে ও রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম হয়েছিল শ্রী কৃষ্ণের। সেই থেকেই জন্মাষ্টমী পালন করার প্রথা চলে এসেছে।কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই মন্দিরে মন্দিরে শুরু হয়েছে। জন্মস্থান বৃন্দাবনেও জন্মাষ্টমীর প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। দিনরাত পরিশ্রম করে লাড্ডু, গোপালের পোশাক তৈরিতে মত্ত কারিগররা।

ভগবান শ্রী কৃষ্ণের যা পছন্দ সেই সবই জন্মদিনের দিন তার সামনে সাজিয়ে হাজির করে ভক্তকূল। অষ্টমীর দিনে জন্ম নেওয়াশ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করা হয়।সারাদিন উপোস রেখে চলে পূজা-পার্বন। এই দিনটিতে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর গুরুত্ব রয়েছে অনেকটাই। কোনও দম্পতি সন্তান চাইলে এই দিনটিকে শুভ বলে মনে করা হয়। ইচ্ছা খুব শীঘ্রই পূরণ হয় বলে প্রচলিত রেওয়াজ রয়েছে।

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারেও এই দিনটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে যাদের জন্মপত্রিকায় চন্দ্র দুর্বল অবস্থানে রয়েছে, তাদের জন্য এই উপাচার গুরুত্বপুর্ণ।৩০ অগাস্ট রাত ১১:৪৭ মিনিট থেকে ৩১ অগাস্ট ১২:৩২ মিনিটে পালিত হবে নিশীথ পুজো। সেই সময় ৪৫ মিনিট সময় হাতে থাকে পুজো পাঠের জন্য। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় বলে ধরে নেওয়া হয়।এই দিন গোপালকে একাধিক সুগন্ধীতে সাজিয়ে তাঁকে স্নান করানোর রীতি প্রচলিত। এরপর নতুন পোশাক পরিয়ে তাঁকে সাজানো হয়।দূর্বা ঘাস ও চন্দনে গোপালকে স্নানের পর সাজানো হয়। স্নান করানো হয় দুধ দিয়ে। ৩০ অগস্ট, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট থেকে ১২টা ৪৪ মিনিট পর্যন্ত পুজোর শুভক্ষণ। ৩০ অগস্ট রাত ১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্তই রোহিণী নক্ষত্র থাকবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথিতে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তেলিয়ামুড়াতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া দুগ্ধ ব্যাবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা যাদব মহাসভা তেলিয়ামুড়া শাখার সহায়তায় তেলিয়ামুড়া ধান বাজার শেডঘরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব শুরু হলো সোমবার থেকে। বর্তমান করোণা পরিস্থিতিকে মান্যতা দিয়ে যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালিত হচ্ছে। বিগত ১৫ বছর যাবত এই উৎসব তেলিয়ামুড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু গত বছর করোণা মহামারীর কারণে এই জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন করা সম্ভবপর হয়নি। মূলত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ইতিকথা সাধারণ মানুষ জনের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে এই উৎসব করা হয়ে থাকে।ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছোটবেলায় বিভিন্ন অবতারের রূপ এই জন্মাষ্টমী উৎসবের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়ে থাকে। এবছর তেলিয়ামুড়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাঁচ (৫) টি রূপ তুলে ধরা হয়েছে। তবে অন্যান্য বছর এর থেকে বেশি জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করা হয়ে থাকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব। তবে এ বছর জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষ্যে ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা বাজেট নিয়ে তারা নেমেছে।ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তবৃন্দের ব্যাপক ভিড় পরিলক্ষিত হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।